কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন

জাতীয় বাজেট বক্তৃতা ২০২২-২০২৩

আ হ ম মুস্তফা কামাল এফসিএ, এমপি

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
৯ জুন ২০২২

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় **শ্রদ্ধাঞ্জলি**	
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি	১-২
দ্বিতীয় অধ্যায় **শেখ হাসিনা: এক ফিনিক্স পাখির গল্পগাথা**	
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন এবং দেশ ও মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও বলিষ্ঠ ভূমিকা	৩-১৩
তৃতীয় অধ্যায় **সফল কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার**	
সময়োপযোগী প্রণোদনা কার্যক্রম গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়ন; জীবন ও জীবিকার সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ; অভিঘাত মোকাবেলার মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার	১৪-২১
চতুর্থ অধ্যায় **বৈশ্বিক সংকট ও বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ**	
কোভিড-১৯ অতিমারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রক্ষেপণ; আগামী অর্থবছরে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ এবং তা মোকাবেলার কৌশল	২২-২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চম অধ্যায় **২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট**	
চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট; সংশোধিত রাজস্ব আয় ও সংশোধিত ব্যয়; বাজেট ঘাটতি ও তার অর্থায়ন	২৮-২৯
ষষ্ঠ অধ্যায় **আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো**	
আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো; রাজস্ব আহরণ; সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো	৩০-৩৩
সপ্তম অধ্যায় **খাতভিত্তিক নীতি-কৌশল, কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন**	
ক) খাতভিত্তিক নীতি-কৌশল: মধ্যমেয়াদি নীতি-কৌশল; খ) কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন: মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ; অভিঘাত মোকাবেলায় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; কৃষি খাত: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ; শিক্ষা: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা; মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি; বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি: শিল্পায়ন, পর্যটন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পরবর্তী অগ্রযাত্রা; স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন; জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ; দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি; চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও ডিজিটাল বাংলাদেশ; ভৌত অবকাঠামো: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, যোগাযোগ অবকাঠামো; নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু উন্নয়ন; পরিকল্পিত নগরায়ন ও আবাসন; ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম	৩৪-১০৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
অষ্টম অধ্যায় **সুশাসন ও সংস্কার**	
বেসরকারি খাতের উন্নয়ন; ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনার অটোমেশন; আর্থিক খাতে সংস্কার; সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা; সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ	১০৫-১১৮
নবম অধ্যায় **রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম**	
রাজস্ব আয়ে অগ্রগতি; রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন; কাস্টমস মডার্নাইজেশন; তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	১১৯-১২৪
দশম অধ্যায় **আয়কর, মূল্য সংযোজন কর এবং আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক**	
প্রত্যক্ষ কর: আয়কর, করমুক্ত আয়সীমা ও করহার; মূল্য সংযোজন কর; আমদানি-রপ্তানি শুল্ককর: কৃষি খাত, স্বাস্থ্য খাত, শিল্প খাত, আইসিটি খাত, কাস্টমস আইনের সংশোধন; কাস্টমস আইনের প্রথম তফসিলে সংশোধন; স্ট্যাম্প অ্যাক্ট	১২৫-১৬৫
একাদশ অধ্যায় **বাজেটে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি**	
২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১৬৬-১৭১
উপসংহার	
উপসংহার	১৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-ক	
সারণি ১: কোভিড-১৯ এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা	১৭৫-১৭৭
সারণি ২: আর্থ-সামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র	১৭৮
সারণি ৩: এক দশকের অর্জন	১৭৯
সারণি ৪: ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	১৮০
সারণি ৫: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন	১৮১
সারণি ৬: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ	১৮২
সারণি ৭: সমগ্র বাজেটের খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ	১৮৩-১৮৪
সারণি ৮: মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট বরাদ্দ	১৮৫-১৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-খ **(আমদানি-রপ্তানি শুল্ক সংক্রান্ত সারণিসমূহের তালিকা)**	
সারণি-১: কৃষি খাত	১৮৯-১৯০
সারণি-২: স্বাস্থ্য খাত	১৯০-১৯১
সারণি-৩: শিল্প খাত	১৯১-১৯৬
সারণি-৪: আইসিটি খাত	১৯৭-১৯৮
সারণি-৫: ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ	১৯৯-২০৮
i. শুল্ক-করের হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত	১৯৯-২০৪
ii. যে সকল H.S. Code এর বর্ণনায় পরিবর্তন, সংশোধন, বিভাজন, একীভূতকরণ এবং নতুন H.S. Code সৃজন করা হয়েছে	২০৪-২০৮

বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট ২০২২-২০২৩

প্রথম অধ্যায়
শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

তাবা-রাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলকু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাই-ইন ক্বাদীর।

মাননীয় স্পিকার

১। আপনার সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে আমি আ হ ম মুস্তফা কামাল, অর্থমন্ত্রী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট এই মহান সংসদে উপস্থাপন করতে দাঁড়িয়েছি।

মাননীয় স্পিকার

২। উপস্থাপনার শুরুতে আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস, বাঙালির বরপুত্র, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, মৃত্যুঞ্জয়ী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে।

আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি শহিদ বঙ্গমাতাসহ ১৫ আগস্টের কালরাত্রির সকল শহিদকে।

স্মরণ করছি কেন্দ্রীয় জেল খানায় শহিদ জাতীয় চার নেতাকে।

৩। গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে আরও স্মরণ করছি, আমাদের স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন, যাঁদের চরম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন, সেই সকল নিঃশঙ্ক বীরসন্তানদের।

স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ত্রিশ লাখ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সম্ভ্রম হারানো ২ লাখ মা-বোনকে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর কাছে আমি সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

৪। আপনাকে ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার।

দ্বিতীয় অধ্যায়
শেখ হাসিনা: এক ফিনিক্স পাখির গল্পগাথা

মাননীয় স্পিকার

৫। ১৯৪৭ সাল। সময়টা তখন শরৎকাল। রূপময় বাংলার প্রকৃতিতে আদিগন্ত সবুজের সমারোহ। শিউলিঝরা সকাল, ভোরের দূর্বাঘাসে মুক্ত দানা শিশির, নদীতীরে-বনের প্রান্তে কাশফুলের সাদা এলোকেশের দোলা, আকাশের নরম নীল ছুঁয়ে ভাসা শুভ্র মেঘের দল, নৌকার পালে বিলাসী হাওয়া। ভেসে বেড়ানো মেঘের প্রান্ত ছুঁয়ে উড়ে চলা পাখ-পাখালির ঝাঁক, বাঁশবনে ডাহুকের ডাকাডাকি, বিলঝিলের ডুবো ডুবো জলে জড়িয়ে থাকা শালুক পাতা, আঁধারের বুক চিরে জোনাকির রুপালি সেলাই, ঘোর লাগা চাঁদের আলো - সব মিলিয়ে প্রকৃতিতে এক অনিন্দ্য সৌন্দর্যের আড়ম্বর।

৬। অপরদিকে বাংলার রাজনীতিতে তখন ভারতবর্ষের সদ্য অনাকাঙ্ক্ষিত বিভক্তির টানাপোড়েন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন ছাত্রনেতা। কলকাতায় দেশভাগের সূত্র ধরে ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রশমনে ব্যস্ত। পাশাপাশি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কলকাতার পাট চুকিয়ে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসার। ঠিক এমনি একটি ক্ষণে ২৮ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ঘর আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের প্রথম সন্তান শেখ হাসিনা। ছোটবেলায় সকলের প্রিয় হাসু নামেই পরিচিত ছিলেন।

৭। শেখ হাসিনার শৈশব কেটেছে মধুমতীর শাখা বাইগার নদীবিধৌত গ্রামের গৃহস্থ পরিবারে। তিনি টুঙ্গিপাড়ায় বাল্যশিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে পরিবার ঢাকায় চলে আসে। শেখ হাসিনার বয়স তখন আট বছর। শেখ হাসিনা প্রথমে লক্ষ্মীবাজারের নারী শিক্ষা মন্দিরে পড়ালেখা করলেও পরবর্তী সময়ে আজিমপুর গার্লস স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং ১৯৬৭ সালে গভর্নমেন্ট ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন এবং ১৯৭৩ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

৮। তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ হতে ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজের ছাত্রী সংসদের সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি এই কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং পরের বছর সভাপতি ছিলেন। শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের একজন সদস্য এবং ছাত্রলীগের রোকেয়া হল শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সকল গণআন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

৯। প্রকৃতপক্ষে শেখ হাসিনা উত্তরাধিকার ও জন্মসূত্রে রাজনীতিক। শৈশব থেকেই বাবাকে দেখেছেন জেলজীবন কাটাতে। আর্থিক টানাপোড়েনে একজন সাদাসিধে গৃহিণী মায়ের তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেছেন মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবেশে। বাবার রাজনীতির সুবাদে বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর সহযোগী রাজনৈতিক নেতাদের আনাগোনা ও বিচরণ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল ছোট বেলাতেই।

মাননীয় স্পিকার

১০। ষাটের দশকের শেষদিকে পিতা বঙ্গবন্ধু যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি তখন রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও নীতিনির্ধারণী বিষয়ে মায়ের পাশাপাশি শেখ হাসিনাও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা পালন করেন। ওই সময় সংঘটিত গণআন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

১১। ১৯৭১ সালের মার্চের উত্তাল দিনগুলোতেও বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যরা, বিশেষ করে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ও শেখ হাসিনা, বঙ্গবন্ধুকে নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেন। একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সন্তানসম্ভবা শেখ হাসিনা একটি বাড়িতে অন্তরীণ অবস্থায় নানা অনিশ্চতায় দিন কাটান। বাবা পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি, দুই ভাই শেখ কামাল ও শেখ জামাল মুক্তিযুদ্ধে এবং মা ও ছোট ভাই রাসেল ও বোন রেহানা তাঁরই মতো একটি বাড়িতে অন্তরীণ। অন্তরীণ অবস্থায় ১৯৭১ সালের মে মাসে জন্ম হয় ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের।

১২। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, দেশ স্বাধীন হলে অমানিশার দিনগুলো শেষ হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন দেশে ফিরে এসে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন এবং স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণের মজবুত ভিত তৈরি করে দেশকে এগিয়ে নিচ্ছিলেন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

১৩। কিন্তু অভাগা জাতির জীবনে আবার দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসে যখন স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারী হায়নারা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা করে বাঙালির ভাগ্যের চাকাকে স্তব্ধ করে দেয়। স্বামীর কর্মস্থল পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় শেখ হাসিনা, দুই সন্তান ও ছোট বোন শেখ রেহানা সেই কালরাত্রে প্রাণে বেঁচে যান।

১৪। দুঃখ, ভয় ও শঙ্কার মধ্যে জার্মানিতে কিছুদিন অবস্থান করে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়ে ২৫ আগস্ট ভারতে আসেন এবং ৬ বছর সেখানে অবস্থান করেন। ১৯৮০ সালে ইংল্যান্ডে থেকে তিনি স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন শুরু করেন।

১৫। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, ঐক্য-অনৈক্যের মধ্যে ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকে। আওয়ামী লীগে ঐক্য ফিরিয়ে আনা এবং পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১-এর কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ হাসিনাকে দলীয় সভাপতি পদে মনোনীত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগের তখন বড় দুর্দিন। তাদের একজন নির্ভরযোগ্য কাণ্ডারির প্রয়োজন। এ রকম পরিবেশে সামরিক সরকারের সমস্ত বাঁধা ছিন্ন করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে বিকাল ৪ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন। সেদিন শুধু ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দর নয়, ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের মতই তার কন্যার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সমগ্র ঢাকা নগরী জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। বিমানবন্দর থেকে একটি ট্রাকে করে জাতীয় নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে জনস্রোতের ঢেউ পেরিয়ে তিনি মানিক মিয়া এ্যাভিনিউয়ের জনসমুদ্রের মঞ্চে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদলেন, সেই সাথে জনসমুদ্র হু হু করে কেঁদে উঠলো ঠিক যেন বঙ্গোপসাগরের উত্তাল জলরাশি সৈকতে মাথা ঠুকে আছড়ে পড়ছে। সেদিন আকাশ-বাতাস ভেঙে ১৫ আগস্টের জমানো কান্নায় কেঁদে উঠেছিল প্রকৃতি।

১৬।	শেখ হাসিনা দলকে সংগঠিত করার পাশাপাশি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়ে যান। বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষকে যেরূপ ভালোবাসতেন, দেশটাকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতেন, সেরূপভাবে শেখ হাসিনাও এ দেশের মানুষকে ভালোবাসেন। তিনি ঘোষণা করেন বাবা, মা, ভাইদের ও নিকট আত্মীয়দের হারিয়ে তিনি নিঃস্ব। তার কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই। তার একমাত্র কামনা হচ্ছে দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন। তিনি দেশের জনগণের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করতে চান। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে তিনি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে তীব্র গণআন্দোলনের মুখে ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে স্বৈরাচারী শাসনের পতন ঘটে।

মাননীয় স্পিকার

১৭।	১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে শেখ হাসিনা বিরোধী দলে থেকেই দেশের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে মানুষের দুঃখ-কষ্টে তাদের পাশে দাঁড়ান, অভাব-অভিযোগ শোনেন। দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে কোন এলাকায় কী কী প্রয়োজন সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ২১ বছর পর জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে এবং শেখ হাসিনা দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে উন্মুক্ত করেন সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত। ১৯৯৬-২০০১ সময়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার উন্নীত হয় ৬.২ শতাংশে। মূল্যস্ফীতির হার নেমে আসে ১.৫৯ শতাংশে। সর্বস্তরে স্বাধীনতার আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকায়ন, কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলকরত জাতির পিতা ও জেল হত্যা মামলার বিচার প্রবর্তনের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার ও শান্তি সংরক্ষণ, পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন, গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি, কৃষিতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন, অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, ১৯৯৮ এর প্রলয়ংকারী বন্যা মোকাবেলা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু উন্নয়ন, দারিদ্রের হার ৪৪.৩ শতাংশে নামিয়ে আনা, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, গৃহায়ণ তহবিলের আওতায় গৃহহীনদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা, বীর

মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার ব্যবস্থাকরণ, সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে নতুন স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন- দেশব্যাপী হাসপাতাল ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন, গড় আয়ু ৬৩ বছরে উন্নীতকরণ, দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বয়স্কভাতা চালুকরণ, দুঃস্থ মহিলা ভাতা চালুকরণ, প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি চালুকরণ, কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দূরীকরণ, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে যুগোপযোগী ও আধুনিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন, প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থাকরণ, মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি প্রবর্তন, পাঁচ বছরে স্বাক্ষরতার হার ৪৪ থেকে ৬৫ শতাংশে উন্নীতকরণ, যমুনা নদীর উপর ৪ দশমিক ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতু যান চলাচলের জন্য উন্মুক্তকরণ, ৪ জুলাই ২০০১ মাওয়ায় পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শক্ত ভিত স্থাপন করেন। কিন্তু ২০০১ সালে উন্নয়নের রথ আবার বাধাগ্রস্ত হয়।

১৮। ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করেও স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ক্ষান্ত হয়নি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার ক্লান্তিহীন লড়াইকে থামিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে বহুবার। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট। সময় বিকেল ৫টা ৪০ মিনিট। স্থান আওয়ামী লীগ অফিসের সামনের সড়ক, বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ। মাত্রই শেষ হলো দলীয় সমাবেশ। খোলা ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া শেষ করলেন সেই সময়ের বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা। সমাবেশস্থলে ট্রাকের চারপাশে তখনো কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থকের ভিড়। ট্রাকের শেষ মাথায় মই লাগানো। নামার জন্য সেদিকে এগিয়ে গেলেন শেখ হাসিনা। তারপর যা ঘটল, তা বাংলাদেশের রাজনীতিতে সবচেয়ে নৃশংস ও নিকৃষ্টতম অধ্যায়। বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। একটি নয়, একের পর এক বিস্ফোরিত হতে থাকল গ্রেনেড। এতটা দ্রুত একটির পর একটি বিস্ফোরণ সম্ভবত যুদ্ধক্ষেত্রেও কদাচ দেখা যায়। বিস্ফোরণের শব্দ যখন থামল, তখন বোঝা গেল, এ কেবল নিছক শব্দ নয়, এ ছিল নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। দেখা গেল গ্রেনেডের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়া মানুষের

দেহ এবং তার ওপর দিয়ে জ্ঞানশূন্য মানুষের দিশেহারাভাবে ছুটে চলা। ঘাতকেরা যাঁকে হত্যার জন্য নারকীয় এই আয়োজন করেছিল, সেই শেখ হাসিনা প্রাণে বেঁচে যান অলৌকিকভাবে।

১৯। এছাড়া ১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রামে, একই বছরের ১৫ আগস্ট ও ১৯৮৯ সালের ১১ আগস্ট ফ্রিডম পার্টির কর্মীরা তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্য ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাসভবনে গুলিবর্ষণ ও গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ১৯৯১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডির গ্রিন রোডের পরিবার-পরিকল্পনা ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনকালে গুলিবর্ষণ, ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পাবনার ঈশ্বরদীতে ট্রেনে গুলিবর্ষণ, ১৯৯৫ সালের ৭ ডিসেম্বর রাসেল স্কোয়ারে আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমা হামলা, ১৯৯৬ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল এলাকায় গুলিবর্ষণ, ২০০০ সালের ২০ জুলাই গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার জনসভার কাছে ৭৬ কেজি ওজনের বোমা পুঁতে রাখা, ২০০১ সালের ২৯ মে খুলনার রূপসা সেতু এলাকায় শক্তিশালী বোমা পুঁতে রাখা, ২০০২ সালের ৪ মার্চ নওগাঁয় বিএমসি সরকারি মহিলা কলেজের সামনে গাড়িতে হামলার মাধ্যমে দুর্বৃত্তরা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে প্রায় ২০ বার হত্যার চেষ্টা চালায়। কিন্তু প্রতিবারই আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে তিনি অবিশ্বাস্যভাবে মৃত্যুদুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন এবং দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে এই বাংলার মানুষের কল্যাণে নিজেকে সমর্পণ করেছেন।

২০। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে বাঙালি জাতির জন্য সম্ভাবনার এক স্বর্ণদুয়ার উন্মোচন করে ‘দিন বদলের সনদ’ ইশতেহারে আওয়ামী লীগ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে শেখ হাসিনা দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বাস্তবায়ন করেন দিনবদলের রূপকল্প ২০২১। ‘শান্তি গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ’ শিরোনামের ইশতেহার নিয়ে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে টানা দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এবং শেখ হাসিনা

তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' ইশতেহার নিয়ে ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনের মাধ্যমে টানা তৃতীয়বারের মতো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এবং শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

মাননীয় স্পিকার

২১। ২০০৯ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ পার করছে অভাবনীয় এক স্বর্ণালী অধ্যায়। বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে শান্তি, প্রগতি আর সম্প্রীতির এক মিলনমেলায়। একের পর এক রচিত হচ্ছে উন্নয়নের সাফল্যগাঁথা। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য অনুকরণীয় উন্নয়ন স্বপ্নদ্রষ্টা। গত ১৩ বছরের হাজারো অর্জনের মাঝে কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

- মহান জাতীয় সংসদ পরিণত হয়েছে রাষ্ট্রীয় সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে;
- গত ১৩ বছরে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৬ শতাংশ যা ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৭ শতাংশের উপরে ছিল এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৮ শতাংশ অতিক্রম করে। কোভিডকালীন সময়েও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ঈর্ষণীয় ৬.৯৪ শতাংশ ছিল;
- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অর্জিত গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৩ শতাংশ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৬ শতাংশ;
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়নকরত বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- জিডিপির আকার ৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকা থেকে ৩৯ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে;
- মাথাপিছু আয় ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে ৫৪৩ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৮২৪ মার্কিন ডলার;

- মূল্যস্ফীতি ৫ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে সীমিত আছে;
- দরিদ্র্যের হার ৪১.৫ শতাংশ হতে কমে ২০.৫ শতাংশ এবং অতি দারিদ্রের হার দাঁড়িয়েছে ১০.৫ শতাংশে;
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছুঁয়েছে ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২৩ আগস্ট, ২০২১ তারিখে);
- বাজেটের আকার ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরের তুলনায় এগারগুণের মতো বৃদ্ধি পেয়েছে;
- সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ ২ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৪,৯০০ মেগাওয়াট থেকে ২৫,৫৬৬ মেগাওয়াটে বৃদ্ধি পেয়েছে। 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' কর্মসূচির আওতায় আজ বাংলাদেশের শতভাগ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে;
- মিয়ানমার ও ভারতের সমুদ্রসীমা নিয়ে আইনি বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের এলাকাভুক্ত সমুদ্রের অংশ, এক্সক্লুসিভ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানসহ মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার ওপর স্বত্বাধিকার লাভ করে। সমুদ্রের নীল জলরাশি ও তার সম্পদ আহরণে এ উন্মুক্ত অধিকারের সুযোগ কাজে লাগাতে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ সুনীল অর্থনীতির কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে;
- নিম্ন-আয়ের দেশ থেকে গ্রাজুয়েশন; স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত ধাপ অতিক্রম;
- রূপকল্প ২০২১-এ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য ঘাটতি দূর করা এবং দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার যে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছিল তা সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে এরই মধ্যে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে;
- ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করেছে; ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার; গভীর সমুদ্রের তলদেশে অপটিক্যাল ফাইবার নির্মাণ, মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট স্থাপন, মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু, উপজেলা শহরে ব্যাংকের এটিএম

বুথ নির্মাণসহ সহজলভ্য ইন্টারনেট সেবা এখন মানুষের দোড়গোড়ায়;

- বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের ফলে ইন্টারনেট সেবা প্রদান সহজ হয়েছে। দেশে বর্তমানে প্রায় ১৭ কোটি মোবাইল ফোন ব্যবহার হয়;
- জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন ঘোষণা (এমডিজি) সফলভাবে অর্জন;
- এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতির স্বীকৃতিস্বরূপ এসডিজি প্রগ্রেস অ্যাওয়ার্ড লাভ;
- মাতৃমৃত্যুর হার ২০০৫ সালের ৩৪৮ থেকে কমে এখন ১৬৫, পাঁচ বছরের নিচে শিশুমৃত্যুর হার ২০০৫ সালের ৬৮ থেকে কমে ২০১৯ সালে ২৮ এবং প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি ২০০৪ সালের ১৫.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৯ সালে ৫৯ শতাংশ হয়েছে;
- বর্তমানে দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফাস্ট-ট্র্যাক প্রকল্প চলমান রয়েছে। পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল, কর্ণফুলী টানেল ও ঢাকা বিমানবন্দর থেকে যাত্রাবাড়ীর অদূরে কুতুবখালী পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে অচিরেই চালু হবে; পায়রা সমুদ্রবন্দর, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ আরও কয়েকটি বড় প্রকল্প সমাপ্ত হলে দেশের অগ্রগতিতে নতুন মাত্রা যোগ হবে;
- ভারতের সঙ্গে স্থল সীমান্ত চুক্তির মাধ্যমে ছিটমহল বিনিময় করে বাংলাদেশ পায় ভারতের ১১১টি ছিটমহল। এ চুক্তির ফলে ৬৮ বছরের রাষ্ট্রহীন ছিটমহলের ৫১ হাজারেরও বেশি মানুষ বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার সুযোগ পায়;
- দেশ-বিদেশের অতিথিবর্গের সরব উপস্থিতিতে সফলভাবে মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন;
- সন্ত্রাস দমনে সরকার সাফল্য অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যথাযথ উদ্যোগের ফলে দেশে নাশকতার হার অনেক কমে এসেছে;
- ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলছে পূর্ণোদ্যমে;
- বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের অসমাপ্ত বিচারকাজ সম্পন্ন ও আদালতের রায় কার্যকর করা, মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ সম্পন্ন;

- বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত বৈদেশিক নীতি—সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়—মূলমন্ত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও অনুসরণ করেন।

মাননীয় স্পিকার

২২। দেশ ও জনকল্যাণে অসামান্য অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা 'হুপে-বোয়ানি' শান্তি পুরস্কার, 'Pearl S. Buck 99' পুরস্কার, 'সেরেস' মেডেল, 'মাদার তেরেসা' পদক, Paul Haris ফেলোশিপ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু স্মৃতি পদক, 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ-২০১৫' পুরস্কার, 'এজেন্ট অব চেঞ্জ পুরস্কার', 'প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার', 'আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার', 'প্যান ওম্যান ইন পার্লামেন্ট (ডব্লিউআইপি) গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড, নারী ও শিশু শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য 'শান্তি বৃক্ষ পদক, 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড, জাতিসংঘের 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অ্যাওয়ার্ড, 'ডিপ্লোমা অ্যাওয়ার্ড, 'কালচারাল ডাইভারসিটি অ্যাওয়ার্ড, 'গ্লোবাল ডাইভারসিটি অ্যাওয়ার্ড, 'ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পদক, 'ডক্টরস অব হিউম্যান লেটার্স' পদকসহ অর্ধশতাধিক পদক ও ডিগ্রিতে ভূষিত হয়েছেন। ফোর্বস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ২০২১ এ বিশ্বের প্রভাবশালী ৫০ নারীর তালিকায় অন্যতম অবস্থানে রয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আর্থসামাজিক খাতে বাংলাদেশের বিস্ময়কর উত্থান ও অগ্রযাত্রা এখন সারাবিশ্বে স্বীকৃত। তিনি আমাদের অর্থনীতির আঙ্গিনায় অসীম সাহস ও দূরদর্শিতার প্রতীক। যার নির্দেশনায় গোটা জাতি আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাদের লক্ষ্য আজ অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত।

২৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসীম সাহসী নেতৃত্ব, দেশপ্রেম, দেশের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা ও দূরদর্শী অর্থনৈতিক দর্শনের কারণে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দরবারে সুমহান উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। এক সময়ের বিশ্বের দরিদ্রতম দশটি দেশের অন্যতম বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিক অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) এর মতে, অর্থনৈতিক বিকাশ অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ

অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে আজ বিশ্বের বিস্ময় বাংলাদেশ। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মুখে শোনা যায় আজ বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা। সম্ভাবনার এ স্বর্ণদুয়ার উন্মোচনে আওয়ামী লীগ ও জননেত্রী শেখ হাসিনা হয়ে ওঠেন অতীতের ঐতিহ্য সুরক্ষা, বর্তমানের সফল পথচলা এবং ভবিষ্যতে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অকুতোভয় ও বিশ্বস্ত কান্ডারি । জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এক ফিনিক্স পাখি। বাবা-মা, ভাইসহ আপন আত্মীয়দের হারিয়ে ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে এসে তিনি তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছেন এই বাংলার আপামর মানুষের কল্যাণে। এ দেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে পরিণত করতে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন অভিযাত্রায় একের পর এক লক্ষ্য অর্জনে যেন — কবি গুরুর ভাষায় বলতে হয় 'আলোর নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছেন আকাশপানে চেয়ে।'

২৫। সবকিছুই সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের হাল ধরেছেন বলে।

শেখ হাসিনা আছেন বলেই

বাংলাদেশ আজ শান্তি, সাম্য আর সম্প্রীতির দেশ।

শেখ হাসিনা আছেন বলেই

তলাবিহীন ঝুড়ির বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশ।

শেখ হাসিনা আছেন বলেই

বাংলাদেশ আজ হতে যাচ্ছে উন্নত এক দেশ।

২৬। আমরা, দেশবাসী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বিনম্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

তৃতীয় অধ্যায়
সফল কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার

মাননীয় স্পিকার

২৭। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে এই মহান সংসদকে অবহিত করতে চাই যে, আমাদের সরকারের সময়োপযোগী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ও সেগুলোর কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ আজ কোভিড-১৯ অতিমারির ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ বিপর্যয়কর অবস্থা সফলভাবে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। আপনারা জানেন যে, নভেল করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট কোভিড-১৯ অতিমারিতে বিশ্বব্যাপী এ যাবত আক্রান্ত হয়েছে অসংখ্য মানুষ, যার মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ৬৩ লাখ মানুষ। অতিমারির ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকটে সারা বিশ্ব বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের সরকার করোনাকালীন সময়ে বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সবার জন্য করোনাভাইরাসের টিকার ব্যবস্থা করার ফলে বাংলাদেশ ব্যাপক জীবনহানি থেকে রক্ষা পেয়েছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন আর্থিক ও প্রণোদনা প্যাকেজের কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে করোনাভাইরাসজনিত সংকট কাটিয়ে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে আমাদের অর্থনীতিতে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে।

২৮। অতিমারির প্রাদুর্ভাবে গত ২০২০ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই আমাদের আমদানি-রপ্তানিসহ অর্থনীতির অন্যান্য সেক্টরে নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিতে শুরু করে। এ প্রেক্ষাপটে, সংকট শুরুর সাথে সাথেই আমরা তা মোকাবেলায় দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা মোতাবেক সরকার সংকট মোকাবেলায় এবং অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে চারটি প্রধান কৌশলগত দিক সম্বলিত স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নিয়ে একটি সামগ্রিক কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এক্ষেত্রে আমাদের কৌশলগুলো ছিল সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি ও কর্মসৃজনকে প্রাধান্য দেওয়া এবং কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় নিরুৎসাহিত করা, ব্যাংক

ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্পসুদে কতিপয় ঋণ সুবিধা প্রবর্তন করা যাতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিত হয়, হতদরিদ্র ও কর্মহীন হয়ে পড়া নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠী এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনগণকে সুরক্ষা দিতে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা এবং বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা। এসব কৌশলের আলোকে আমরা এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার ২৮টি আর্থিক ও প্রণোদনা প্যাকেজ চালু করেছি এবং এগুলোর সফল বাস্তবায়ন করে চলছি। এসমস্ত আর্থিক ও প্রণোদনা প্যাকেজ গ্রহণের সময় আমরা ব্যবসায়ী, অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, গবেষকসহ নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করেছি। এর মাধ্যমে আমরা একটি পরিকল্পিত এবং সমন্বিত পদ্ধতিতে এ প্রণোদনা প্যাকেজগুলোকে সাজিয়েছি, যাতে দেশের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের উপকার নিশ্চিত হয়। আমি এ মহান সংসদের মাধ্যমে গর্বের সাথে দেশবাসীকে জানাতে চাই যে, সরকারের এ ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের ফলে এ পর্যন্ত সরাসরি উপকারভোগী হয়েছেন প্রায় ৭ কোটি ২৯ লক্ষ ৯৭ হাজার ব্যক্তি ও প্রায় ১ লক্ষ ৭২ হাজার প্রতিষ্ঠান (**পরিশিষ্ট ‘ক’ সারণি ১**)।

মাননীয় স্পিকার

২৯। গত বছরের বাজেট বক্তৃতায় আমি এ প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর বাস্তবায়নের একটি সংক্ষিপ্ত হালচিত্র তুলে ধরেছিলাম। আজ এ মহান সংসদে আমি প্যাকেজগুলোর সফল বাস্তবায়নের ফলে দেশের জনগণ যে উপকৃত হয়েছে তার চিত্রসহ করোনার প্রভাব কাটিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর চিত্র তুলে ধরছি। তৈরি পোশাকসহ রপ্তানিমুখী খাতের শ্রমিকের কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখতে বেতন-ভাতা বাবদ সরকার যে ৫ হাজার কোটি টাকার তহবিল সরবরাহ করেছে তা হতে সরাসরি উপকৃত হয়েছে রপ্তানিমুখী শিল্পের ৩৮ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারি, যার ৫৩ শতাংশ নারী। ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যবসায় টিকিয়ে রাখতে আমাদের দেওয়া ৭৩ হাজার কোটি টাকার স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা এবং একইভাবে কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর

জন্য প্রদত্ত ৪০ হাজার কোটি টাকার তহবিল হতে এ পর্যন্ত সুবিধা গ্রহণ করেছে ৪,৫২৯টি বৃহৎ ও ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৬১টি কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান। এছাড়া, এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, Pre-shipment Credit Refinance Scheme ও এসএমই খাতের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম হতে সুবিধা ভোগ করেছে ছোট-বড় অসংখ্য ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান। সরকারের এসব প্যাকেজের ফলেই আজ রপ্তানিমুখী শিল্পসহ অন্যান্য ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাত পুরোপুরি উৎপাদনে ফিরে এসেছে।

৩০। ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়া প্রায় ১ কোটি ৩৯ লক্ষ দরিদ্র ও নিম্ন-আয়ের মানুষের জন্য আমরা খাবারের ব্যবস্থা করেছি। পাশাপাশি, নিম্ন-আয়ের ৭০ লক্ষ ৫৭ হাজার পরিবারের মাঝে সরকার মাত্র ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি করেছে। অতিমারির সময় অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে সারাদেশে প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত ৩৫ লক্ষ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রায় ২৭ লক্ষ উপকারভোগী পরিবারের প্রত্যেককে ২,৫০০ টাকা করে নগদ সহায়তা প্রদান করেছি। আমরা দেশের অতি দরিদ্র মোট ২৬২টি উপজেলায় বয়স্ক ভাতা এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচির আওতা শতভাগে উন্নীত করেছি। দেশের সকল প্রতিবন্ধীকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় এনেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণে গৃহহীন মানুষের জন্য সারাদেশে প্রায় ১,৫০,২৩৩টি গৃহনির্মাণের মাধ্যমে ৭.৫ লাখেরও বেশি দরিদ্র মানুষের নিরাপদ ও সম্মানজনক বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছি। অতিমারির সময় আমাদের সরকারের নেওয়া এসব সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রমের ফলে দেশের লক্ষ লাখ মানুষ অতিমারির অভিঘাত হতে সুরক্ষিত থেকেছে।

৩১। কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির সুরক্ষায় সরকার ঘোষিত প্যাকেজের বাস্তবায়নের ফলে খাদ্য উৎপাদন ও কৃষি পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা গেছে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রয়েছে। কৃষি প্রণোদনা প্যাকেজ হতে উপকৃত হয়েছে দেশের ১ কোটি ৬৫ লক্ষ কৃষক পরিবার। কৃষকের ঋণ প্রাপ্তি সহজ করার লক্ষ্যে গঠন করা ৮ হাজার কোটি টাকার কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কিমে এ পর্যন্ত সুবিধা পেয়েছে ৩ লক্ষ ১৪ হাজার

কৃষি ফার্ম। নিম্ন-আয়ের পেশাজীবী কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য গঠিত ৩ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের সুবিধা ভোগ করেছে এ পর্যন্ত ৫.৩৪ লক্ষ নিম্ন-আয়ের পেশাজীবী কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। গ্রামীণ অর্থনীতিকে কর্মসৃজনের মাধ্যমে চাঙ্গা করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারের ঋণদান প্যাকেজসমূহের উপকারভোগী হলো লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ জনগণ এবং এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি পুরোপুরি সচল রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গৃহীত এসব সময়োপযোগী পদক্ষেপের সফল বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ কমনওয়েলথ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবেলায় সফল শীর্ষ নারী নেত্রীদের অন্যতম হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

মাননীয় স্পিকার

৩২। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি এবং এর সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলোর দিকে তাকালে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ কোভিড-১৯ এর অর্থনৈতিক ধাক্কা ভালোভাবে কাটিয়ে উঠেছে। গত এপ্রিল-মে, ২০২০ সময়ের সংক্রমণের প্রথম ঢেউ-এ শিল্প উৎপাদন কিছুটা ব্যাহত হলেও জুলাই, ২০২০ হতে তা দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য হতে দেখা যায়, মাসিক শিল্প উৎপাদন সূচক ২০২০ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যেই কোভিড-পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে আসে। মে-আগস্ট, ২০২১-এ সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ-এর সময়ে শিল্প উৎপাদন পুনরায় কিছুটা স্তিমিত হলেও ২০২১ সালে শিল্প উৎপাদন সার্বিকভাবে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) রপ্তানি আয় হয়েছে ৪৭.১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৪.০৯ শতাংশ বেশি। রপ্তানির এ ধারা অব্যাহত থাকলে বছরশেষে পণ্য রপ্তানি আয় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। শিল্পের পাশাপাশি, আমাদের কৃষি খাত অতিমারির পুরো সময়ে অত্যন্ত সফলভাবে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পেরেছে। এ খাতে সরকারের বিভিন্ন সহায়তা ও প্রণোদনার ফলে উক্ত দুই বছরে আমরা কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পেরেছি, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আমাদের গ্রামীণ

অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ সচল রাখতে সহায়তা করেছে। আমাদের প্রধান বৈদেশিক শ্রম বাজারে বিঘ্নের কারণে প্রবাস আয় হ্রাস পাবে- বিশেষজ্ঞদের এমন ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও অতিমারির সময়ে প্রবাস আয়ে উচ্চ প্রবৃদ্ধি বজায় ছিল। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রবাস আয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৩৬.১ শতাংশ, যা সংকটকালে দেশের অর্থনীতির ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছে। প্রবাস আয়ের বিপরীতে আমাদের সরকারের দেওয়া নগদ প্রণোদনা এ সাফল্যের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবাস আয় কিছুটা হ্রাস পেলেও আমরা আশা করছি যে, বছরের অবশিষ্ট সময়ে প্রবাস আয় পুনরায় প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে আসবে। ২০২১ সালের আগস্টে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড ৪৮.০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছিল এবং বর্তমানে তা ৪২.১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (১ জুন, ২০২২)। এসব তথ্য-উপাত্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি কোভিডের অভিঘাত হতে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটি নিশ্চিত অগ্রগতির দিকে যাচ্ছে।

৩৩। করোনা অতিমারি থেকে দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার অর্জনের পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হলো সফলভাবে টিকা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারা। ২০২১ সালের শুরুর দিকে বিশ্বে কোভিড-১৯ টিকার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুরু থেকেই ঘোষণা দেন যে, যত অর্থ প্রয়োজন পড়ুক, সরকার দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে বিনামূল্যে কোভিড-১৯ টিকার আওতায় নিয়ে আসবে। টিকার বৈশ্বিক সরবরাহে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা অনুসারে আমরা বিভিন্ন বিকল্প উৎস হতে প্রয়োজনীয় টিকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি এবং মাত্র এক বছরের মধ্যে ১২ বছরের ঊর্ধ্বে দেশের প্রায় সকল নাগরিককে সফলভাবে দুই ডোজ টিকা প্রদান করতে পেরেছি। বর্তমানে আমরা বুস্টার ডোজ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি। টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যের আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। প্রথমটি হলো, আমরা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন ছাড়া কোনো টিকা বাংলাদেশে ব্যবহার করতে দেইনি। অর্থাৎ দেশে ব্যবহৃত সকল কোভিড-১৯ টিকা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক কার্যকর ও নিরাপদ হিসেবে অনুমোদিত। আমাদের দ্বিতীয় সাফল্যটি

হলো টিকার ক্ষেত্রে আমরা শহর-গ্রাম, ধনী-গরিব ও নারী-পুরুষের সাম্য নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছি। এ পর্যন্ত দেওয়া প্রায় ২৫ কোটি ৮০ লক্ষ ডোজ টিকার প্রায় ৫০.১ শতাংশ গ্রহণ করেছেন দেশের নারীরা। এর পাশাপাশি, আমরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন ছিন্নমূল মানুষ, বেদে সম্প্রদায়, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী ইত্যাদির জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করে তাদেরকে টিকার আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছি। ব্যাপকভাবে টিকাদানের ফলে দেশে সংক্রমণের হার দ্রুত কমে এসেছে, একইসাথে কমেছে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যুর হার। এসবের ফলে করোনার স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ও মানুষের মধ্যে করোনার ভীতিও কমে এসেছে। ফলে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে দেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে এসেছে।

মাননীয় স্পিকার

৩৪। আপনি জেনে খুশি হবেন যে, জাপানের প্রভাবশালী Nikkei Media Group ও লন্ডনের Financial Times কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত Nikkei COVID-19 Recovery Index-এর মে, ২০২২ মাসের সংস্করণ অনুযায়ী কোভিড-১৯ অতিমারি হতে উত্তরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ১২১টি দেশের মধ্যে ৫ম শীর্ষস্থান ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে। নতুন সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, টিকাদান এবং নাগরিকদের চলাচল ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সহজগম্যতা- এ তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এ সূচকটি গণনা করা হয়। এ সূচকে বাংলাদেশের সুদৃঢ় অবস্থান প্রমাণ করে যে, আমরা বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় অনেক ভালোভাবে করোনা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমাদের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক ধারায় ফিরে এসেছে। বিগত বাজেটে দেওয়া আমার ঘোষণা অনুযায়ী আমরা জীবন ও জীবিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পেরেছি।

৩৫। অতিমারির প্রভাব মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশের সাফল্য অন্যান্য বৈশ্বিক মহল হতেও প্রশংসা পেয়েছে। বিশ্বব্যাংকের মতে, "Bangladesh economy shows resilience amid uncertainty." বিশ্বব্যাংক আরও বলেছে- "Bangladesh has made a strong economic recovery from the Covid-19 pandemic." The Wall Street Journal এর মতে

“Bangladesh is becoming an economic powerhouse of South Asia.” Wall Street Journal বাংলাদেশের সফলতাকে বিভিন্ন স্তরে দক্ষিণ কোরিয়া, চায়না ও ভিয়েতনামের সাথে তুলনা করেছে। হিন্দুস্থান টাইমস লিখেছে “Bangladesh: From a ‘basket case’ to a robust economy.” মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেন, “the drive, resourcefulness, and innovation of Bangladeshis - rebuilding after the 1971 war and now forging a path of economic growth and development – serve as a model for rest of the world.”

৩৬। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির ইতিবাচক চিত্র হতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত সময়োপযোগী ও কার্যকর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার কর্মসৃজন ও কর্মসুরক্ষা, অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখা, কোভিড-১৯ প্রতিষেধক টিকা প্রদান কার্যক্রমের মাধ্যমে করোনা অতিমারির দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঢেউ এর অর্থনৈতিক প্রভাবও সফলভাবে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। সরকার বিশ্বাস করে, “The bigger the challenge, the greater the opportunity for growth.” অসীম সাহসী ও দূরদর্শী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকল চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ।

মাননীয় স্পিকার

৩৭। করোনা মোকাবিলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে নেওয়া উদ্যোগগুলো আমরা আগামী অর্থবছরেও অব্যাহত রাখবো। তবে, সংকটের প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে আমাদের অগ্রাধিকারও কিছুটা পরিবর্তন হবে। অতিমারির প্রথম বছরে আমাদের অগ্রাধিকার ছিল স্বাস্থ্য খাতের সক্ষমতা বাড়ানো, হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়া নিম্ন-আয়ের মানুষদের খাদ্য ও মানবিক সহায়তা প্রদান এবং কৃষি, রপ্তানি খাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সেক্টরগুলোর উৎপাদন ও কর্মসংস্থান অব্যাহত রাখতে জরুরি সহায়তা প্রদান। আমরা সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিশেষায়িত কোভিড চিকিৎসার দ্রুত সম্প্রসারণ, অতিরিক্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ ও নিম্ন-

আয়ের মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রথম বছরের চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা করেছি। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে অতিমারির দ্বিতীয় বছরে এসে আমাদের অগ্রাধিকার পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল সকলকে কোভিড টিকার আওতায় আনা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে শিল্প ও সেবা খাতকে সহায়তা করা। ১২ বছরের উর্ধ্বে প্রায় সকল নাগরিককে টিকার আওতায় আনা এবং শিল্প ও সেবা খাতের জন্য নেওয়া প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা দ্বিতীয় বছরের লক্ষ্যমাত্রাও সফলভাবে অর্জন করতে পেরেছি। এখন অতিমারির তৃতীয় বছরে এসে আমাদের অগ্রাধিকার হবে আয়বর্ধন ও কর্মসৃজনের ধারা অব্যাহত রেখে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে টেকসই করা ও এর মাধ্যমে অর্থনীতির ভিত্তিকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া। এজন্য আমরা প্রণোদনা কার্যক্রমগুলোর বাস্তবায়ন আগামী অর্থবছরে অব্যাহত রাখবো। পাশাপাশি, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও সেবা খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ অর্থনীতির সকল গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর যাতে অতিমারির প্রভাব সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে পারে সে লক্ষ্যে সব ধরনের নীতি-সহায়তা প্রদান করবো। আমি আপনার মাধ্যমে জাতির কাছে এ আশাবাদ ব্যক্ত করতে চাই যে, আগামী অর্থবছরই হবে অতিমারির প্রভাব কাটিয়ে উঠার জন্য আমাদের শেষ বছর।

চতুর্থ অধ্যায়
বৈশ্বিক সংকট ও বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ

মাননীয় স্পিকার

৩৮। বিগত দুই বছরের অপ্রত্যাশিত অভিঘাত কোভিড-১৯ এর প্রভাব কাটিয়ে বিশ্ব অর্থনীতি যখন ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল ঠিক তখনই মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে দেখা দিয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর মাধ্যমে সৃষ্ট ও চলমান সংঘাতের ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নানাবিধ বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। করোনা-পরবর্তী বৈশ্বিক পুনরুদ্ধারের কারণে হঠাৎ চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ২০২১ সালের শেষভাগ থেকেই আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য বাড়তে থাকে এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য পরিস্থিতি আরও অস্থিতিশীল হতে শুরু করেছে। সম্প্রতি অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়ে ব্যারেল প্রতি ১১৩ মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। অপরদিকে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য বিশ্ববাজারে অন্তত ১২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তেল-গ্যাসের পাশাপাশি বৈশ্বিক Commodity Market-এ কয়েকটি পণ্যের ক্ষেত্রে (যেমন গম, ভুট্টা, সানফ্লাওয়ার অয়েল ও রেয়ার আর্থ খনিজ) রাশিয়া ও ইউক্রেন গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকারী দেশ। ফলে, আন্তর্জাতিক বাজারে এসব পণ্যেরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। পশ্চিমা দেশগুলো কর্তৃক আন্তর্জাতিক পেমেন্ট নেটওয়ার্ক SWIFT হতে রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করায় সার্বিকভাবে রাশিয়ার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সংকুচিত হয়ে আসছে, যা বৈশ্বিক Supply Chain-কে ব্যাহত করছে। রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট দীর্ঘস্থায়ী হলে তা বৈশ্বিক অর্থনীতির কোভিড-পরবর্তী পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে।

৩৯। স্বাভাবিকভাবেই রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের কারণে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। মে ২০২১ এর তুলনায় মে ২০২২ সময়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির হার প্রায় ৬৫ শতাংশ, ইউরিয়া সারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ১১৪ শতাংশ, সয়াবিন তেলের মূল্য বৃদ্ধির হার

২৯ শতাংশ, গমের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৫ শতাংশ এবং চিনির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩ শতাংশ। সেকারণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে। এফএও-এর তথ্য অনুসারে ২০২১ সনে বিশ্বব্যাপী কৃষি ও খাদ্যপণ্যের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২০২২ সালেও অব্যাহত থাকবে। আইএমএফ কর্তৃক এপ্রিল ২০২২ এর World Economic Outlook-এ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী উন্নত অর্থনীতিসমূহে ২০২১ সালে সিপিআই মূল্যস্ফীতি ৩.১ শতাংশ ছিল যা ২০২২ সালে ৫.৭ শতাংশ হবে মর্মে প্রাক্কলন করেছে। তন্মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০২২ সালে মূল্যস্ফীতি দাঁড়াবে ৭.৭ শতাংশে। অন্যদিকে, উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিসমূহে ২০২১ সালে মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৯ শতাংশ, যা ২০২২ সালে অনেক বেড়ে ৮.৭ শতাংশ হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

৪০। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে Imported Inflation হিসেবে অভ্যন্তরীণ বাজারের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৯টি পণ্যের (জ্বালানি তেল, এলএনজি, গম, রাসায়নিক সার, পাম অয়েল, সয়াবিন তেল, কয়লা, ভুট্টা ও চাল) একই পরিমাণ আমদানি করতে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে সম্ভাব্য অতিরিক্ত ব্যয় হিসেবে ৮.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করতে হবে। এসব পণ্যের বাইরেও আন্তর্জাতিক বাজারে শিল্পের কাঁচামাল ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের মূল্য এবং আন্তর্জাতিক পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে অভ্যন্তরীণ বাজারে Imported Inflation-এর চাপ অনুভূত হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

৪১। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে সরকারের ভর্তুকি ব্যবস্থাপনার উপরও চাপ সৃষ্টি হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটে সরকারের ভর্তুকি ও প্রণোদনা বাবদ ব্যয়ের প্রাক্কলন ছিল ৫৩,৮৫২ কোটি টাকা। কিন্তু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জ্বালানি ও সারের মূল্যবৃদ্ধিজনিত কারণে জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও সারের ভর্তুকি বাবদ সরকারের ব্যয় বাড়ছে। তাই ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ভর্তুকি

ও প্রণোদনা বাবদ ব্যয়ের প্রাক্কলন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬,৮২৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৭০ শতাংশ)। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটের প্রাথমিক প্রাক্কলনে এবাবদ ব্যয় আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২,৭৪৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৯০ শতাংশ)। কিন্তু, আন্তর্জাতিক বাজারে তেল, গ্যাস ও সারের মূল্যের সাম্প্রতিক যে গতিপ্রকৃতি তাতে ভর্তুকি ব্যয় আরও ১৫-২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে, যা আগামী অর্থবছরের বাজেট ব্যবস্থাপনায় একটি চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে।

৪২। কোভিড পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমাদের রেকর্ড পরিমাণ প্রবাস আয় অর্জিত হয়েছিলো। কোভিড পরিস্থিতিতে আমাদের প্রধান শ্রমবাজারসমূহে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে গতির অভাব ও রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের ফলে শ্রমবাজার প্রভাবিত হওয়ার কারণে চলতি অর্থবছরে আমাদের প্রবাস আয়ে কিছুটা স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের গতি অত্যন্ত বেগবান হওয়ার কারণে আমদানি রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে চলতি অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে আমাদের চলতি হিসাবের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৫.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সুতরাং, আমাদের স্থানীয় বাজারে মার্কিন ডলারের চাহিদা বৃদ্ধিজনিত কারণে মুদ্রা বিনিময় হারের উপর কিছুটা চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এ সংকট মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি অর্থবছরের ১ জুন ২০২২ পর্যন্ত ৬.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজারে সরবরাহ করেছে। বিগত বছরের অক্টোবর মাসে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বর্তমানে কমে ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং চলতি অর্থবছরের জুলাই হতে ৬ জুন ২০২২ পর্যন্ত ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে প্রায় ৭.৯ শতাংশ। সুতরাং, আগামী অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি আমদানি সহনীয় পর্যায়ে রাখা ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল রাখা হবে আমাদের একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৪৩। সরকার দেশে বর্তমানে বিরাজমান চাহিদার প্রবৃদ্ধি কমিয়ে সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে চায়। কোভিড-১৯ অতিমারিজনিত অর্থনৈতিক শ্লথগতি

থেকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে শিল্প উৎপাদন এবং রপ্তানি খাতের পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার যে কাউন্টারসাইক্লিক্যাল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিল, ক্ষতিগ্রস্ত বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের উদ্যোগের জন্য ৭৩ হাজার কোটি টাকা এবং সিএমএসএমই খাতের জন্য ৪০ হাজার কোটি টাকার চলতি মূলধন ঋণের তহবিল, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি এবং ২ শতাংশের বেশি সুদের হারে ভর্তুকি প্রদান এবং ৫ হাজার কোটি টাকার একটি প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প। অধিকন্তু, সরকার রপ্তানিমুখী শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ, রপ্তানি পণ্যের জন্য নতুন বাজার অনুসন্ধান, পরিবহন ও ইউটিলিটি সুবিধার উন্নয়ন এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অগ্রাধিকার এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (PTAs and FTAs) ইত্যাদি স্বাক্ষরের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। উপরন্তু, সরকার রপ্তানি বাড়াতে বেশ কয়েকটি অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করছে। পাশাপাশি, সরকার রপ্তানি বাড়াতে রপ্তানি ভর্তুকি/প্রণোদনা অব্যাহত রেখেছে।

৪৪। দেশের স্বল্প-আয়ের জনগোষ্ঠী যাতে কম মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে পারে সে জন্য সরকার টিসিবি'র মাধ্যমে সেগুলো বিক্রি করছে। শহর অঞ্চলে ওএমএস-এর আওতায় চাল ও গম বিক্রয় অব্যাহত রয়েছে। রমজানে ১ কোটি পরিবারকে কার্ডের মাধ্যমে ৬টি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনা হয়েছে যাদের কাছে ডিজিটাল ব্যবস্থায় নগদ অর্থ প্রদানের সক্ষমতা সরকারের রয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসন মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে মজুদকারিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে আগামী অর্থবছরে জ্বালানি তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, সার ও বিদ্যুত খাতে সরকারের যে ঘাটতি হবে তা আমরা মূল্য বাড়িয়ে ভোক্তা পর্যায়ে শতভাগ চাপিয়ে দেবো না।

মাননীয় স্পিকার

৪৫। প্রতিবছরের ন্যায় চলতি অর্থবছরেও বাজেট প্রণয়নের অংশ হিসেবে আমি দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহ, স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের সাথে আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে সংলাপ করেছি। এছাড়াও, মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিভিন্ন সংগঠন থেকে বাজেটের উপর প্রস্তাবনা পেয়েছি। এজন্য আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এসকল আলোচনা, প্রস্তাবনা ও আমাদের বিশ্লেষণে আগামী অর্থবছরের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ হবে: ১) মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা এবং অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা; ২) গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সারের মূল্যবৃদ্ধিজনিত বর্ধিত ভর্তুকির জন্য অর্থের সংস্থান; ৩) বৈদেশিক সহায়তার অর্থ ব্যবহার এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের উচ্চ-অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ে শেষ করা; ৪) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন; ৫) অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজন কর সংগ্রহের পরিমাণ এবং ব্যক্তি আয়করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা; এবং ৬) টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা।

৪৬। এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের অত্যন্ত কৌশলী হতে হবে। কোনো একটি সমস্যা সঠিকভাবে সমাধান করা না গেলে তা সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করতে পারে। আমাদের মূল কৌশল হবে বিদ্যমান চাহিদার প্রবৃদ্ধি কমিয়ে সরবরাহ বৃদ্ধি করা। সে লক্ষ্যে আমদানিনির্ভর ও কম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ব্যয় বন্ধ রাখা অথবা হ্রাস করা হবে। নিম্ন অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের গতি হ্রাস করা হবে এবং একইসময়ে উচ্চ ও মধ্যম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা হবে। জ্বালানি তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সারের বিক্রয়মূল্য পর্যায়ক্রমে ও স্বল্প আকারে সমন্বয় করা হবে। রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে কর সংগ্রহে অটোমেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে এবং মূল্য সংযোজন কর ও আয়করের নেট বৃদ্ধি করা হবে। বিলাসী ও অপ্রয়োজনীয় আমদানি নিরুৎসাহিত করা হবে এবং Under/Over Invoicing এর বিষয়টি সতর্ক পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার প্রতিযোগিতামূলক রাখা হবে।

৪৭। আমাদের অর্থনীতির প্রাণশক্তি হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি এবং দৃঢ় ও সাহসী নেতৃত্ব। সংগত কারণেই কোভিড-১৯ ও ইউক্রেন যুদ্ধ উদ্ভূত অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলা করে দেশের সর্বস্তরের জনগণের জীবন-জীবিকা এবং সর্বোপরি ব্যাপক কর্মসৃজন ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এনে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা এবারের বাজেটে প্রাধান্য পাবে। বিগত দুই অর্থবছরে আমরা যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে করোনা মোকাবেলা করে দেশের অর্থনীতিকে মূল গতিধারায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, অনুরূপভাবে আগামী অর্থবছরেও ইউক্রেন সংকট উদ্ভূত বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করে দেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখবো।

পঞ্চম অধ্যায়
২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট

মাননীয় স্পিকার

৪৮। এ পর্যায়ে আমি চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট ও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামোর উপর আলোকপাত করব।

চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট

মাননীয় স্পিকার

৪৯। সার্বিক রাজস্ব আহরণ ও ব্যয়ের অগ্রগতি বিবেচনায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটে কিছুটা সংশোধন ও সমন্বয় করতে হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ **পরিশিষ্ট 'ক': সারণি ৪** এ বিস্তারিত দেখানো হয়েছে।

৫০। **সংশোধিত রাজস্ব আয়:** চলতি অর্থবছরের মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯.৪৩ শতাংশ। রাজস্ব আদায়ের এ সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেটে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা মূল বাজেটের সমান অর্থাৎ ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার কোটি টাকা রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এবারই প্রথম যে, সম্পূরক বাজেটে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রায় কোনো হ্রাস করা হয়নি।

৫১। **সংশোধিত ব্যয়:** চলতি অর্থবছরের বাজেটে সর্বমোট সরকারি ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। কিন্তু এপ্রিল পর্যন্ত ব্যয়ের সার্বিক অগ্রগতি বিবেচনায় সংশোধিত বাজেটে সরকারি ব্যয় ১০ হাজার ১৮১ কোটি টাকা হ্রাস করে ৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৫২। **সংশোধিত বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন:** চলতি অর্থবছরের বাজেটে ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৮২ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি প্রস্তাব করা হচ্ছে ২ লক্ষ ৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.১ শতাংশ। উল্লেখ্য, মূল বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছিল জিডিপির ৬.২ শতাংশ। এ ঘাটতি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস হতে অর্থায়ন করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো

মাননীয় স্পিকার

৫৩। কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলা করে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং জনগণের ঘাত মোকাবেলার যে দৃঢ়তা রয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই অর্থনীতি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে, অন্তত তিনটি কারণে আমরা অত্যন্ত সচেতনতার সাথে আগামী বছরের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করেছি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে সৃষ্ট ক্ষতি মোকাবেলা বিবেচনায় নিয়ে আমরা কাজ করেছি। রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের ফলে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ঝুঁকির আশঙ্কা বিবেচনা করে আগামী দিনের কৌশল নির্ধারণ করেছি। এছাড়া, বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলসহ প্রধান প্রধান সকল আমদানি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে সামগ্রিকভাবে আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতির যে সম্ভাবনা রয়েছে সেটিও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। জনগণের চাহিদা ও স্বাস্থ্য খাতে উদ্ভূত প্রয়োজন মেটানো এবং দেশের মানুষকে ভ্যাকসিনের আওতায় আনার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে।

৫৪। সার্বিকভাবে, কোভিড-১৯ ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট হতে উত্তরণ, কোভিড-১৯ মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়ন, অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্পসমূহের কাজ সময়মত সম্পন্ন করা, সামাজিক নিরাপত্তার আওতা সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষিখাতে প্রণোদনা প্রদানসহ সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষাকে বিবেচনায় নিয়ে মূলত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৫৫। এবার আমি আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের একটি চিত্র তুলে ধরছি যা **পরিশিষ্ট 'ক': সারণি ৫** এ বিস্তারিত দেওয়া আছে।

৫৬। রাজস্ব আহরণের সিংহভাগ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। সুতরাং, রাজস্ব আহরণে গতিসঞ্চারের লক্ষ্যে এ সরকারের বিগত ১৩ বছরে কর রাজস্ব ব্যবস্থায় বেশকিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে, সরকারের রাজস্ব আহরণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে যেখানে এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ ছিল ৫২,৫২৭ কোটি টাকা, সেখানে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৬৩,৮৮৬ কোটি টাকা। জুলাই ২০১৯ হতে নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করা হলেও এর প্রাথমিক ধাক্কা (Hiccup) ও করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিতে কিছুটা সময় লেগেছে। সেকারণে আমরা ভ্যাট আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রোনিক ফিসক্যাল ডিভাইস স্থাপন শুরু করেছি।

৫৭। আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত বা তদূর্ধ্ব শ্রেণির জনসংখ্যা প্রায় ৪ কোটির মতো, যার অধিকাংশই আয়কর প্রদান করছে না। ফলে কর ফাঁকি রোধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণসহ করযোগ্য আয়ধারী সকলকে কর-জালের (Tax-net) আওতায় আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমরা টিনধারীর সংখ্যা এক কোটিতে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি এবং বিগত ৪ বছরে প্রতিবছর গড়ে ১০ লাখেরও বেশি হারে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এপ্রিল ২০২২ নাগাদ এ সংখ্যাটি ৭৫.১০ লাখে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি। পাশাপাশি, মার্চ ২০২২ নাগাদ কর প্রদানকারীর সংখ্যা বেড়ে ২৯ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। কর দাখিল সহজ করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। এটি হবে সহজবোধ্য এবং ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের জন্য এক পাতায়। এছাড়া, কিছু ক্ষেত্র ব্যতিত সকলের জন্য রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হবে।

৫৮। দেশে ভারী শিল্পের বিকাশ ও আমদানি বিকল্প শিল্পোৎপাদনকে ত্বরান্বিত করার স্বার্থে বিগত বাজেটে আমরা 'Made in Bangladesh' ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিলাম এবং এটি বাস্তবায়নে শুল্ক-কর খাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ

করেছিলাম। যে সকল পণ্য দেশেই উৎপাদন সম্ভব, সেগুলোর অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদান এবং আমদানিকে নিরুৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে আগামী বাজেটেও আমরা পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করেছি।

৫৯। **প্রস্তাবিত রাজস্ব আয়:** আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎস হতে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার এবং অন্যান্য উৎস হতে ৬৩ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে।

৬০। **প্রস্তাবিত ব্যয়:** আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাজেটের আকার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১৫.২ শতাংশ। পরিচালনসহ অন্যান্য খাতে মোট ৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৯৯৮ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৬১। **বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন:** প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৪ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, এ হার গত বাজেটে ছিল ৬.২ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে এ ঘাটতি মেটানো হবে।

মাননীয় স্পিকার

৬২। **সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো:** প্রস্তাবিত বাজেটের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো (উন্নয়ন ও পরিচালন ব্যয়) এখন তুলে ধরবো। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্পাদিত কাজের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী কাজগুলিকে ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়, যথা: সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো ও সাধারণ সেবা খাত।

৬৩। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৭.০৫ শতাংশ; এর মধ্যে মানবসম্পদ খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত) বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫২৪ কোটি টাকা। ভৌত অবকাঠামো খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে ২ লক্ষ ৮৬০ কোটি টাকা বা ২৯.৬২ শতাংশ; যার মধ্যে সার্বিক কৃষি ও পল্লী

উন্নয়ন খাতে ৮৬ হাজার ৭৯৮ কোটি; যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে ৭৯ হাজার ২৬ কোটি এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ২৬ হাজার ৬৫ কোটি টাকা। সাধারণ সেবা খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ২০৮ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২২.৫৯ শতাংশ। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP), বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক সহায়তা, ভর্তুকি, রাষ্ট্রায়ত্ত, বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের জন্য ব্যয় বাবদ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ৫৩ হাজার ১৫৫ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৭.৮৪ শতাংশ; সুদ পরিশোধ বাবদ প্রস্তাব করা হয়েছে ৮০ হাজার ৩৭৫ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১১.৮৫ শতাংশ; নিট ঋণদান (Net lending) ও অন্যান্য ব্যয় খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে ৭ হাজার ৪১ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১.০৪ শতাংশ। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট 'ক'** এর **সারণি ৭** এবং মন্ত্রণালয়/ বিভাগভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব **পরিশিষ্ট 'ক'** এর **সারণি ৮** এ উপস্থাপন করা হলো।

সপ্তম অধ্যায়
খাতভিত্তিক নীতি-কৌশল, কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন

ক) খাতভিত্তিক নীতি-কৌশল

মাননীয় স্পিকার

৬৪। এখন আমি আগামী অর্থবছরসহ মধ্যমেয়াদে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ নীতি-কৌশল, কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চাই। আমরা এ বাজেটের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের প্রলম্বিত প্রভাব মোকাবেলার পাশাপাশি আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ তে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রয়াস চালাবো। আমরা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দ্বিতীয় বছর পূর্ণ করতে যাচ্ছি। আশার বিষয় হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে করোনা ভাইরাসের প্রভাব হ্রাস পাওয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুরোদমে শুরু হয়েছে। তবে বিশ্বব্যাপী অতিরিক্ত চাহিদার প্রেক্ষাপটে সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থায় জটসৃষ্টি ও মূল্যস্ফীতির প্রবণতা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে খাদ্যপণ্যসহ জ্বালানি পণ্যের সরবরাহ ঘাটতি আমাদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যা এ বছরের বাজেটে সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করার চেষ্টা করেছি।

মধ্যমেয়াদি নীতি-কৌশল

৬৫। মধ্যমেয়াদে আমাদের নীতি-কৌশল দেশের পঞ্চবার্ষিক ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এবারের বাজেটে দরিদ্রবান্ধব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে যাতে সমাজে সমতা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করা যায়। সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপর। গুরুত্ব দেওয়া হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপর। এজন্য

শ্রমঘন, রপ্তানিমুখী উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদান করা হবে। কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পকে পূর্বের ন্যায় ঋণ এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হবে। এছাড়া কৃষি বহুমুখীকরণ ও আইসিটিনির্ভর উদ্যোগকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। পাশাপাশি বৈদেশিক কর্মসংস্থানে দক্ষ জনশক্তি তৈরির প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। এ সকল উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা জিডিপি'র কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবো যা সার্বিকভাবে আয় বৈষম্য হ্রাসে ভূমিকা রাখবে।

৬৬। মধ্যমেয়াদে আমাদের প্রবৃদ্ধির প্রধান চালক হবে শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ ও ক্রমবর্ধমান বহিঃস্থ চাহিদা। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধিতে ভোগ ও বিনিয়োগ এবং বহিঃস্থ চাহিদা বৃদ্ধিতে রপ্তানি হবে আমাদের মনোযোগের অন্যতম ক্ষেত্র। আমাদের লক্ষ্য হবে সরকারি, বেসরকারি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিনির্মাণ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। মনোযোগ দেওয়া হবে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপর যাতে রপ্তানির ক্ষেত্রে শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, সরবরাহের দিক থেকে শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর মাধ্যমে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুতগতিতে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিতে কর্মমুখী ও কারিগরি শিক্ষার বিস্তার ঘটানো হবে। প্রবাস আয় বৃদ্ধির জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা ও নতুন নতুন শ্রমবাজার অন্বেষণের উপর গুরুত্ব প্রদান অব্যাহত থাকবে।

৬৭। করোনা অতিমারির কারণে শুধুমাত্র ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। নতুন ভিত্তিবছর অনুসারে গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রেকর্ড ৭.৮৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়ে ৩.৪৫ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় অতি দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু করতে পেরেছিলাম। ফলে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯-এর প্রভাব অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও ৬.৯৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি

অর্জিত হয়েছে। অর্থনৈতিক চলকসমূহের গতিপ্রকৃতি দৃষ্টে প্রতিভাত হয় যে, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ অব্যাহত থাকলেও অর্থনীতির উপর উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। চলতি অর্থবছর শেষে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২৫ শতাংশ অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়। পাশাপাশি কোভিড-১৯ অতিমারির প্রলম্বিত প্রভাব, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৭.৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৬৮। বিগত দুই বছর আমরা করোনাভাইরাস অতিমারি মোকাবেলার জন্য জনজীবন এবং জীবিকা উভয়কে প্রাধান্য দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করেছি। ফলে, সরকারের সময়োপযোগী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে অতিমারিকালীণ সময়েও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত স্বাভাবিক ধারায় ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে অধিক বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে দেশের অধিকাংশ মানুষকে টিকার আওতায় আনার কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারিতে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্তিমিত বা ঋণাত্নক হলেও সরকারের যথাযথ পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। করোনা অতিমারির মধ্যেও ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দেশের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৮২৪ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারা বিশ্বের নিকট দারিদ্র্য দূরীকরণে তার ভূমিকা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাংক হতে জানুয়ারি ২০২২ এ প্রকাশিত ‘Global Economic Prospects’ শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈশ্বিক মন্দা কাটিয়ে বিশ্বের যে কয়েকটি দেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

৬৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য দিকনির্দেশনা ও দৃঢ় নেতৃত্বে একদিকে অর্থনৈতিক ও শিল্প খাতে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে, অন্যদিকে অবকাঠামো ও সামাজিক খাতে দ্রুত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন

করা হচ্ছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো উন্নয়নে এডিপিতে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে এ অঞ্চলগুলোকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান এবং সুবিধাভোগীর আওতা বাড়ানো; ব-দ্বীপ পরিকল্পনার সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি গ্রহণকালে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ সুবিধা প্রদান, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও লবণাক্ততা সমস্যা নিরসনে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান; চরাঞ্চলের মানুষের দুর্দশা লাঘবে কার্যকর চর উন্নয়ন বোর্ড গঠন; সহজলভ্য ক্রেডিট, প্রযুক্তি ও বিপণন সুবিধা প্রদানসহ বিভিন্ন সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে অকৃষিজ গ্রামীণ এন্টারপ্রাইজগুলোর প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া এসব অঞ্চলের শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং শ্রম রপ্তানিতে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যসেবা, প্রশিক্ষণ ও ক্রেডিট সুবিধা প্রদানেরও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

৭০। বিশ্ব অর্থনীতিতে ২০২০ সালের শুরু হতে চলমান কোভিড-১৯ অতিমারির বিরূপ প্রভাব এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটজনিত কারণে সৃষ্ট মূল্যস্ফীতি দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করার উপর আগামী বাজেটে সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার প্রদান করে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত। বিগত কয়েক বছর ধরে কৃষিখাতের যে অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে তা আরও বেগবান করে অধিক খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে গবেষণা ও সম্প্রসারণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, সেচ ও বীজে প্রণোদনা, কৃষি পুনর্বাসন এবং সারে ভর্তুকি প্রদান চলমান থাকবে। আমাদের তৃতীয় অগ্রাধিকার খাত হলো স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নসহ সার্বিক মানবসম্পদ উন্নয়ন। ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নে আমরা বরাদ্দ অব্যাহত রাখবো। অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি বহুমুখীকরণকে আমরা চতুর্থ অগ্রাধিকার প্রদান করেছি। বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা হবে। আমাদের পঞ্চম অগ্রাধিকার খাত হচ্ছে কর্মসৃজন ও পল্লী উন্নয়ন। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলা আমাদের অগ্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সবসময় নিম্ন-আয়ের

মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকারবদ্ধ এ সরকার আগামীতেও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতা সম্প্রসারণ করবে। সে ধারাবাহিকতায় নিম্ন-আয়ের মানুষের মাঝে স্বল্পমূল্যে এমনকি বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। আগামী বাজেটে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সফল বাস্তবায়ন আমাদের সরকারের অগ্রাধিকারের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭১। প্রতিবছরের মতো এবারও বাজেট বক্তৃতার সাথে আমাদের মধ্যমেয়াদি নীতি কৌশল সম্বলিত 'মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-বিবৃতি' পেশ করা হয়েছে।

৭২। পরবর্তী অংশে খাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরছি।

খ) কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

মাননীয় স্পিকার

৭৩। চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে অসঙ্গতি রোধের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার বদ্ধপরিকর। চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও মূলত বহিঃস্থ এবং কিছু অভ্যন্তরীণ কারণে সম্প্রতি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল্যস্ফীতির বৈশ্বিক কারণমূহের মধ্যে রয়েছে, বাণিজ্য সহযোগীদের মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি, জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি, টাকার অবচিতি, বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ- যে বিষয়গুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে ২০২২ সালের গড় মূল্যস্ফীতি যথাক্রমে ৭.৬৮ এবং ৭.৪১ শতাংশ হবে মর্মে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল পূর্বাভাস দিয়েছে। অভ্যন্তরীণ কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে, কোভিড-১৯ পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, যা অর্থনীতিকে পূর্ণ কর্মসংস্থানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য যেন অস্থিতিশীল না হয়, সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রাবাজারে ডলারের সরবরাহ বৃদ্ধি করেছে। দেশের স্বল্প-আয়ের জনগোষ্ঠী যাতে কম মূল্যে

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে পারে সে জন্য টিসিবি এর মাধ্যমে সেগুলো বিক্রি করা হচ্ছে। এছাড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনা হয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসন মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে মজুদকারিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে। এছাড়া মূল্যস্ফীতি যাতে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং বেসরকারি খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রবাহ অব্যাহত থাকে সেগুলো বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা সরবরাহ বজায় রাখছে। মূলস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আগামী বাজেটে আমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি। এ সকল পদক্ষেপের কারণে আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৫.৬ শতাংশ হবে মর্মে আমি আশা করছি।

৭৪। আগামী অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের মূল কৌশল হবে **বিদ্যমান চাহিদার প্রবৃদ্ধি কমিয়ে সরবরাহ বাড়ানো**। সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দিয়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটে প্রণোদনা কার্যক্রমসহ খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ সুচিন্তিতভাবে নির্ধারণ করেছে। আমি এখন বিভিন্ন খাতের বরাদ্দের বিবরণ মহান সংসদে উপস্থাপন করবো।

অভিঘাত মোকাবেলায় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা

মাননীয় স্পিকার

৭৫। সরকারের নানামুখী প্রচেষ্টার ফলে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাব মোকাবেলা করে অর্থনীতি স্বাভাবিক ধারায় ফিরছে। এ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করে অর্থনীতিকে অতিমারি-পূর্ব সুদৃঢ় অবস্থানে পুরোপুরি ফিরিয়ে নিয়ে উন্নয়নের গতিকে আরও বেগবান করতে চলতি অর্থবছরের ন্যায় আগামী অর্থবছরেও প্রণোদনা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে। তাছাড়া, এ অতিমারির প্রলম্বিত প্রাদুর্ভাব কিছুটা কাটিয়ে উঠার পরপরই রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে নতুন করে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। আগামী বাজেটে সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র নির্ধারণে বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান এ অস্থিরতার প্রভাব কাটিয়ে বাংলাদেশ কীভাবে আরও এগিয়ে যেতে পারে সেটিও গুরুত্বের সাথে দেখা

হয়েছে। শিল্প উৎপাদন, সিএমএসএমই, সেবা খাত ও গ্রামীণ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসৃজন এবং প্রবাস-ফেরতদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকল্পে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপর আগামী বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে কোভিড-১৯ এর প্রভাবে এ সমস্ত খাতের ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষতি কাটিয়ে উঠে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে এবং সাময়িকভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে। অধিকন্তু, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বৃদ্ধি, গৃহহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহনির্মাণ এবং নিম্ন-আয়ের মানুষের মাঝে বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে খাদ্য বিতরণের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তা চলমান থাকবে।

৭৬। বন্যা, অকাল বন্যা, ঝড়ো হাওয়া, শিলাবৃষ্টি, ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিক অথবা অর্থনৈতিক কোনো সংকটে কর্মহীন বা আয় হ্রাস পাওয়া নিম্ন-আয়ের ব্যক্তিদের জরুরি ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তার দেওয়া আমাদের সরকারের একটি অগ্রাধিকার। এ লক্ষ্যে আমরা ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটে ‘অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাত মোকাবেলায় তহবিল’ গঠন করেছিলাম। বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় আগামী অর্থবছরেও এ তহবিলে ৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার জন্য প্রস্তাব করছি।

কৃষি খাত

মাননীয় স্পিকার

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

৭৭। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং কৃষি বিপণন ব্যবস্থাসহ সার্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল একপ্রকার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল। এ সময় ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বিশ্বে দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্কবাণী প্রদান করেছিল। বাংলাদেশে কৃষিখাতের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে আমাদের সরকার প্রথম থেকেই সতর্ক ছিল। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা

নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি সত্ত্বেও আমরা দেশে কৃষির উৎপাদনধারা অব্যাহত রাখতে পেরেছি এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছি। চালের বাজারদর নিয়ন্ত্রণসহ স্বল্প-আয়ের মানুষের জন্য খাদ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে আমরা ওএমএস কার্যক্রমের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সুলভমূল্যে চাল ও আটা বিক্রি করেছি। চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরেও এ কর্মসূচিতে ৫.৭০ লাখ মে. টন চাল ও ৪.৮৫ লাখ মে. টন গমের ফলিত আটা বিতরণ করা হচ্ছে। আমরা ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি অব্যাহত রাখবো। ৫০ লক্ষ নিম্ন-আয়ের পরিবারকে বছরে কর্মাভাবকালীন সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর এবং মার্চ ও এপ্রিল, অর্থাৎ ৫ মাসব্যাপী ১৫ টাকা কেজি দরে পরিবারপ্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বিতরণপূর্বক খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হবে।

৭৮। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা সরকারি ব্যবস্থাপনায় চাল-গমের ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা অব্যাহত রাখবো। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য আমরা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি ৩১.৪২ লক্ষ মেঃ টন। অন্যদিকে একই সময়ে খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৩০.৯৫ লক্ষ মেঃ টন। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। আমরা আশা করছি, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা ২৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে। এছাড়া অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী খাদ্যশস্য সংরক্ষণ ক্ষমতা ৩৭ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। খাদ্যশস্যের সংরক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান গুদামসমূহের ধারণ ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। আলুর বাম্পার উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকগণ যাতে স্বল্পমেয়াদে (৩-৪ মাস) ও সাশ্রয়ী ব্যয়ে তা সংরক্ষণ করতে পারে, সে লক্ষ্যে সরকার বাস্তুভিটাতেই ক্ষুদ্র আকৃতির (২৫ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট প্রস্থের) 'প্রাকৃতিক আলু সংরক্ষণাগার' স্থাপনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ

৭৯। কৃষিকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কৃষকদের কৃষিযন্ত্রের ক্রয়মূল্যের উপর ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত সহায়তার মাধ্যমে হ্রাসকৃত মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে এবং ২০১০ থেকে এ পর্যন্ত কম্বাইন্ড হারভেস্টার, রিপার, সিডার, পাওয়ার টিলারসহ প্রায় ৭১,৫০২টি কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। এর ফলে কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতা মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে এবং কৃষিতে উৎপাদন ব্যয় কমেছে। এছাড়া, আমরা ২০২০-২০২৫ মেয়াদে ৩ হাজার ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছি, যার আওতায় ১২ ক্যাটাগরিতে ৫১,৩০০টি কৃষিযন্ত্র বিতরণ করা হবে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একসাথে ধানের চারা তৈরি, রোপন ও কর্তনের জন্য সমলয়ে চাষাবাদ পদ্ধতি (Synchronized Cultivation) প্রবর্তন করা হয়েছে।

কৃষি সহায়তা কার্যক্রম

৮০। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, কৃষকের উন্নতি ছাড়া এদেশের মানুষের মুক্তি আসতে পারে না। ক্ষুধা নিবারণের প্রধান উপাদানের জোগানদাতাদের তিনি সর্বদাই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। একইভাবে আমরাও কৃষকের উন্নতির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। কৃষি যন্ত্রপাতি এবং সারের ক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ পরিমাণ ভর্তুকি দিচ্ছি। আপনারা জানেন গোটা বিশ্বে সার সরবরাহের ক্ষেত্রে রাশিয়া এবং ইউক্রেন যৌথভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু বর্তমানে রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে সারের মূল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সারের আমদানি মূল্য বৃদ্ধি পেলেও আমরা দেশে সারের দাম বাড়াইনি। তৎপরিবর্তে সারের ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি করে হলেও কৃষকের কল্যাণের দিকে আমরা নজর দিয়েছি। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটে সার বাবদ ভর্তুকির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছিল মোট ৯,৫০০ কোটি টাকা। কিন্তু মে ২০২১ এর তুলনায় মে ২০২২ সময়ে অন্যান্য সারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে- ডিএপি ৪৭ শতাংশ, এমওপি ১৭৭

শতাংশ এবং টিএসপি ৫৭ শতাংশ। এ মূল্য বৃদ্ধির কারণে সব ধরনের সার মিলিয়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ভর্তুকির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকায়। আগামী অর্থবছরেও সারের ক্ষেত্রে সরকার ১৬ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করবে।

৮১। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমরা এ খাতে ভর্তুকির পাশাপাশি প্রণোদনা ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করছি। পাশাপাশি কৃষিজাত সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা ও কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ চালিত সেচ যন্ত্রের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ বিলের উপর ২০ শতাংশ রিবেট প্রদান করা হচ্ছে। ডাল, তেল, মসলা, ভুট্টাসহ ২৪টি ফসল উৎপাদনের জন্য সুদ ভর্তুকির আওতায় বিদ্যমান ৪ শতাংশ সুদে বিশেষ কৃষিঋণ আগামী অর্থবছরেও অব্যাহত রাখা হবে। কৃষিতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রতিবছরই কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩০.৫৫ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীকে প্রায় ২৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া করোনা মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় কৃষি ঋণের সুদের হার ৯ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৪ শতাংশ করেছি। রেয়াতি সুদে ১৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য তহবিলের ব্যবস্থা করেছি।

কৃষিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

৮২। কৃষি সেবা সহজে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ‘কৃষি বাতায়ন’ চালু রাখার পাশাপাশি দেশে মোট ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। যে কোনো ফোন থেকে কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে যোগাযোগ করে কৃষকগণ কৃষিতথ্য সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। এছাড়া, কৃষি কমিউনিটি রেডিও, কৃষক বন্ধু ফোন-৩৩৩১, ই-বুক, অনলাইন সার সুপারিশ, ই-সেচ সেবা, রাইস নলেজ ব্যাংক, কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, কমিউনিটি রুরাল রেডিওসহ বিভিন্ন মোবাইল এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষিতথ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। অনলাইন কৃষি মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম ‘হর্টেক্স বাজার’ এবং ‘ফুড ফর নেশন’ চালু করা হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণে কর্মপরিকল্পনা

৮৩। জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০ ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য আমাদের কর্ম-পরিকল্পনার প্রধান দিকসমূহ হচ্ছে- দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ধান ও ভুট্টাসহ সকল প্রকার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং তা দ্রুততার সাথে সম্প্রসারণ করা এবং জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ, ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি ও সেচ কাজে সৌরশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি, সকল কৃষককে স্মার্ট কার্ড প্রদান, ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান ও ই-কৃষি কার্যক্রম জোরদারকরণ ইত্যাদি। পাশাপাশি কৃষক পর্যায়ে সার ও বীজসহ কৃষি উপকরণের মূল্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) অব্যাহত রাখা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের নিকট পৌঁছানো, 'সমলয় চাষাবাদ' সম্প্রসারণ, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ও টমেটোসহ বিভিন্ন সবজি ও ফল উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণে সহযোগিতা প্রদান, ইত্যাদি কার্যক্রমও আমরা আগামী অর্থবছরে বাস্তবায়ন করবো।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

মাননীয় স্পিকার

৮৪। সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ আমাদের সরকারের একটি অন্যতম লক্ষ্য। বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। সরকারের মৎস্যবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক ও লাগসই কারিগরি পরিষেবা প্রদানের ফলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৬.২১ লক্ষ মে. টন, যা ২০০৯-২০১০ সালের মোট উৎপাদনের চেয়ে ৫৯.৪০ শতাংশ বেশি। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান ৩য় ও বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে

৫ম স্থানে। এছাড়া বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম এবং তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ ও এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থান অধিকার করেছে। বিশেষ সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাশিয়ান্স ও ফিনফিস উৎপাদনে বাংলাদেশ যথাক্রমে ৮ম ও ১২তম স্থানে রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ইলিশ মাছের জন্য ভৌগোলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) পেয়েছে, যার ফলে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ইলিশ অধিকতর সমাদৃত হবে।

সুনীল অর্থনীতি

৮৫। আমাদের সরকারের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশাল জলরাশি দেশের সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) বিকাশের দ্বার উন্মোচন করেছে। সুনীল অর্থনীতির বিকাশ এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে আমরা ২০১৪ সালে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা (Plan of Action) প্রণয়ন করেছিলাম। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি'র সাথে সমন্বয় করে আমরা সম্প্রতি উক্ত কর্মপরিকল্পনাকে ২০১৮-২০৩০ খ্রি. পর্যন্ত হালনাগাদ করেছি এবং তা বাস্তবায়ন করছি। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর সহায়তায় অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণরোধে 'National Plan of Action' প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৩৫টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়াও 'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প' বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ফলে সমুদ্র অর্থনীতিতে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটবে মর্মে আমি আশাবাদী।

নিরাপদ মৎস্যসম্পদ নিশ্চিতকরণে সংস্কার কার্যক্রম

৮৬। নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের উৎপাদন এবং মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আমরা Hilsha Fisheries Management Action Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছি। এর অধীনে প্রজনন মৌসুমে সমুদ্রে ৬৫ দিন সব ধরনের মাছ আহরণ নিষিদ্ধকরণ এবং জেলেদের

ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান, জাটকা সংরক্ষণে নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকরণ এবং জেলেদের ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা ইলিশের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে দেশে ইলিশের উৎপাদন ছিল ২.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টনে। এছাড়া বর্তমানে দেশে চিংড়ি উৎপাদনের সকল স্তরে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice- GAP) এবং Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে। রপ্তানির জন্য চাষকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের ট্রেসেবিলিটি সিস্টেম কার্যকর করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৭ হাজার চিংড়ি খামার এবং ৯ হাজার ৬৫১টি বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে ও ই-ট্রেসেবিলিটি কার্যক্রম পাইলটিং করা হচ্ছে। আমাদের প্রণীত 'মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন ২০২০' এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, যার ফলে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রপ্তানি বাজারের জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্য চাষের দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে।

৮৭। কৃষি ক্ষেত্রে (কৃষি, খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) সার্বিক উন্নয়নের বিষয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য ৩৩ হাজার ৬৯৮ কোটি টাকা প্রস্তাব করছি যা বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২৪ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা ছিল।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ

মাননীয় স্পিকার

কোভিড-১৯ অতিমারি হতে উত্তরণ ও জনজীবন সুরক্ষা

৮৮। আপনি অবগত আছেন যে, ২০২০ সালের প্রথমার্ধ হতে অদ্যাবধি 'কোভিড-১৯' অতিমারির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঢেউয়ের প্রকোপে সারা বিশ্ব সংকটাপন্ন সময় অতিক্রম করছে ও ২০২২ এর প্রথমার্ধে এসেও বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিরাজ করছে। বাংলাদেশ এ অতিমারি হতে জীবন-জীবিকা সুরক্ষাকল্পে স্বাস্থ্যখাত

শক্তিশালীকরণসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। জনস্বাস্থ্য ও জনজীবনের উপর 'কোভিড-১৯' অতিমারির প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন অব্যাহত রাখা, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন, স্বাস্থ্যসেবা খাতের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ, যথাসময়ে কোভিড ভ্যাকসিন ক্রয় এবং পর্যায়ক্রমে তা জনসাধারণের মধ্যে প্রয়োগ করার মতো অতি জরুরি পদক্ষেপ আমরা যথাসময়ে গ্রহণ করেছি। ফলে করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রেখে মৃত্যুর হার অন্যান্য দেশের তুলনায় বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভবপর হয়েছে। পাশাপাশি, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ খাতের কার্যক্রমে অগ্রাধিকার প্রদান করার ফলে জনজীবন সুরক্ষিত রেখে জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে সরকার।

৮৯। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ৬টি মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের উন্নয়ন পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'মানবস্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস, কর্মসংস্থান, আয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে কোভিড-১৯ থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধার'। এ বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নিয়ে জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে জনগণের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক রেখে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সরকার নিরন্তর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করাই হবে সরকারের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। সরকার বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এ গড় আয়ুষ্কাল ৮০ বছরসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন এবং জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এর কর্মকৌশল অনুযায়ী সর্বস্তরের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নানাবিধ কৌশল গ্রহণ করছে। তন্মধ্যে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ, হেলথ কেয়ার ফাইন্যান্সিং স্ট্র্যাটেজি (২০১২-২০৩২) প্রণয়ন অন্যতম।

মাননীয় স্পিকার

৯০। নাগরিকের সুস্বাস্থ্য এবং সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য করোনা

অতিমারির ক্রান্তিকাল সফলভাবে উত্তরণপূর্বক সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করছে যাতে সকল নাগরিক সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পায় এবং সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে উঠে। কোভিড-১৯ হতে জনজীবন সুরক্ষার জন্য দ্রুত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। Covid-19 Bangladesh Preparedness and Response Plan তৈরিকরত সে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। করোনা সংক্রমণরোধে সরকারের প্রধান কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে- দেশব্যাপী ৮৭৯টি কোভিড টেস্টিং ল্যাব স্থাপন, সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসায় ৮৯টি কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল প্রস্তুত করা, সারাদেশে মোট ১৩,১৯৩টি কোভিড আইসোলেশন বেড ও ১,১৭৪টি কোভিড আইসিইউ বেড প্রস্তুত রাখা, ১১৯টি কেন্দ্রে সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন স্থাপন, তিন ধাপে প্রায় ১০,০০০ ডাক্তার নিয়োগ, ৫০ শয্যায় উন্নীত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহে ১০টি করে জুনিয়র কনসালটেন্ট (বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক) এর পদ সৃষ্টি ইত্যাদি। এছাড়া, দায়িত্ব পালনকালীন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুজনিত কারণে ক্ষতিপূরণ ও করোনা চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মানি প্রদান করা হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপের ফলে কোভিড-১৯ অতিমারি আমরা সফলভাবে মোকাবেলা করতে পেরেছি।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ হতে সুরক্ষায় ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম

৯১। কোভিড ১৯ অতিমারির সংক্রমণ হতে জনজীবন সুরক্ষায় ভ্যাকসিন কৌশল নির্ধারণ, তা ক্রয়ের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিতকরত যথাসময়ে তা ক্রয়, সঠিক ব্যবস্থাপনা ও পর্যায়ক্রমে জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) আওতায় প্রণীত National Deployment and Vaccination Plan (সংশোধিত) অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। জনজীবন সুরক্ষায় নির্ধারিত ভ্যাকসিন কৌশলের অংশ হিসেবে সরকার ভারত, চীন ও জাতিসংঘের কোভ্যাক্স হতে ভ্যাকসিন ক্রয় করে এবং কোভ্যাক্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক সহযোগী সংস্থা হতে উপহারস্বরূপ ভ্যাকসিন সংগ্রহ করে। কোভিডকালিন বিগত দু'বছরে ও চলতি বছরে

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, আইএমএফ, জাইকা, এআইআইবি, এএফডি, ইডিসিএফ (কোরিয়া), ইআইবি, ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট হতে বিপুল পরিমাণ বাজেট সহায়তা এবং ভ্যাকসিন সহায়তা পাওয়া গেছে যা কোভিড-উত্তর পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যখাতের ও সামাজিক খাতের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

৯২। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ রোধ করে জনজীবন সুরক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী সরকার দেশের সকল নাগরিককে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। প্রথমে মোট ৮০ শতাংশ মানুষকে টিকার আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয় এবং পরবর্তীতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুসারে তা ৭০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। এক্ষেত্রে শুরুতে ঝুঁকিপূর্ণ জনগণকে টিকা দেওয়া হলেও পরবর্তীতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ ও ভাসমান জনগোষ্ঠীসহ ১২ বছরের ঊর্ধ্বের সকল নাগরিক টিকা প্রদান কার্যক্রমের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদানের সেন্টার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে শুরু হওয়া প্রথম ডোজ ও ৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে শুরু হওয়া দ্বিতীয় ডোজ এবং পরবর্তীতে প্রদেয় বুস্টার ডোজে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত টিকা প্রদান করা হয়। টিকা প্রদানে জেন্ডার সাম্যতা বিধান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১২.৯ কোটি প্রথম ডোজ, ১১.৮ কোটি ২য় ডোজ এবং ১.৫ কোটি বুস্টার ডোজ প্রদান করা হয়েছে।

অতিমারি মোকাবেলায় জরুরি কার্যক্রম

মাননীয় স্পিকার

৯৩। কোভিড ১৯ এর ন্যায় জটিল অতিমারি মোকাবেলা, দ্রুত সাড়া দেওয়া ও নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক, কারিগরি দিক ও দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি সরকার গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছে। বিগত দুটি বাজেটেই কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য

মন্ত্রণালয়ের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিপুল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতের যে কোনো জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য উভয় বাজেটেই আমরা ১০ হাজার কোটি টাকা করে থোক বরাদ্দ রেখেছিলাম। যদিও দেশে করোনা সংক্রমণ বর্তমানে অনেকটাই স্তিমিত হয়ে এসেছে, কিন্তু এর সম্ভাব্য পুনরাবির্ভাবের আশঙ্কা এখনও রয়ে গেছে, কারণ বিশ্বের অনেক দেশেই এখনও এ অতিমারির প্রকোপ বিরাজমান। সুতরাং কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও তজ্জনিত কারণে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সংঘটিত ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে আগামী অর্থবছরেও স্বাস্থ্যখাতের জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার থোক বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৯৪। বিগত অর্থবছরে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য খাতের জরুরি উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনার আওতায় কিছু প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে যা আগামী অর্থবছরেও চলমান থাকবে। বিশ্বব্যাংক ও এশীয় ইনফ্রাস্ট্রাক্চার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক এর অর্থায়নে ‘COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness’ প্রকল্প এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর সহায়তায় COVID-19 Response Emergency Assistance প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। করোনাভাইরাসসহ সব ধরনের টিকা উৎপাদনের জন্য দেশে একটি মানসম্মত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন। সে অনুসারে শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি গোপালগঞ্জে একটি টিকা উৎপাদন ইউনিট স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে যাতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এ প্রতিষ্ঠানটিকে আমরা পর্যায়ক্রমে একটি আন্তর্জাতিক মানের টিকা গবেষণা ও উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করবো যাতে টিকার জন্য আমাদের বিদেশের উপর নির্ভর না থাকতে হয়।

বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে উদ্যোগ

৯৫। আমরা অসংক্রামক রোগ যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস ও কিডনী রোগের চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করাসহ স্ক্রিনিং ব্যবস্থা চালু করেছি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) সফটওয়ারে অসংক্রামক রোগের তথ্য সন্নিবেশ করার ব্যবস্থা নেওয়া

হয়েছে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে বিশ্বমানের ভেনোম রিসার্চ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সংক্রামক রোগ নির্মূলেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা এখন ফাইলেরিয়া ও কালাজ্বর নির্মূলের দোড়গোড়ায় পৌঁছেছি। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়ামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। সরকার জানুয়ারি, ২০১৭ হতে এডিসবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির যাত্রা শুরু করে দেশের ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়া নিয়ন্ত্রণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। চিকনগুনিয়া ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রনয়ন করা হয়েছে। জাতীয় ডেঙ্গু গাইডলাইন প্রণয়ন ও হাসপাতালে এর পরীক্ষার ব্যয় কমানো হয়েছে। জলাতঙ্ক ও কৃমি নিয়ন্ত্রনে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। সরকারের নেওয়া বিভিন্ন কার্যক্রমের কারণে বাংলাদেশে এইডস সংক্রমণের হার এখনও ০.০১ শতাংশের নিচে রয়েছে। ২৮টি হাসপাতালের মাধ্যমে এইচআইভি সনাক্তকরণ কার্যক্রম (এইচআইভি টেস্টিং এবং কাউন্সেলিং সেবা) চালু করা হয়েছে।

৯৬। সরকার অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১.৩৩ লক্ষ অটিষ্টিক শিশুকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ঢাকা শিশু হাসপাতালসহ ১৬টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ১৫টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ৯টি জেলা হাসপাতালে তা স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। কোভিডকালীন সময়ে অটিস্টিক শিশুদের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং আগামী অর্থবছরেও আমরা প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখব। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে থেরাপিউটিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যমান ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের বাইরে আরও ২১১টি কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের ৪০টি মোবাইলথেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ‘ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার কাভারেজ’ অর্জনের অংশ হিসেবে ‘স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন’ প্রণয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ‘ইনফেকসন প্রিভেনসন গাইডলাইন’ তৈরি করা হয়েছে। ‘গভর্নমেন্ট আউটডোর ডিসপেনসারি অপারেশনাল গাইডলাইন’ ইতোমধ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং আগামী অর্থবছরে এর আওতায় ন্যূনপক্ষে ৮টি জিওডি-এর কার্যক্রম শুরু করা হবে।

৯৭। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ৮টি বিভাগীয় হাসপাতালে ১০০ শয্যার ক্যান্সার ইউনিট স্থাপন প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫০ শয্যা এবং জেলা সদর হাসপাতালে ১০ শয্যার ডায়ালাইসিস ইউনিট স্থাপন প্রকল্প চলমান রয়েছে। সৌদি অর্থায়নে সিলেট, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী এবং ফরিদপুরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ন ইউনিট স্থাপন প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু করেছি। জেলা পর্যায় ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিকেল বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণে সরকারি হাসপাতালভিত্তিক চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ৫০০০ শয্যা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক বিশ্বমানের হাসপাতালে রূপান্তর ও পুনঃনির্মাণে ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প, পাবনা মানসিক হাসপাতালকে আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ এবং বিভাগীয় পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে পূর্ণাঙ্গ মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ইউনিট স্থাপন প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমরা মহাখালীতে বঙ্গবন্ধু হেলথ সিটি স্থাপনের পরিকল্পনা করেছি।

স্বাস্থ্যখাতের সূচকসমূহের অর্জন অব্যাহত রাখা

মাননীয় স্পিকার

৯৮। আপনি জানেন যে, সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ (এইচএনপি) সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলায় সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সে লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (৪র্থ এইচএনপিএসপি) এর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি, সর্বস্তরের জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনার ফলে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে অসাধারণ সফলতা দেখিয়েছে। আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ী যে, এর ধারাবাহিকতায় আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) অর্জন করতে সক্ষম হবো।

স্বাস্থ্য শিক্ষা খাতের উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

৯৯। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কৌশল ও কার্যক্রম অনুযায়ী আমরা স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। এর অংশ হিসেবে চিকিৎসা শিক্ষায় উচ্চ বিনিয়োগ ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। চিকিৎসা শিক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য চিকিৎসা শিক্ষার সকল স্নাতকোত্তর ডিগ্রিকে এক প্ল্যাটফর্মের অধীনে নিয়ে আসা, পরীক্ষা পদ্ধতি আধুনিকীকরণ, শিক্ষকদের ক্রমাগত প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদের গবেষণা জোরদার করা, বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষার মান নিশ্চিত করা ইত্যাদি কার্যক্রমকে আমরা অগ্রাধিকার দেবো। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সেবার মান নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার ব্যয় জনগণের নাগালের মধ্যে রাখা, নার্সিং শিক্ষার আধুনিকায়ন ও দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সরকার নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। নার্সিং কলেজ এর উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা ঢাকা নার্সিং কলেজ এক্রিডিটেসন চলতি অর্থবছরেই সম্পন্ন করবো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিটি বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে রূপান্তর করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মেডিকেল শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়নের জন্য ৮টি মেডিকেল কলেজে Simulation Lab তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১০০। দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার অবকাঠামো তৈরি ও গবেষণা কার্যক্রম প্রবর্তন করা, গবেষণালব্ধ জ্ঞান দেশের স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, অনুজীব বিদ্যা, রোগ তত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির সার্বিক উন্নয়নে ও স্বাস্থ্য খাতের নতুন উদ্ভাবনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা বিগত অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকার একটি ‘সমন্বিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল’ গঠন করেছিলাম। এ তহবিলকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে ‘সমন্বিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত

নীতিমালা-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এ নীতিমালার আলোকে জাতীয় পর্যায়ের গঠিত কমিটি কাজ করছে। চলতি অর্থবছরে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ২৩টি গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠান মৌলিক গবেষণা কার্যক্রম শুরুর জন্য নির্বাচিত হয়েছে। আগামী অর্থবছরেও এ তহবিলে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হবে।

পরিবারকল্যাণ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষা

১০১। মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে আমরা ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির আওতায় অগ্রাধিকারমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। এর মধ্যে রয়েছে- চিকিৎসকদের জরুরি প্রসূতি সেবার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের 'কমিউনিটি বেজড স্কিলড বার্থ এটেনডেন্ট' প্রশিক্ষণ প্রদান, গর্ভবতী মা'দের সমন্বিত চিকিৎসা সেবা প্রদান, মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম সম্প্রসারণ, সার্ভিক্যাল এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার আগাম সনাক্তকরণ ইত্যাদি। সরকার তিন বছর মেয়াদি মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করেছে এবং প্রায় ৩,০০০ মিডওয়াইফের পদ সৃষ্টি করে ক্রমান্বয়ে নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে। 'শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫৯টি জেলা হাসপাতাল এবং ১৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে Comprehensive Emergency Obstetrics Care সেবা এবং অবশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহে Basic Emergency Obstetrics Care সেবা চালু আছে। ঢাকার লালকুঠিতে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আমরা ইউনিয়ন পর্যায়ে নবনির্মিত ১০২টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র চালু করেছি এবং ৫৭টি নির্মাণাধীন রয়েছে। কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে ১,১০৩টি সেবা কেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কর্নার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক সুষ্ঠু বিকাশের জন্য ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে এবং মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রসমূহে বর্তমানে ৬০৩টি Adolescent Friendly Health Corner এর মাধ্যমে তাদের সেবা ও তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।

১০২। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রমসহ কোভিড পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্যখাতের সার্বিক উন্নয়নের বিষয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ খাতে আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য ৩৬ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা প্রস্তাব করছি যা গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩২ হাজার ৭৩১ কোটি টাকা ছিল।

শিক্ষা

মাননীয় স্পিকার

১০৩। আপনি জানেন যে সরকার শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে কাজ করছে এবং শিক্ষাকে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে আসছে। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় রূপকল্প-২০৪১ এর লক্ষ্য অর্জনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষসাধনে সরকার বদ্ধপরিকর। বিজ্ঞানমুখী শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমরা নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় করোনাকালীন অনলাইনে শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পরিধি বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি, শিক্ষাখাতে ব্যয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পরিবীক্ষণের দিকেও আমরা বিশেষ নজর দেবো।

অতিমারির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে শিক্ষাখাতে বিশেষ উদ্যোগ

১০৪। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে বিগত মার্চ ২০২০ এর প্রথম সপ্তাহ থেকে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তবে এ অতিমারির নেতিবাচক প্রভাব থেকে শিক্ষা খাতকে মুক্ত রেখে সার্বিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আপনি জানেন যে, জীবন সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে

করোনাকালীন সরকার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে বাধ্য হলেও অনলাইন এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন, বেতার ও কমিউনিটি রেডিও এর মাধ্যমে পাঠদান অব্যাহত রেখেছিল। বর্তমানে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি হওয়ায় সরকার বিগত মার্চ ২০২২ হতে পর্যায়ক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ খুলে দিয়েছে এবং সরাসরি পাঠদান কার্যক্রম শুরু করেছে। তবে, বিদ্যালয় পুনরায় খোলার পরও শিক্ষার্থীদের পাঠচর্চা ও পাঠে মনোযোগী রাখার লক্ষ্যে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে 'ঘরে বসে শিখি' পাঠদান কর্মসূচি সম্প্রচার চলমান রয়েছে। এছাড়া, শিক্ষার্থীদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য শিক্ষকগণ নিয়মিত তাদের সাথে মোবাইল ফোন এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

মাননীয় স্পিকার

১০৫। প্রাথমিক স্তরকে শিক্ষার মূল বুনিয়াদ হিসেবে বিবেচনা করে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে আমরা বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমাদের সরকার ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিবছর পহেলা জানুয়ারি 'বই উৎসব' এর মাধ্যমে বিনামূল্যে চার রঙের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করে আসছে। ২০২২ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সকল শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যসুরক্ষা মেনে ৯ কোটি ৯৮ লাখ ৫৮ হাজার ৮৭৪টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। ৫+ বয়সী শিশুদের জন্য ১ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ২০১১ শিক্ষাবর্ষ হতে শুরু করা হয়। শিক্ষার্থীদের বয়স, সামর্থ্য, মেধা ও গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনায় নিয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৪+ বয়সী শিশুদের অর্ন্তভুক্ত করে ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মুজিববর্ষকে শিক্ষার্থীদের নিকট স্মরণীয় করার লক্ষ্যে কিট এ্যালাউন্স (ড্রেস, ব্যাগ, জুতা) বাবদ ১,০০০ টাকা করে বিতরণ করা হয়েছে।

১০৬। সার্বিকভাবে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য নতুন অবকাঠামো স্থাপন ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১,৪৯৫টি নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং পিটিআইবিহীন ১২টি জেলায় নতুন ১২টি পিটিআই চালু করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ২ লক্ষ ৭৩৭ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ২৬ হাজার ৩৬৬ জন শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে এবং নতুন সৃজিত পদসহ মোট ৩২ হাজার ৫৭৭টি পদে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদ ২য় শ্রেণির মর্যাদায় উন্নীত করাসহ সহকারী শিক্ষকদের বেতন তিন ধাপ উন্নীত করা হয়েছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের লক্ষ্যে ৫০,৪১৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৮,৯২১টি ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেটসহ সাউন্ড-সিস্টেম সরবরাহ করা হয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ৮,৮২০টি বিদ্যালয়ে বড় ধরনের মেরামত এবং ৯০,৪২৩টি বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে (Education in Emergency) বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে।

১০৭। প্রাথমিক স্তরের শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ, শিক্ষার্থীদের ক্ষুধা নিবৃত্তি, দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ, ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধ, প্রাথমিক শিক্ষাচক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত শিশুদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ২০২১ এর ডিসেম্বরে সমাপ্ত হওয়া 'দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১০৪টি উপজেলার ১৫,৪৭০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৭,৫৭,১৬৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে দৈনিক উপস্থিতির ভিত্তিতে ৭৫ গ্রাম ওজনের ১ প্যাকেট করে পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ২০২১ এর ডিসেম্বরে সমাপ্ত হওয়া 'রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ প্রকল্প' বাস্তবায়নের ফলে সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের ঝরে পড়া ও স্কুলে যায়নি এমন ৮-১৪ বছর বয়সী গ্রাম পর্যায়ে ৬,৯০,০০০ এবং শহর অঞ্চলে ৪৬,৫৪৭ শিক্ষার্থী সফলতার সাথে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। বিগত ২০২০-২০২১

অর্থবছরে জি-টু-পি ব্যবস্থার মাধ্যমে ১.৪০ কোটি শিক্ষার্থীর মা'দের একাউন্টে ৩ হাজার ৩০৪ কোটি টাকা উপবৃত্তি ও কিটস এলাউন্স বিতরণ করা হয়েছে।

১০৮। নিরক্ষর ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে মোটিভেশনাল ও সেনসিটাইজেশন কার্যক্রম পরিচালনার ঘোষণা আমরা চলতি বাজেটে দিয়েছিলাম। বর্তমানে 'মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প ৬৪ জেলা' এর দ্বিতীয় পর্যায়ে ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী পুরুষদের সাক্ষরতা দানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাধ্যমে স্বাক্ষরতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলছে, যার অংশ হিসেবে উপজেলা পর্যায়ের ১,৪৭৩টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া, Non-formal Education Development Programme (NFEDP) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের গুরুত্ব প্রদান

১০৯। আমরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুসহ ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সমাজের সকল শিশুদের মূলধারার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া নিশ্চিতকল্পে একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছি। মাঠপর্যায়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রতিবন্ধিতা সহায়ক উপকরণ (হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, শ্রবণযন্ত্র, চশমা ইত্যাদি) ক্রয় ও বিতরণের জন্য আমরা প্রতিটি উপজেলা/থানায় চাহিদার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ প্রদান অব্যাহত রেখেছি।

১১০। আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় ৩১ হাজার ৭৬১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা বর্তমান ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ছিল ২৬ হাজার ৩১৪ কোটি টাকা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

মাননীয় স্পিকার

১১১। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার হার বৃদ্ধি, জেন্ডার সমতা আনয়ন, সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ছাত্র ও

শিক্ষকদের বৃত্তি-উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান, মেধার বিকাশে নানারূপ কার্যক্রম গ্রহণ, সহায়ক নীতিমালা ও পরিবেশ তৈরি, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন, বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ই-বুকের প্রচলন, উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন, ইত্যাদি বহুমাত্রিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বেসরকারি শিক্ষক-নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩৮,২৮৩ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং ১৫,১৬৩ জন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২,০০০টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হচ্ছে। ই-বুকের প্রচলন, উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন, ৩১৫টি উপজেলায় ১টি করে বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে রূপান্তর করা হয়েছে। শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য গঠিত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডে সিড মানি হিসাবে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ড গঠন ও ট্রাস্ট পরিচালনা বিধি প্রণয়নসহ জনবল কাঠামো চূড়ান্তকরত কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাহায্য মঞ্জুরি হিসেবে এককালীন ৮ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ বাবদ এককালীন ২০ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হবে।

১১২। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ইনোভেশন টিম কাজ করছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৬,৪২০ জন শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আইসিটি বিষয়ে ১৬,৩০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তাছাড়া মানসম্পন্ন শিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে টিচার্স পোর্টালে ইতোমধ্যে ৬২,০০০ এর অধিক কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে শিক্ষকগণ নিজেরাই কনটেন্ট এর বিষয়ে মানোন্নয়ন ঘটাতে পারছেন। অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম, নিবন্ধন, প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন ও পরীক্ষার ফল প্রকাশের দ্বারা সংশ্লিষ্টদের হয়রানি লাঘব হয়েছে।

সনদের ভুল সংশোধন, স্বীকৃতি নবায়ন ও প্রতিনিধি মনোনয়ন কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ অনুদান প্রদানের আবেদন অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অর্থ বিতরণ করা হচ্ছে। দেশের মোট ২০,৪৯৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫,৬৭৬টি এবং মোট ৪,২৩৮টি কলেজের মধ্যে ৭০০টি কলেজে অনলাইন ক্লাস চালু হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনলাইনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (জুম, ম্যাসেঞ্জার, ফেইসবুক গ্রুপ, ইউটিউব) ব্যবহারের মাধ্যমে ক্লাস রেকর্ডিং করে কিশোর বাতায়ন, শিক্ষক বাতায়ন এবং ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণকালে তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

১১৩। সারাদেশে ২০০টি সরকারি কলেজে ২,৬০৭টি (মাল্টিমিডিয়াসহ) শ্রেণিকক্ষ, ২০০টি ল্যাংগুয়েজ কাম আইসিটি ল্যাব, ১,০০০ সায়েন্স ল্যাব, ৪৬টি হোস্টেল নির্মাণ, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জামাদি ও আইসিটি উপকরণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে 'সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অতিরিক্ত প্রায় ২ লাখ শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে। দেশের ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণসহ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বই-পুস্তক, খেলাধুলার সরঞ্জাম, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার লক্ষ্যে 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অতিরিক্ত প্রায় ৩.২৯ লক্ষ শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড এ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এর লক্ষ্যে তিনটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪৩টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

গবেষণা ও বিজ্ঞান শিক্ষায় গুরুত্বারোপ

১১৪। চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২২,২২০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষককে প্রায় ১৩৭.৭৬ কোটি টাকা জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ এবং বিজ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ৬,৩৬২টি গবেষণা প্রকল্পে প্রায় ১৮৯.১০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষায় গবেষণার উদ্যোগ হিসেবে শহিদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ ও সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস স্থাপন এবং ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) ময়মনসিংহ এবং আইএনএমপি, সাভারে সাইক্লোট্রন সুবিধাদিসহ পেট-সিটি স্ক্যান স্থাপন করা হবে।

১১৫। আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা খাতে ৩৯ হাজার ৯৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি, যা বর্তমান ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ছিল ৩৬ হাজার ৪৮৭ কোটি টাকা।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা

মাননীয় স্পিকার

১১৬। দেশের জনমিতিক মুনাফাকে কাজে লাগাতে সরকার মানসম্মত কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করছে। কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ১২ বছর পূর্বে ১ শতাংশের কম ছিল, তা বর্তমানে ১৭.২৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০২২ শিক্ষাবর্ষে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ১৩৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রি-ভোকেশনাল কোর্সে ২৬,৮৪৬ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে এবং ৯ম শ্রেণিতে ২০,৬১৩ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। করোনা অতিমারির বর্তমান পরিস্থিতি এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে 'ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষয়ক মহাপরিকল্পনা' প্রণয়ন বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LMS) ডেভেলপ করা হয়েছে এবং

এর মাধ্যমে ৬০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬০ জন শিক্ষককে ই-কোর্স তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের মূল টেকনোলজি এবং মূল টেকনোলজির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইমার্জিং টেকনোলজিসমূহে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সরকারি চাকুরিপ্রাপ্তি বিষয়ক সমস্যার সমাধান এবং ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সুযোগ বিবেচনায় টেকনোলজিসমূহ পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে এবং ডুয়েল সার্টিফিকেশন কার্যক্রম চালু হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ১২,৬০৭টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (টিএসসি) স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৬,৮০০টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষার মান বাড়াতে ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন, সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন, ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে ১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন, ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন, ৮টি বিভাগীয় সদরে ৮টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন ইত্যাদি প্রকল্পসমূহ আগামী অর্থবছরেও চলমান থাকবে।

১১৭। সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৩২২টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,৮০০টি মাদ্রাসার নতুন ভবন নির্মাণ, মাদ্রাসা শিক্ষকগণের শিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এর মাধ্যমে ৩,২২৫ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভাগীয় পর্যায়ে ৮টি আঞ্চলিক মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় 'মাদ্রাসা শিক্ষা ভবন' নির্মাণসহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১১৮। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৯ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ছিল ৯ হাজার ১৫৩ কোটি টাকা।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

মাননীয় স্পিকার

কর্মসৃজন

১১৯। সরকার দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বাসী। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত দেশ বিনির্মাণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা দক্ষতার উন্নয়ন ও প্রকৃত মজুরির কাঙ্ক্ষিত বিকাশ নিশ্চিতকরণ। কর্মসৃজনকে বেগবান করতে আমরা খাতভিত্তিক সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, যার উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হলো: শ্রমনিবিড় ও রপ্তানিমুখী উৎপাদনভিত্তিক প্রবৃদ্ধিতে প্রণোদনা প্রদান, কৃষির বহুমুখীকরণ, সিএমএসএমই খাতকে গতিশীল করা, খাত বহির্ভূত সেবাসহ আধুনিক সেবাখাতকে শক্তিশালী ও বিস্তৃত করা, আইসিটি খাতের উদ্যোগসমূহকে উৎসাহ প্রদান এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা। এছাড়া বৃহৎ সরকারি বিনিয়োগ এবং নতুন শিল্প ও বাণিজ্যে নীতিসহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি, বিষয়ভিত্তিক কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে শিক্ষা কার্যক্রমের বিষয়বস্তু সংশোধন ও পুনর্বিন্যাস করে শিক্ষার সাথে শিল্পের নিশ্চিত যোগসূত্র স্থাপনের কাজকে অধিকতর জোরদার করা হয়েছে।

১২০। সরকারের সঠিক নীতি ও ফলদায়ী কর্মপরিকল্পনার ফলে দেশে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানে পারদর্শী মানুষের বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়িত হওয়ায় দেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ২০ লাখ মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়া, বর্তমানে সাড়ে ৬ লক্ষ

ফ্রিল্যান্সার আউটসোর্সিং পেশায় যুক্ত আছেন। সরকার ২০২৫ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান ৩০ লাখে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এছাড়া দেশের সকল অংশে কর্মসংস্থানের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে সরকার ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক জোন স্থাপন করছে, যেখানে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে। অন্যদিকে মৎস্য ও পশুপালন খাতে ভূমিহীন, দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামারীদেরকে আয়বর্ধনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সর্বোপরি, এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৮৭,২৩০টি গ্রামভিত্তিক উন্নয়নের যে রূপরেখা প্রণয়ন করা হচ্ছে তাতে আমরা কর্মসংস্থানের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করছি।

শ্রমিক কল্যাণ ও কর্মপরিবেশ উন্নয়ন

১২১। শ্রমিকদের কল্যাণসাধন ও কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ উন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণের সময় সরকারের ত্বরিত আর্থিক ও নীতি সহায়তা দেশের শ্রম পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবদান রেখেছে। আমরা 'বাংলাদেশের শ্রমখাত সম্পর্কিত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (২০২১-২৬)' অনুযায়ী কারখানাসমূহের ঝুঁকির ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও শ্রম পরিদর্শন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে কারখানা পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি। বেকার জনসংখ্যার জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরির জন্য 'কর্মসংস্থান অধিদপ্তর' গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শিশু শ্রম নির্মূল এবং নারী শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের কার্যক্রম সামনের দিনগুলোতে আরও বেগবান করা হবে।

দক্ষতা উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

১২২। শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়লে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হবে যা তার জীবনমানের উন্নতি ঘটাবে। এলক্ষ্যে সরকার দক্ষতার উন্নয়নের উপর

বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। চলমান ও ভবিষ্যতের শিল্প-বাণিজ্যের চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে শ্রমিকের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে সরকার 'স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)' এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন, দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরি, আন্তর্জাতিক সনদ প্রদান ইত্যাদি বিষয়েও কার্যক্রম পরিচালনা করে SEIP প্রকল্প দেশের মানবসম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সরকার চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনায় নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার লক্ষ্যে শিল্প খাতে নিয়োজিত জনশক্তির যুগোপযোগী দক্ষতা নিশ্চিত করতে অধিকতর ফলাফল-ভিত্তিক একটি প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে, যার প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের অর্থায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঠিত 'জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল'-এর কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে শুরু করার জন্য স্থায়ী জনবল নিয়োগ শুরু হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) জাতীয় দক্ষতা পোর্টাল বিনির্মাণ ও জাতীয় দক্ষতা নীতি প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ

১২৩। প্রবাসে বাংলাদেশি কর্মীদের সম্মানজনক পেশা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদেশগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণের গুণগতমান এবং 'দক্ষতার স্বীকৃতি' নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এজন্য ২০২১-২০২২ অর্থবছর থেকে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিসমূহে সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম 'ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক' এর আওতায় পরিচালনা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ অতিমারি ও অন্যান্য কারণে বিদেশ প্রত্যাগত অভিবাসীদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে এবং বৈদেশিক শ্রম বাজারে উচ্চ বেতনে পুনঃঅভিবাসন সহজতর করতে 'রিকগনিসন অফ প্রায়র লার্নিং (RPL)' কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, দেশের ৪৩টি টিটিসি'তে বৈদেশিক ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স চলমান রয়েছে। অন্যদিকে, অভিবাসন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নে 'কর্মী সংযোগ প্রতিবেদন ব্যবস্থা', 'অনলাইন

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা' ও 'রিক্রুটিং প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (RAIMS)' শীর্ষক তিনটি নতুন অনলাইন সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১২৪। সরকার প্রবাসী ও প্রবাস হতে প্রত্যাগত কর্মীদের কল্যাণে নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছে। রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের কার্যক্রম প্রতিনিয়ত তদারকির ফলে অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা নিশ্চিত হয়েছে। কর্মী নিয়োগে পেশাভিত্তিক ডাটাবেজ, মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে ভিসা যাচাই, অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য পৃথক পোর্টাল, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর কার্যক্রম অটোমেশন ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে এ খাতকে সম্পূর্ণভাবে ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে। প্রত্যাগত কর্মীদের রিইন্টিগ্রেশন ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সহজ শর্তে 'বিনিয়োগ ঋণ', প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, অক্ষম প্রবাসী কর্মী দেশে ফেরৎ আসার পর চিকিৎসা সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামীতে অভিবাসনে পিছিয়ে পড়া দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সমগ্র দেশ থেকে অধিকহারে অভিবাসনে উৎসাহী করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উপজেলা পর্যায়ে ১০০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণকাজ আরম্ভ করা হবে। এছাড়া, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৮.১০ লক্ষ বাংলাদেশি কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার এবং ৫.২০ লক্ষ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রবাস আয় বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ

১২৫। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দেশের প্রবাস আয়ে রেকর্ড ৩৬.১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। তবে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের শুরু হতেই প্রবাস আয় কিছুটা হ্রাস পেতে শুরু করায় বৈধ পথে প্রবাস আয় প্রেরণকে অধিকতর উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে আমরা এ খাতে প্রণোদনার হার ০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে চলতি বছরের জানুয়ারিতে ২.৫ শতাংশে নির্ধারণ করেছি। ইতোপূর্বে ৫ হাজার মার্কিন ডলারের অধিক প্রবাস আয় প্রেরণের ক্ষেত্রে উক্ত প্রণোদনার জন্য প্রেরণকারীর কাগজপত্রাদি বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউজ হতে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা ছিল, যা সম্প্রতি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

এ পদক্ষেপসমূহের কারণে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে প্রবাস আয়ের প্রবাহ আবারো বাড়তে শুরু করেছে এবং আশা করা যায় যে, অতিসত্বর প্রবাস আয়ে প্রবৃদ্ধির ধারা ফিরে আসবে। আমি আগামী অর্থবছরেও এ খাতে ২.৫ শতাংশ হারে নগদ প্রণোদনা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি

মাননীয় স্পিকার

শিল্পায়ন

১২৬। বাংলাদেশের বিগত দশকের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা সামনের দিনগুলোতে অব্যাহত রাখার জন্য এবং টেকসই, সর্বজনীন ও পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধনের কোনো বিকল্প নেই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শন ছিল উৎপাদনভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত শিল্পসমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৪১.৮৬ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে শিল্প সম্প্রসারণে আমরা যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করেছি। বিবিএস এর হিসাব অনুযায়ী ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ছিল ১৭.৭ শতাংশ, যা চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩৫.৩৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

১২৭। বিগত ১৩ বছর ধরে বাজেটে আমরা কৃষি/শ্রমঘন শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছি। বাংলাদেশের কৃষিখাতের উন্নয়নে ইউরিয়া সারের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৪,৯৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জে নির্মিত শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরিতে বাণিজ্যিকভাবে ইউরিয়া সার উৎপাদন শুরু হয়েছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন, পরিবেশবান্ধব ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে, যা সমাপ্ত হওয়ার পর দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা হবে ২,৮০০ মেট্রিক টন। এছাড়াও সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে শক্তিসাশ্রয়ী ও সর্বাধুনিক

প্রযুক্তিতে তৈরি পরিবেশবান্ধব বার্ষিক ২৪,০০০ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া ফরমালডিহাইড উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

১২৮। শিল্পক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পুরোনো ঢাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রাসায়নিক কারখানা ও গুদামসমূহ নিরাপদ জায়গায় দ্রুততম সময়ে স্থানান্তরের লক্ষ্যে শ্যামপুরস্থ উজালা ফ্যাক্টরি লিমিটেড প্রাঙ্গণে অস্থায়ী ভিত্তিতে 'রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নিমার্ণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৫৪টি গোডাউন নির্মিত হবে। নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পরিবেশ সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বিসিক শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত লাল (red) ও কমলা (orange) শিল্প কারখানাসমূহে ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ

১২৯। আমাদের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হলে প্রয়োজন অধিক হারে বিদেশি বিনিয়োগ। আর সে বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় আকৃষ্ট করার অন্যতম প্রধান নিয়ামক হলো ব্যবসায়বান্ধব পরিবেশ। সরকার দেশে বিপুল বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিনির্মাণ ও আইনি সংস্কারের মাধ্যমে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বিনিয়োগ আকর্ষণে দেশ ও দেশের বাইরে সেমিনার ও ওয়ার্কশপ, রোড-শো, ট্রেড শো, আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে। এসব আয়োজনের মাধ্যমে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের চিহ্নিতকরণ, বিনিয়োগে তাদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা এবং বিভিন্ন সমস্যার ত্বরিত সমাধানে সরকারি পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরা হচ্ছে। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করতে Bangladesh Trade & Investment Summit এবং International Investment Summit অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করা, রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্জন বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে Expo 2020 Dubai এ বাংলাদেশ

সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। ৮ মার্চ ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এক্সপো ভেন্যুতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত Redefining the Future for Women বিষয়ক হাই-লেভেল প্যানেলে প্রধান বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহুলাংশে উজ্জ্বল হয়েছে।

১৩০। দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৮টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিভিন্ন সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১৯৬টি প্রতিষ্ঠানকে জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যাদের প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া, বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পিপিপি কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম অধিকতর শক্তিশালী ও গতিশীল করার জন্য 'পিপিপি আইন (সংশোধিত), ২০২২' প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পিপিপি প্রকল্পে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ বিকাশ সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ভবিষ্যতে বৃহৎ/সামাজিক অবকাঠামো প্রকল্পসমূহ পিপিপি'র আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষ এর আইনি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো সহজতর করা হচ্ছে।

বাণিজ্য বৃদ্ধি

মাননীয় স্পিকার

১৩১। বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের বহুমাত্রিকতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। স্বাধীনতার পর প্রথম অর্থবছরে যেখানে মাত্র ২৫টি পণ্য ৬৮টি দেশে রপ্তানি করে ৩৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছিল, সেখানে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ২০৩টি দেশ ও অঞ্চলে ৭৫১টি পণ্য এবং সেবা রপ্তানি করে ৪৫.৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ তৈরি পোশাক খাত হতে অর্জিত হয়, ২০২০-২০২১

অর্থবছরে যার পরিমাণ ছিল ৩১.৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা মোট পণ্য রপ্তানির ৮১.১৬ শতাংশ। অর্থ বিভাগ হতে SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান রয়েছে। তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে ইতোমধ্যে এ খাত সংশ্লিষ্ট ১,৪৭,৫৫৭ জনকে SEIP প্রকল্প কর্তৃক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সুনির্দিষ্ট দক্ষতার চাহিদার সাথে সমন্বয় করে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করায় এ প্রশিক্ষণ তৈরি পোশাক খাতের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

১৩২। রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য সম্প্রতি যুগোপযোগী রপ্তানি নীতি ২০২২-২০২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। রপ্তানি নীতি (২০২১-২০২৪) অনুযায়ী রপ্তানি বহুমুখীকরণে সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহকে ‘সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত’ ও ‘বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত’ হিসেবে চিহ্নিতকরণ, ‘বর্ষ-পণ্য’ ঘোষণা এবং এ সকল পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বিশেষ সুবিধাদি দেওয়া হচ্ছে। পণ্য বহুমুখীকরণের জন্য বিভিন্ন নীতি সহায়তার অংশ হিসাবে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য ৪৩টি পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানি প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে। এর বাইরেও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন, ২০২২ সালে ‘আইসিটি পণ্য ও সেবা’-কে ‘বর্ষ পণ্য’ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। Export Competitiveness for Jobs (EC4J) প্রকল্পের মাধ্যমে মিরসরাইতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরে ১০ একর এবং বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈরে প্রায় ৫ একর জমির উপর নির্মাণ করা হবে আন্তর্জাতিক মানের দুটি অত্যাধুনিক টেকনোলজি সেন্টার।

১৩৩। বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শিল্পোন্নয়নের জন্য একাডেমিয়ার সাথে ইন্ডাস্ট্রির সেতুবন্ধন অত্যন্ত প্রয়োজন। এরূপ সেতুবন্ধন সৃজনশীল চিন্তাগুলোকে উদ্ভাবনে রূপান্তরের জন্য কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে FBCCI Innovation Centre প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই। প্রস্তাবিত ইনোভেশন সেন্টারের মূল

উদ্দেশ্য হবে ‘Connecting Ideas’, যার মাধ্যমে তরুণদের সৃষ্টিশীল ধারণাগুলোকে বাস্তবে রূপদানে সহায়তা করা হবে। সরকার তরুণদের নতুন ধারণা বিকাশে সবসময় গুরুত্ব প্রদান করে আসছে এবং সে লক্ষ্যেই এফবিসিসিআই প্রস্তাবিত Innovation Centre প্রতিষ্ঠায় সরকার উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

ই-কমার্স

১৩৪। বাংলাদেশে ই-কমার্স ব্যবসার প্রসার ঘটাতে এবং ই-কমার্স খাতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ‘ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ই-কর্মাস বিষয়ে নতুন উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ই-কমার্স বিষয়ক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা। সরকার ২০১৮ সালে জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা প্রণয়ন করে। তবে করোনাকালীন সময়ে বাংলাদেশে ই-কমার্সভিত্তিক ব্যবসা ব্যাপক বিস্তার লাভ করলেও কতিপয় প্লাটফর্মে গ্রাহক প্রতারণার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ই-কমার্স গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার্থে ডিজিটাল কমার্স খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য বর্তমানে যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি) থেকে ডিজিটাল কমার্স বিজনেস আইডি (ডিবিআইডি) দেওয়া হচ্ছে।

পর্যটন

১৩৫। পর্যটন খাতকে সমৃদ্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক মানের আবাসন ও বিনোদন সুবিধা নিয়ে কক্সবাজার জেলায় সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, নাফ ট্যুরিজম পার্ক এবং সোনাদিয়া ইকো ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে দেশের পর্যটন শিল্প মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে এ শিল্পকে সহায়তা করার জন্য সরকার ১ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান করেছে। বাংলাদেশে পর্যটন সম্ভাবনাময় এলাকাসমূহের উন্নয়নে সরকারি অর্থায়নে ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে

একটি পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পর্যটনের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ৩৬টি জেলার পর্যটন ব্র্যান্ডিং অনুসারে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার পর্যটন এলাকার ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানসমূহ সংরক্ষণে এবং বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান বিষয়ে ডকুমেন্টারি ও টেলিভিশন কমার্শিয়াল প্রস্তুত করা হচ্ছে।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ পরবর্তী অগ্রযাত্রা

মাননীয় স্পিকার

১৩৬। বাংলাদেশের জন্য এটা বিশেষ গর্বের বিষয় যে, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীর বছর ২০২১ এ জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চূড়ান্ত সুপারিশ করেছে। আর্থসামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রভূত অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। বাংলাদেশের উত্তরোত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারায় নতুন মাইলফলক হচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে আমাদের এ উত্তরণ। একটি আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হবে। উত্তরণের পরে আমাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধের যে বিকাশ ঘটবে তার অনুপ্রেরণায় শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে আমরা উন্নয়নের উচ্চতর স্তরে পৌঁছাতে পারবো বলে আশা করি। উত্তরণ পরবর্তীতে দেশের ক্রেডিট রেটিং, উৎপাদনশীলতা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে যা রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ক্রেডিট রেটিং এজেন্সির মূল্যায়নে বাংলাদেশের অবস্থান আরও উন্নত হওয়ার ফলে বৈদেশিক উৎস হতে সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ ও অর্থায়ন প্রাপ্তি সহজতর হবে। বিনিয়োগ সম্ভাবনা ব্যাপকহারে বৃদ্ধিসহ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য গতিসঞ্চার হবে। দেশে অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে, কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং মানুষের জীবনমানের উন্নতি ঘটবে।

১৩৭। তবে, এ উত্তরণের ফলে ২০২৬ সালে বেশকিছু চ্যালেঞ্জও তৈরি হবে, যেমন- শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা হারানো, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন সহযোগীদের থেকে স্বল্পসুদে ঋণপ্রাপ্তির সুবিধা সংকোচন, প্রেফারেন্স ইরোশন এবং কঠোর স্ট্যান্ডার্ডসমূহের প্রতিপালন। এছাড়া, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বিভিন্ন আইন, যেমন- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights বা TRIPS শীর্ষক চুক্তি থেকে বাংলাদেশ অব্যাহতি সুবিধা পেয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশ এ সুবিধা হারাবে। উত্তরণকারী দেশগুলোর জন্য এ অব্যাহতি সুবিধা যাতে আরও বেশ কয়েক বছর বজায় থাকে তার জন্য বর্তমানে World Trade Organization (WTO) এ চেষ্টা করা হচ্ছে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে প্রাপ্ত সুবিধাদির অবর্তমানে রপ্তানির উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বহুমুখীকরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি হবে। এছাড়াও, উচ্চ মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ এবং বাধ্যবাধকতা তৈরি হবে।

১৩৮। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণে ২০২২ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত প্রস্তুতিমূলক সময়টি বাংলাদেশকে অত্যন্ত দূরদর্শীভাবে কাজে লাগাতে হবে যাতে করে বাংলাদেশ উত্তরণ পরবর্তী পর্যায়ে টেকসইভাবে অগ্রসর হতে পারে। সে লক্ষ্যে গতিশীলতার সাথে উত্তরণ নিশ্চিতকরণের চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশ সরকার একটি মসৃণ ও টেকসই উত্তরণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন নীতিমালা, কৌশল, কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য একটি কমিটি এবং উক্ত কমিটির অধীনে বিষয়ভিত্তিক সাতটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি সাব-কমিটিতে বেসরকারি অংশীজনদের ও উন্নয়ন গবেষকদের সদস্য হিসাবে রাখা হয়েছে। সাব-কমিটিসমূহ LDC Graduation এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাসহ খসড়া কৌশলপত্র প্রণয়ন করছে।

১৩৯। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে বাণিজ্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বর্তমান সরকার দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) সম্পাদনের নীতি গ্রহণ করেছে। LDC Graduation পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় Preferential Market Access & Trade Agreement সংক্রান্ত কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভুটানের সাথে বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) স্বাক্ষর করেছে, যার আওতায় ভুটানের ৩৪টি পণ্য বাংলাদেশের বাজারে ও বাংলাদেশের ১০০টি পণ্য ভুটানের বাজারে শুল্কমুক্ত (duty free) সুবিধা পাবে। এর পাশাপাশি, বাণিজ্য সম্ভাবনাময় ১৩টি দেশ/বাণিজ্য সংস্থা, যেমন ভারত, চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, নেপাল, ইউএসএ, কানাডা, ইউরেশিয়ান ইকনোমিক ইউনিয়ন, আসিয়ান ও দক্ষিণ আমেরিকার Mercosur-এর সাথে PTA/FTA/CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) সম্পাদনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্ভাবনাময় বিভিন্ন দেশ ও জোটের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে Regional Trade Agreement (RTA) Policy Guideline এর প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

১৪০। 'শেখ হাসিনার মূলনীতি, গ্রাম শহরের উন্নতি'- এ দর্শনকে ধারণ করে বর্তমান সরকার শহর ও গ্রামীণ অবকাঠামো এবং যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির বিকাশে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সে লক্ষ্যে শহর-নগর ও গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন ভাবনাকে আবর্তিত করে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সরকারের বিগত ১৩ বছরে পল্লী খাতে ৬৯,০০২ কিলোমিটার পাকা সড়ক, ৪,০৫,০৯৯ মিটার নতুন ব্রিজ নির্মাণ, ১,০৯,০৭৮ কি.মি. পাকা পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, ১,৭৬৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ,

৩৫৪টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ বা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া ২,৬৮৯টি গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজার উন্নয়ন এবং ১,০৭৫টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, নাগরিক জীবন মান উন্নয়নে ৯,০৮৮ কিলোমিটার সড়ক ও ফুটপাত নির্মাণ, ৪,১০৭ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ, ১৫,০৪১ মিটার ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ, ৪১টি বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ ও ৫৩টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

আমার গ্রাম আমার শহর

১৪১। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পল্লী অঞ্চলে উন্নত রাস্তাঘাট এবং আধুনিক নগর সুবিধাদি প্রদানের জন্য ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর আওতায় কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, যথা গ্রামীণ সড়ক, গ্রোথ সেন্টার এবং হাটবাজার, গ্রামীণ পানি সরবরাহ, গ্রামীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, উপজেলা মাস্টার প্ল্যান, কমিউনিটি স্পেস, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, কম্পিউটার ভিলেজ নির্মাণ ইত্যাদির জন্য মোট ৩০টি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হবে। এছাড়া ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য ৩৬টি ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করা হবে। এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫টি পাইলট গ্রামের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা এবং সর্বোপরি ‘রূপকল্প-২০৪১’ ও এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপের মাধ্যমে ৮৭,২৩০টি গ্রামের উন্নয়নের জন্য রূপরেখা প্রণয়ন করা হবে। এছাড়া, উক্ত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সুপারিশ অনুযায়ী ভবিষ্যতে বড় আকারের বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

জলাবদ্ধতাসহ নাগরিক সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ

১৪২। ঢাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে চলতি অর্থবছরে আমরা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ১৯(৫) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৬টি খালের মালিকানা ঢাকা ওয়াসা হতে দুই সিটি কর্পোরেশনের

নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদসহ খালের স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে এ বছর প্রচুর বৃষ্টিপাতেও ঢাকা শহরে জলাবদ্ধতা হয়নি। জলাবদ্ধতা দূরীকরণার্থে খাল ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশে মশক নিধনের পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা অভিযান, ভ্রাম্যমাণ আদালত ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১৪৩। রাজধানী ও অন্যান্য মহানগরসহ দেশব্যাপী সুপেয় পানি সরবরাহ, শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করা, ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। গ্রামাঞ্চলে ৮,২২,৭০০টি আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানির উৎস এবং পৌর এলাকায় ১,৩৭৩টি উৎপাদক নলকূপ, ১৫৯টি পানি শোধনাগার, ১৬,২০৩ কি.মি. পাইপ লাইন স্থাপন বা প্রতিস্থাপন, ৯৪১ কি.মি. ড্রেন ও ৬৯টি উচ্চ জলাধার স্থাপন করা হয়েছে। আর্সেনিক, আয়রন, লবণাক্ততা এবং পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার সমস্যা নিরসনে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০০টি নতুন পুকুর খনন এবং ১,০০৮টি পুকুর পুনঃখনন এবং ৫৫৩টি ভিলেজ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া সারাদেশে প্রায় ৬৫,৬২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৯,৫০০টি নিরাপদ পানির উৎস এবং ৪১,১০৮টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনামূল্যে এবং সর্বসাধারণের জন্য স্বল্পমূল্যে ৭ লক্ষ ৬২ হাজার সেট ল্যাট্রিন/উন্নত ল্যাট্রিন বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ৬,১৮১টি পাবলিক/কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে।

১৪৪। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনমান উন্নয়নে সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষক ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান, তদারকি, কৃষি এবং কুটির শিল্পের যন্ত্রপাতি সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কুমিল্লা ও বগুড়ায় অবস্থিত পল্লী উন্নয়ন একাডেমির পাশাপাশি জামালপুর ও রংপুরে আরও দুটি পল্লী

উন্নয়ন একাডেমি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস ও জীবনমান উন্নয়ন এবং গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ ৮,৮২৮টি সমিতি গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৩,৫৮,৬৮২ জন সুবিধাভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আগামী ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ২,০৩,৯৪৪ জনকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৪৫। আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পল্লী সেক্টরে ৫,০০০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ, ৭,০০০ কি.মি. পাকা সড়ক সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ, ১,৯০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, ৫,৫০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ, ১৪০টি গ্রোথ সেন্টার/হাট বাজার উন্নয়ন, ৬০টি উপজেলা/ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ১৩০টি সাইক্লোন সেল্টারসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। ফলে দেশের সড়ক নেটওয়ার্ক কভারেজ ৩৮.০২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯.৪৩ শতাংশে উন্নীত হবে। এছাড়া, নগর অঞ্চলে ১,৭৬০ কিলোমিটার রাস্তা ও ফুটপাত নির্মাণ, ১৭০ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল অবকাঠামো তৈরির ফলে বিপুল পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হবে যা সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

১৪৬। আগামী অর্থবছরে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৪৪ হাজার ৬৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ছিল ৪২ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা।

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ

মাননীয় স্পিকার

১৪৭। বিগত নভেম্বরে গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনের (কপ-২৬) লিডার সামিটে দেওয়া জাতীয় বিবৃতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ সুরক্ষায় চার দফা দাবি তুলে ধরে বিশ্বের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের নৈতিক কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছেন। এ দাবিসমূহ হচ্ছে- 'ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন' (NDC) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, অভিযোজন (Adaptation) এবং প্রশমনের (Mitigation) মধ্যে ৫০:৫০ ভারসাম্য রেখে বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি পূরণ, অধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়া এবং বাস্তুচ্যুত জলবায়ু অভিবাসীদের জন্য বিশ্বব্যাপী দায়বদ্ধতা ভাগ করে নেওয়া।

১৪৮। পরিবেশ সুরক্ষার অপরিসীম গুরুত্বকে বিবেচনায় নিয়ে সরকার জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাস্তবসম্মত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনার অনুসরণকে বাধ্যতামূলক করেছে। বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আগস্ট ২০২১-এ দেশের হালনাগাদকৃত 'ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিশন' চূড়ান্ত করা হয়েছে। আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়ন ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতায় ৬.৭৩ শতাংশ এবং আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রাপ্তিসাপেক্ষে আরও ১৫.১২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদে দেশের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সমন্বিত অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণকল্পে 'জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (National Adaptation Plan)' প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং ২০০৯ সালে প্রণীত 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা' হালনাগাদকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, শিল্প-কারখানা থেকে শুরু করে দেশে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত সকল প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশবান্ধব করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ৮,৬০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার ১০টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ পরিকল্পনার

বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ১০টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি বাতিল করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৬টিকে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য অথবা গ্যাস-ভিত্তিক করা হবে। আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আমাদের ৪০ শতাংশ জ্বালানির সংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছি।

১৪৯। বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক সমীক্ষার মাধ্যমে এ পর্যন্ত দেশের ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। বিগত ১৩ বছরে ৯টি জাতীয় উদ্যান, ১৮টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ৩টি ইকোপার্ক, ১টি উদ্ভিদ উদ্যান, ২টি মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া এবং ২টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকাসহ নতুনভাবে মোট ৩৫টি রক্ষিত এলাকা সৃজন করা হয়েছে, যার ফলে বর্তমানে দেশে রক্ষিত এলাকার সংখ্যা মোট ৫১টিতে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে দেশে ৯৫,২৬৫ হেক্টর ব্লক, ২৬,৪৫৩ সিডলিং কি.মি. স্ট্রিপ এবং ৬৮,১১৩ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিলুপ্তপ্রায় ১০৬টি বনজ ও ২৪০টি ঔষধি বৃক্ষ প্রজাতি সংরক্ষণ করা হয়েছে। শিল্প কারখানায় ইটিপি স্থাপন কার্যক্রমকে জোরদার হয়েছে। আবার জিআইএস প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে 'ন্যাশনাল ফরেস্ট ইনভেন্টরি' রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। সমগ্র সুন্দরবনে সরকারি অর্থায়নে স্মার্ট (Spatial Monitoring and Reporting Tools) পেট্রোলিং চলমান আছে। পাশাপাশি, বাঘ-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসনে সুন্দরবন সংলগ্ন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ৪৯টি 'ভিলেজ টাইগার রেসপন্স টিম' গঠন করা হয়েছে।

১৫০। বাংলাদেশকে জলবায়ুর ঝুঁকি থেকে টেকসই ও জলবায়ু সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকার 'মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা (Mujib Climate Prosperity Plan)' বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে, যা মূলত জলবায়ু অর্থায়নের জন্য একটি কৌশলগত বিনিয়োগ কাঠামো। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা অর্জনের জন্য ২০৩০ সাল নাগাদ ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে এ বিনিয়োগের অর্থায়ন করা হবে।

১৫১। অর্থ বিভাগের ‘জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলার অর্থায়নকে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ‘Climate Public Finance Tracking Methodoloy’ প্রণয়নকরত iBAS++ সিস্টেমের মাধ্যমে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে জলবায়ু সংক্রান্ত বরাদ্দের পরিমাণ এবং প্রকৃত ব্যয় নিরূপণ করা হচ্ছে। ফলে ঐ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ জানতে পারছে এবং জলবায়ু বিষয়ক নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ করতে পারছে। এছাড়া, জলবায়ু সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোর Performance Audit কীভাবে সম্পাদন করতে হবে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত যে সব পরিভাষা বর্তমানে ব্যবহৃত হয়, সেসকল টেকনিক্যাল শব্দমালা নিয়ে ‘জলবায়ু পরিবর্তন শব্দকোষ’ প্রকাশ করা হয়েছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি

মাননীয় স্পিকার

১৫২। সরকারের পরিকল্পিত নীতিকৌশল বাস্তবায়নের ফলস্বরূপ কোভিড-১৯ অতিমারির পূর্বে দেশে দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশে এবং অতি দারিদ্র্যের হার ১০.৫ শতাংশে নেমে আসে। যদিও অতিমারির কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের অগ্রগতি কিছুটা হোঁচট খেয়েছিল, কিন্তু সরকারের দ্রুত সাহসী পদক্ষেপে অল্পদিনেই বাংলাদেশ আবার উন্নয়নের গতিধারায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বব্যাংক এর এপ্রিল ২০২২ এ প্রকাশিত ‘Bangladesh Development Update’ শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শক্তিশালী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে দারিদ্র্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১১.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। কোভিড-১৯ এর সংকট কাটিয়ে মানুষের জীবন, জীবিকা ও দেশের উন্নয়নের গতিধারাকে এগিয়ে নিতে চলতি বাজেটে স্বাস্থ্য, বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি জোরদার করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একদিকে সরকার অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরের লক্ষ্যে গ্রহণ করছে নানামুখী উন্নয়ন প্রকল্প, অন্যদিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক

উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বৃহৎ উন্নয়ন কর্মসূচির পাশাপাশি একযোগে পরিচালিত হচ্ছে সমাজের পিছিয়ে পড়া দুঃস্থ, অসহায় এবং ছিন্নমূল মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে নানামুখী কর্মসূচি।

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম

মাননীয় স্পিকার

১৫৩। জাতির পিতা যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেখানে যেন মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা থাকে, ক্ষুধা-দারিদ্র্য না থাকে সেজন্য সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে নাগরিকদের সামাজিক সুরক্ষা বিধানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছিলেন। তাঁর হাত ধরে যে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি শুরু হয়েছিল, সেটি এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জীবনচক্রনির্ভর ব্যাপক কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমান সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন জোরদার করার লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যার স্লোগান হচ্ছে, 'সকলের সাথে সমৃদ্ধির পথে'। আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে আন্তরিকতার সাথে কাজ করছি এবং প্রতিবছর সামাজিক সুরক্ষার কভারেজ ও বাজেট বরাদ্দ উভয়ই বৃদ্ধি করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে ২৯ শতাংশ পরিবারকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে এবং বাজেট বরাদ্দ ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল (NSSS) ২০১৫ এর অধীনে NSSS কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২১ ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছে এবং সম্প্রতি NSSS কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২৬ এর বাস্তবায়ন শুরু করেছে। দরিদ্র ও অসহায় মানুষ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং সমাজের দুর্বল অংশগুলোকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনার জন্য দুর্যোগ-প্রবণ এলাকা, দরিদ্রতম এলাকা এবং জনসংখ্যার ঘনত্বের অনুপাতের মতো বিষয়গুলি বর্তমানে বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে।

দারিদ্র্য নিরসনমূলক কার্যক্রম

১৫৪। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হিসেবে 'পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম' ও ১৯৭৫ সালে 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম' চালু করেন, যা বর্তমানে দেশের প্রতিটি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও শহর এলাকায় 'শহর সমাজসেবা কার্যক্রম' এবং 'এসিড দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম' নামে মোট ৪টি সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

১৫৫। সরকার দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রবীণদের অধিকার সমুন্নত রাখায় সচেষ্ট। দুঃস্থ প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় ব্যাপক পরিসরে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতার ক্ষেত্রে প্রবীণ নারীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছর থেকে জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে ৫৭.০১ লাখ ভাতাভোগীর জন্য বয়স্ক ভাতা খাতে ৩ হাজার ৪৪৪.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে যা চলমান থাকবে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২০ লাখ ৮ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ৭৫০/- টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। উপকারভোগীর সংখ্যা আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩.৫৭ লাখ বৃদ্ধি করে ২০.৮ লাখের স্থলে ২৩.৬৫ লাখে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ সময় মাসিক ভাতার হার ৭৫০/- টাকা থেকে ১০০/- টাকা বৃদ্ধি করে ৮৫০/- টাকা করা হবে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী ভাতা বাবদ ২ হাজার ৪২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়ার প্রস্তাব করছি। ভাতা কর্মসূচির বাইরেও সরকার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি চালু করেছে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে যার উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ এবং বার্ষিক বরাদ্দ ছিল ৯৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। দেশের অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য ও জীবন ঝুঁকি হ্রাসকল্পে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর আওতায় 'বঙ্গবন্ধু প্রতিবন্ধী সুরক্ষা বীমা' চলতি বছরের জাতীয় বীমা

দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।

নারী উন্নয়ন ও শিশু কল্যাণে উদ্যোগ

১৫৬। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতাভুক্ত বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও প্রতিবন্ধী উপবৃত্তি কার্যক্রমে এবং দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচির আওতায় পল্লী ও শহর সমাজসেবা কার্যক্রম, এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে শতকরা ৫০ ভাগ নারী এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুঃস্থ মহিলা ভাতা এবং পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমে শতকরা ১০০ ভাগ নারী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের কার্যক্রমসমূহে নারীর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় এগুলো বার্ষিক গড়ে ১.২০ লাখ নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, আয়বর্ধক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, নিজস্ব পুঁজি এবং সরকারি সম্পদ ও সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। সামাজিক অপরাধপ্রবণ নারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ভরণ-পোষণ, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এতিম শিশুদের খোরাকী ভাতা জানুয়ারি, ২০২২ হতে ৫০০/- টাকা বৃদ্ধি করে মাসিক জনপ্রতি ৪০০০/- টাকা হারে প্রদান করা হয়েছে। শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত বিপন্ন শিশুদের সেবা প্রদান করে পরিবার বা নিকট আত্মীয় বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকত্রীকরণ/পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হচ্ছে। বর্তমানে কেন্দ্রসমূহে মোট ২,২৯১ জন (১,০৮৮ জন ছেলে এবং ১,২০৩ জন মেয়ে) শিশু অবস্থান করছে।

মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি

১৫৭। আমরা গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র গর্ভবতী মায়ের জন্য বিদ্যমান মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং শহর অঞ্চলের কম আয়ের ‘কর্মজীবী মায়েদের জন্য ল্যাকটেটিং ভাতা’ এ কর্মসূচি দুটিকে সমন্বিত করে ‘মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি’ নামে বাস্তবায়ন শুরু করেছি। এ কার্যক্রম জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে শিশুর জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ১,০০০ দিনসহ চার বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশে সাহায্য

করবে। এছাড়া, মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হ্রাস, শীর্ণকায় ও খর্বকায় শিশুর সংখ্যা কমিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মূলত এ কার্যক্রম চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের সরকার সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচিকে সর্বোত্তম বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করছে। ফলে, এ কর্মসূচিকে প্রাধান্য দিয়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের উপকারভোগীর সংখ্যা ১০ লাখ ৪৫ হাজার থেকে ২ লাখ ৯ হাজার বৃদ্ধি করে আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১২ লক্ষ ৫৪ হাজারে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। এ খাতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ১ হাজার ২৪৩ কোটি টাকা।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ

১৫৮। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে ২০২১-২০২২ অর্থবছর হতে সকল শ্রেণির বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানি ভাতা ন্যূনতম ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত Management Information System (MIS) ও সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচিতি নিশ্চিতকল্পে তাঁদের অনুকূলে স্মার্ট কার্ড ও ডিজিটাল সনদপত্র প্রদান কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের সকল জেলা-উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন

১৫৯। আমরা ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন, বেদে ও অনগ্রসর গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। দেশব্যাপী ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও তাদের জন্য বিকল্প

কর্মসংস্থান সৃষ্টির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্কুলগামী বেদে, অনগ্রসর ও তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪ স্তরে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

সামাজিক সুরক্ষা খাতে প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন

১৬০। কোভিড-১৯ অতিমারির অভিঘাত মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতা বৃদ্ধি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১১২টি এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৫০টিসহ মোট ২৬২টি উপজেলায় ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য শতভাগ বয়স্ক ও বিধবাকে ভাতা প্রদান কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের সকল নগদ হস্তান্তর জি-টু-পি পদ্ধতির অধীনে আনয়ন করার লক্ষ্যে ১০টি বৃহৎ কর্মসূচিতে এ ডিজিটাল পদ্ধতি ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জি-টু-পি এর অধীনে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২ কোটি ৬৩ লাখে উন্নীত করা হয়েছে। ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের জন্য বিনামূল্যে জরুরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে চাল, ত্রাণ (নগদ) ও শিশু খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সারাদেশে নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে মাত্র ১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয়ের চলমান কার্যক্রম বেগবান করা হয়েছে। সারাদেশে লক্ষ্যভিত্তিক উপকারভোগী পরিবারের প্রত্যেককে ২,৫০০ টাকা করে দুই ধাপে মোট ২ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম ধাপে প্রায় ৩৫ লাখ ও দ্বিতীয় ধাপে প্রায় ৩১ লাখ পরিবার এ অনুদান পেয়েছেন, যাদের মধ্যে রয়েছে দিনমজুর, কৃষক, শ্রমিক, গৃহকর্মী, মোটরযান শ্রমিক ও অন্যান্য পেশায় জড়িত লোকজন।

'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচি

১৬১। সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত ও বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হওয়াজনিত কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে দেশব্যাপী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিতরণে আমরা 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচি চালু করেছি। এ কর্মসূচির আওতায় এক কোটি পরিবারের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর অধীনে করোনাকালে নগদ অর্থ সহায়তা বাবদ

২,৫০০ টাকা করে পেয়েছেন যে সকল পরিবার তারাসহ মোট এক কোটি পরিবার টিসিবির 'ফ্যামিলি কার্ড' সহায়তা পাচ্ছেন। সরকারি এ উদ্যোগের ফলে দেশের প্রায় পাঁচ কোটি স্বল্প-আয়ের মানুষ সরাসরি উপকৃত হবে।

১৬২। আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতে মোট ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি, যা বাজেটের ১৬.৭৫ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫৫ শতাংশ।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও ডিজিটাল বাংলাদেশ

মাননীয় স্পিকার

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য আমাদের প্রস্তুতি

১৬৩। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক এইচ জি ওয়েলস একদা বলেছিলেন "Adapt or perish, now as ever, is nature's inexorable imperative"। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে হয় যে, অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ত পরিবর্তনশীল; পুরাতন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ক্রমাগতভাবে নতুন প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। কিন্তু, একবিংশ শতাব্দীর এ সময়ে এসে ক্রমবর্ধমান আন্তঃসংযোগ এবং স্মার্ট অটোমেশনের কারণে প্রযুক্তি, শিল্প, উৎপাদন প্রক্রিয়া তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী অতি দ্রুত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে, যাকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনীতির এরূপ অনিবার্য পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে সফলভাবে এগিয়ে নিতে হলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। কাজেই, আমরা দেশে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রধান প্রযুক্তিসমূহ, যেমন আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স, ব্লকচেইন, ভার্চুয়াল বা অগমেন্টেড রিয়্যালিটি, ইন্টারনেট অফ থিংস ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার উৎসাহিত করবো এবং যারা এসকল প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করবেন তাদের প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করবো।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য প্রস্তুতিকল্পে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি

১৬৪। সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযুক্ত তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা। সে উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আমাদের সরকার STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর জোর দিচ্ছে। সরকার শ্রেণিকক্ষে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত প্রযুক্তিভিত্তিক বিষয়গুলো পড়ানোর উপর জোর দিচ্ছে এবং সে লক্ষ্যে এনসিটিবিকে পাঠ্যক্রমের উপযুক্ত পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দ দিচ্ছে। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ৩০ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা করেছে, যা বর্তমানে ১৪ শতাংশের কাছাকাছি। এছাড়া, তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইটি খাতের জনবলের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ষাট হাজারের অধিক এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এক লক্ষ তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় ৩৬ হাজারের অধিক জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প হতে প্রায় ২.৩৪ লক্ষ জনকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; যাদের সিংহভাগই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন আইসিটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে। অগমেন্টেড রিয়েলিটি ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটিসহ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে খাপ খাওয়াতে দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং ৫৭টি এরূপ বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপনের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। তরুণদের যথাযথ প্রশিক্ষণের জন্য ৬৪টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন ও ১০টি ডিজিটাল ভিলেজ স্টেশন স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, উদীয়মান প্রযুক্তি, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ইন্টারনেট অব থিংস, ব্লকচেইন, রোবোটিকস, বিগ ডাটা, ক্লাউড কম্পিউটিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

মাননীয় স্পিকার

১৬৫। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের চার স্তম্ভ, যথা- কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন এর আলোকে বিগত ১৩ বছরে নানা উদ্যোগ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন হওয়ায় দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছে। ২০১৮ সালের ১২ মে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ প্রেরণের মাধ্যমে বিশ্ব স্যাটেলাইটের এলিট ক্লাবের গর্বিত সদস্য হয়েছে বাংলাদেশ। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার আগে প্রতি এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের দাম ছিল ৭৮ হাজার টাকা, যা বর্তমানে ৩০০ টাকার নিচে। দেশের ১৮,৫০০ সরকারি অফিস একই নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। ৩,৮০০ ইউনিয়নে পৌঁছে গেছে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ। বাংলাদেশে বর্তমানে মোবাইল সিম ব্যবহারকারী প্রায় ১৮ কোটির অধিক এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ১৩ কোটির বেশি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এ সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তিতে মানুষের অভিযোজনের ফলে দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের মানুষ ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল ভোগ করছেন।

১৬৬। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে নানা কার্যক্রমের বাস্তবায়নে সরকারি প্রতিষ্ঠানে এসেছে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গতিশীলতা। ৫২ হাজার ওয়েবসাইটের জাতীয় তথ্যবাতায়ন তৈরি করা হয়েছে, যাতে যুক্ত করা হয়েছে ৯৫ লক্ষের অধিক কনটেন্ট। ই-নথি চালুর পর মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত এর মাধ্যমে প্রায় ১.৬৬ কোটি ফাইলের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সরকার এ পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার সরকারি সেবা ডিজিটালাইজড করেছে, যার ফলে নাগরিকদের সময় বেঁচেছে, খরচ কমেছে এবং যাতায়াত কমেছে। ই-জিপি চালুর ফলে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় এসেছে স্বচ্ছতা। ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত ই-জিপি ব্যবস্থার মাধ্যমে ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার কোটি টাকা আর্থিক মূল্যের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ৮,৩৬৩টি ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ৩০০ এর অধিক বিভিন্ন ধরনের সরকারি-বেসরকারি সেবা জনগণ গ্রহণ করছে। এছাড়াও, ডিজিটাল সেন্টার থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং-এর

মাধ্যমে ২৬ হাজার ৫৫০ কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে। দেশের মানুষ এখন বিশ্বাস করে, ঘরের কাছেই সকল ধরনের সেবা পাওয়া সম্ভব; আর তাদের এ বিশ্বাস অর্জনই ডিজিটাল বাংলাদেশের পথচলায় আমাদের সরকারের সবচেয়ে বড় পাওয়া।

১৬৭। সরকার তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III) হতে সরকারের ৭৩১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সার্ভিস, যেমন: মেইল ডোমেইন, ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, ভিপিএস সার্ভিস, ক্লাউড সার্ভিস ও গুগল ড্রাইভের ন্যায় জি-ড্রাইভ বা গভর্নমেন্ট ড্রাইভ সার্ভিস ইত্যাদি প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে এটির ডাটা সংরক্ষণ ক্ষমতা ১৪.৬ পেটাবাইট এবং ডাটা সেন্টার হতে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা প্রায় ১০ কোটির অধিক। ইনফো-সরকার (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৮৯৩টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির বিকাশ ও ব্যবহার বাড়াতে সরকার নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে। ৩০০টি স্কুল অব ফিউচার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৬৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষা শিক্ষা ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সৌদি আরবে ১৫টিসহ মোট ৪,১৭৬টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ল্যাব স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রয়োগ

১৬৮। বৈশ্বিক করোনা অতিমারির সময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, শিক্ষাসহ অতি প্রয়োজনীয় ও জরুরি কার্যক্রম সচল রাখা হয়েছে। করোনা অতিমারি মোকাবেলায় দেশীয় আইটি প্রকৌশলীদের দ্বারা তৈরি 'সুরক্ষা' অ্যাপস চালু করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ভ্যাকসিন নিবন্ধন, ভ্যাকসিনেশন তথ্য সংকলন, ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট ইস্যু ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে। করোনাকালীন corona.gov.bd ওয়েব পোর্টালে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষেরও অধিকবার তথ্য ও সেবার জন্য নাগরিকগণ সংযুক্ত হয়েছেন। এছাড়া, সংসদ টিভির মাধ্যমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা এবং

কারিগরি পর্যায়ের ৫,৬৬৮টি ক্লাস গ্রহণ এবং ৫,০৮৬ জন শিক্ষকের যুক্ত হওয়া, ৭.৮৫ কোটিরও অধিকবার ডিজিটাল কনটেন্টগুলো অনলাইনে পর্যবেক্ষণ করা, ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম 'মুক্তপাঠে' ৪.৩৬ লক্ষেরও অধিক প্রশিক্ষণার্থীর অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণ এবং ৬৭ হাজারেরও অধিক ডাক্তারের প্রশিক্ষণ গ্রহণ সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়া, ভার্চুয়াল আদালতে ৩,৪৭,৯৫৬টি জামিন আবেদন শুনানী সম্পন্ন হয়েছে।

হাইটেক পার্কের উন্নয়ন ও স্টার্ট-আপ সংস্কৃতির বিকাশ

১৬৯। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ফলে ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে। আইসিটি খাতের রপ্তানি ইতোমধ্যে ১.৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। দেশে ৩৯টি হাইটেক পার্ক/আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৯টিতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পার্কগুলোতে এ পর্যন্ত দেশি বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা এবং প্রস্তাবিত বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৪৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড, আইডিয়া প্রকল্প ও বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট (বিগ)। সরকারের এরূপ নানা উদ্যোগের ফলে ক্রমশ দেশে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে উঠছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ২.৫ হাজারের বেশি স্টার্টআপ রয়েছে। স্টার্টআপ খাতে এ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১৫ লাখ মানুষের। আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো ২০২৫ সালে আইসিটি রপ্তানি ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান ৩০ লাখে উন্নীত করা এবং সে জন্য এ খাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।

ভৌত অবকাঠামো

মাননীয় স্পিকার

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

১৭০। ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয় ও ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয়ের দেশে উত্তরণে বাংলাদেশ যে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বিপুল পরিমাণে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে এবং

ভবিষ্যতে গ্রহণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বলাই বাহুল্য, এসকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। উক্ত ক্রমবর্ধিষ্ণু চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে মানসম্মত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সংস্থান নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। কাজেই সবার জন্য বিদ্যুৎ পৌঁছানো ও দেশজুড়ে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং নিরাপদ ও টেকসই জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণে সরকার বদ্ধপরিকর।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাফল্য

১৭১। বিগত ১৩ বছর ধরে বিদুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে দেশে সম্প্রতি মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) ২৫,৫৬৬ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, মুজিব শতবর্ষকে সামনে রেখে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে সরকার দেশের শতভাগ জনগণকে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। বিগত ১৩ বছরে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট-আওয়ার হতে ৫৬০ কিলোওয়াট আওয়ারে উন্নীত করতে পেরেছি। এ সময়কালে ৫,২১৩ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন এবং ৩,৩৬,০০০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে এবং বিদ্যুৎ বিতরণে সিস্টেম লস ১৪ শতাংশ হতে ৮ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে।

১৭২। বর্তমানে দেশে ১৩,৫৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৪টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। জমির প্রাপ্যতা, জ্বালানি পরিবহন সুবিধা এবং লোড সেন্টার বিবেচনায় পায়রা, মহেশখালী ও মাতারবাড়ি এলাকাকে পাওয়ার হাব হিসেবে চিহ্নিত করে বৃহৎপ্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তন্মধ্যে কয়লাভিত্তিক পায়রা ১,৩২০ মেগাওয়াট থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ শেষে সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাণিজ্যিক উৎপাদন উদ্বোধন করেছেন। এছাড়া, কয়লাভিত্তিক রামপাল ১,৩২০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল প্রজেক্ট, মাতারবাড়ি ১,২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিকাল কোল প্রজেক্ট স্থাপনের কার্যক্রম পুরোদমে চলছে। রাশিয়ার সহায়তায় রূপপুরে ২,৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পাশাপাশি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে প্রায় ৭৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ

উৎপাদন হচ্ছে। মোট চাহিদার শতকরা ১০ ভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যে সৌর শক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে অচিরেই দেশের সকল মানুষের জন্য মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

১৭৩। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে সরকার সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নয়নেও গুরুত্ব দিচ্ছে। পায়রা-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন এবং গোপালগঞ্জ-রামপাল ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনদুটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে ইতোমধ্যে কমিশনিং করা হয়েছে। এছাড়া, মোংলা-খুলনা (দক্ষিণ) ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মিত হয়েছে। গোপালগঞ্জ-আমিনবাজার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের ৭.৫ কিমি পদ্মা রিভার ক্রসিং অংশের পদ্মা রিভার বেডের ৭টি টাওয়ারের ফাউন্ডেশনের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাওয়ার ইভ্যাকুয়েশনের জন্য ৪০০ কেভি ও ২৩০ কেভি ভোল্টেজের ৬টি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হচ্ছে।

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

১৭৪। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি জ্বালানির চাহিদাও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার একটি বড় অংশ মূলত প্রাকৃতিক গ্যাসের মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে। দেশে আবিষ্কৃত ২৮টি প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে ২০টিতে উৎপাদন চলছে। ২০০৯ সালে দেশে দৈনিক ১,৭৮৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হতো যা বেড়ে বর্তমানে ২,৫২৫ মিলিয়ন ঘনফুট হয়েছে। পাশাপাশি গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে দৈনিক প্রায় ৬০০-৭৫৩ মিলিয়ন ঘনফুট তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) হিসেবে আমদানিপূর্বক রিগ্যাসিফাইকরত জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হচ্ছে। দেশের জ্বালানি তেলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড-এর শোধন ক্ষমতা আরও ৩০ লক্ষ টন বৃদ্ধির জন্য ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক পরিশোধন ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।

১৭৫। আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জন্য ২৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা বর্তমান ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ছিলো ২৭ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা।

যোগাযোগ অবকাঠামো

মাননীয় স্পিকার

১৭৬। বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ও উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার নিরাপদ, টেকসই পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তুলতে সদা সচেষ্ট আছে। এলক্ষ্যে আমরা সড়কপথ, সেতু, রেলপথ, নৌপথ এবং আকাশপথে সমন্বিত বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি কার্যকর অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।

সড়ক পরিবহন

১৭৭। সড়ক নিরাপত্তা জোরদার, যানজট নিরসন এবং সাশ্রয়ী গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে ঢাকা শহরে বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) ও মাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) চালুর পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়ন এগিয়ে চলেছে। গত ১৩ বছরে সড়কপথের উন্নয়নে ৩৫৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ৪৪৮টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। একই সময়ে ১৭৩.২০ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪ বা তার অধিক লেনে উন্নীত করা হয়েছে এবং ৯১৪.৮৪ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪ বা ততোধিক লেনে উন্নীত করার কাজ চলমান আছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙা এক্সপ্রেসওয়ে এবং গাজীপুর-টাঙ্গাইল ৬-লেন সড়ক নির্মাণ শেষে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক ও চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ সমাপ্তির পথে। ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় ২৬টি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ঢাকা মহানগরীতে মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট

১৭৮। ২০৩০ সালের মধ্যে ঢাকা মহানগরী এবং সংযুক্ত এলাকার যানজট নিরসন ও গণচলাচল পরিবেশ উন্নয়নে ৬টি মেট্রোরেল লাইনের সমন্বয়ে ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের আওতায় ১২৯.৯০১ কিলোমিটার (৬৮.৭২৯ কি.মি. উড়াল ও ৬১.১৭২ কি.মি. পাতাল) দীর্ঘ ও ১০৫টি স্টেশন (৫২টি উড়াল এবং ৫৩টি পাতাল) বিশিষ্ট একটি সমন্বিত মেট্রোরেল ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে উত্তরা ৩য় পর্ব হতে মতিঝিল পর্যন্ত ২০.১০ কি.মি. দীর্ঘ ও ১৬টি স্টেশনবিশিষ্ট প্রথম উড়াল মেট্রোরেলের নির্মাণকাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে উত্তরা ৩য় পর্যায় ডিপো হতে আগারগাঁও পর্যন্ত সফলভাবে পরীক্ষামূলক মেট্রোরেল চলাচল করেছে এবং ডিসেম্বর ২০২২ নাগাদ এ অংশটি বাণিজ্যিকভাবে যাত্রী পরিবহনের জন্য খুলে দেওয়া হবে। আগারগাঁও হতে মতিঝিল পর্যন্ত অবশিষ্ট অংশটি ডিসেম্বর ২০২৩ নাগাদ বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্য খুলে দেওয়া হবে। পরবর্তীতে এটিকে মতিঝিল হতে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কি.মি. বর্ধিত করা হবে। পাশাপাশি এমআরটি লাইন ৫-এর সাউদার্ন ও নর্দার্ন রুট এবং এমআরটি লাইন-১ এর ডিটেইলড ডিজাইনের কাজ শেষের পথে রয়েছে। আশা করছি, এমআরটি লাইন-১ এর নির্মাণকাজ আগামী অর্থবছরে শুরু করা সম্ভব হবে। এছাড়া, সরকার চট্টগ্রাম শহরেও এমআরটি ব্যবস্থা চালুর জন্য পরিকল্পনা করছে।

সেতু ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন

মাননীয় স্পিকার

১৭৯। দেশে শিল্প ও বাণিজ্য সহায়ক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যার মধ্যে পদ্মা সেতু অন্যতম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৬.১৫ কি.মি. দীর্ঘ পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ করা সম্ভব হয়েছে। আগামী ২৫ জুন তারিখে সেতুটি যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে, যার মাধ্যমে রাজধানীর সঙ্গে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হবে। আরেকটি বৃহৎপ্রকল্প অর্থাৎ, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৩২ কি.মি.

দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল প্রকল্পের নির্মাণকাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে টানেলটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে। এছাড়া, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত র‍্যাম্পসহ ৪৬.৭৩ কি.মি. দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। এর প্রথম অংশের (বিমানবন্দর-বনানী) প্রায় ৭৮.৯৪ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সমগ্র প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৪৩.৬০ শতাংশ। গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ কি.মি. বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট নির্মাণকাজের ৬৯ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, বিমানবন্দর হতে মহাখালী পর্যন্ত বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট নির্মাণের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

১৮০। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে সাভার ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কি.মি. দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পটির ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, বরিশাল-ভোলা সড়কে কালাবদর ও তেতুলিয়া সেতু নির্মাণ, মিঠামইন সেনানিবাস হয়ে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালী পর্যন্ত একটি দ্বিতল সড়ক নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান আছে। পাশাপাশি, যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান আছে। চলমান সেতু, উড়ালসড়ক ও টানেলসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে আরও নতুন এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও বৃহৎ সেতু নির্মাণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

রেলপথ খাতে উন্নয়নের মহাপরিকল্পনা

১৮১। আরামদায়ক, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ ও স্বল্প খরচে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার এ খাতের সমন্বিত ও সুষম উন্নয়নে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ৩০ বছর মেয়াদি (২০১৬-২০৪৫) সংশোধিত মহাপরিকল্পনা অনুসারে রাজধানী ঢাকার সাথে কক্সবাজার, মোংলা বন্দর, টুঙ্গীপাড়া, বরিশাল, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য এলাকা রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা, ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে ও আঞ্চলিক

রেলওয়ে যোগাযোগ স্থাপন এবং উন্নত কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালুর মাধ্যমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরসমূহের সাথে নিকটবর্তী শহরতলীর যোগাযোগ স্থাপনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ মহাপরিকল্পনার আওতায় ছয় ধাপে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

১৮২। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় রেলওয়ের জন্য ৭৯৮.০৯ কি.মি. নতুন রেললাইন নির্মাণ, বিদ্যমান রেললাইনের সমান্তরালে ৮৯৭ কি.মি. ডুয়েল গেজ/ডাবল রেললাইন নির্মাণ, ৮৪৬.৫১ কি.মি. রেল লাইন সংস্কার, ৯টি গুরুত্বপূর্ণ রেল সেতু নির্মাণ, লেভেল ক্রসিং গেইটসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো নির্মাণ, ওয়ার্কশপ নির্মাণ ও আধুনিকায়ন, ১৬০টি লোকোমোটিভ, ১,৭০৪টি যাত্রীবাহী কোচ, আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ২২২টি স্টেশন সিগনালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়নসহ রেলওয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পদ্মা বহুমুখী সেতুর রেল লিংক প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে ৫৮ শতাংশ। এছাড়া, যমুনা নদীতে ডাবল ট্র্যাক ডুয়েলগেজ রেলওয়ে সেতুর নির্মাণকাজের সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে ৪০ শতাংশ। তাছাড়া, দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমার সীমান্তের নিকটবর্তী গুনধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ কাজের ৭১ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে এবং খুলনা-মোংলা রেললাইন প্রকল্পের কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া রূপসা রেল সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সরকার পায়রা বন্দরকে পদ্মা রেললিংকের সাথে সংযুক্ত করতে ফরিদপুরের ভাঙ্গা হতে বরিশাল ও পটুয়াখালী হয়ে পায়রা বন্দর পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাণিজ্য সহায়ক নৌপথ ও বন্দর উন্নয়ন

১৮৩। সরকার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমুদ্র, স্থল ও নৌ-বন্দরসমূহের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে নৌরুট ও বন্দরসমূহ সংস্কার ও আধুনিকায়নে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন ও বহির্গমনকারী বাণিজ্যিক জাহাজসমূহের নিরাপদ নেভিগেশন নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ডিজিটাল বার্থিং

ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর সম্প্রসারণ ও এটিকে বিশ্বমানে উন্নীতকরণের জন্য পতেঙ্গা-হালিশহর উপকূলে বে-টার্মিনালের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে, যা সম্পন্ন হলে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজের টার্ন এরাউন্ড টাইম ২.৬ দিন হতে কমে ২৪-৩৬ ঘণ্টায় উন্নীত হবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ১৬ মিটার ড্রাফট এবং ৮,০০০ টিইইউ ধারণক্ষমতার কন্টেইনার জাহাজ গ্রহণের লক্ষ্যে মাতারবাড়িতে দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্প দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে সেখানে বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ যন্ত্রপাতি বহনকারি বৃহৎ জাহাজ ভিড়তে শুরু করেছে। মোংলা বন্দর চ্যানেলকে সচল রাখার এবং ১০.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজসমূহের উপযোগী করার লক্ষ্যে ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পায়রাকে একটি বিশ্বমানের সমুদ্রবন্দর হিসেবে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, দেশের সকল নৌপথ, নৌযান চলাচলের উপযোগী রাখার জন্য প্রয়োজনীয় খনন কার্যক্রম চলমান আছে।

বিমানবহর সম্প্রসারণ ও বিমানবন্দর উন্নয়ন

১৮৪। সরকার দেশে আন্তর্জাতিক মানের বিমান পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আকাশ পথে যাত্রীগণের চাহিদা বিবেচনায় চলতি বছরে মালদ্বীপ ও কানাডার টরেন্টোতে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট চালু করা হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণকাজ ২০২৩ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বর্তমানে দিনরাত ২৪ ঘন্টাই কাজ চলছে। কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার লক্ষ্যে রানওয়ে সম্প্রসারণ ও নতুন টার্মিনাল ভবন নির্মাণকাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করে সেখানে একটি আঞ্চলিক হাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া, দেশের অন্যান্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের অবকাঠামো, রানওয়ে, ট্যাক্সি ওয়ে, হ্যাংগার ও আমদানি-রপ্তানি পণ্য সংরক্ষণের শেডসমূহ সংস্কার ও উন্নয়নসাধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৮৫। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে আমি আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৮১

হাজার ৫১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করছি। বর্তমান ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ খাতে ৭২ হাজার ২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল।

নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ ও নারীর ক্ষমতায়ন

১৮৬। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ সূচকে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে ভাল অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। Global Gender Gap Report, 2021 অনুযায়ী বিশ্বে জেন্ডার বৈষম্য সূচকে ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৫, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বাগ্রে। এটি সামগ্রিকভাবে সরকারের নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে সফলতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও সুবিধাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান সন্তোষজনক পর্যায়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। বিশেষ করে প্রফেশনাল ও কারিগরি ক্ষেত্রে যুবা নারীদের দক্ষতা উন্নয়নকে আমরা আগামী বাজেটে গুরুত্ব দেবো। এছাড়া, জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ফলপ্রসূ ও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল গ্রহণ, জেন্ডার ইস্যুটি মূল স্রোতধারায় আনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও জনবল বরাদ্দ প্রদান এবং প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল বৃদ্ধি ইত্যাদি কর্মকান্ডকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করবো।

১৮৭। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসরণে নারীর মানবিক সক্ষমতা, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুবিধা বৃদ্ধি, নারীর কন্ঠস্বর ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীদের জন্য অবকাঠামো ও যোগাযোগ পরিষেবা বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে সরকার। যেমন: তথ্য আপা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন, কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প, নারী নির্যাতন

প্রতিরোধকল্পে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম, উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন এবং জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। এসকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে এবং কিশোর-কিশোরীদের মানবিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। গ্রামীণ দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ তহবিল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা ঘূর্ণায়মান আকারে ৬৪টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলছে।

সুরক্ষিত শিশু

১৮৮। সরকার শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদেরকে সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিশুদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ করা, খাদ্য ও পুষ্টির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রে আমরা আগামী বাজেটেও গুরুত্ব দেবো। কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যকৌশল বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় পুষ্টি-সংবেদনশীল পদ্ধতি এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে শিশুসহ দরিদ্র পরিবারগুলোর অগ্রাধিকারের বিষয়টি আমরা বিবেচনায় রাখছি। ইতোপূর্বে প্রণীত ‘বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭’, ‘২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন’, ‘নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন-২০২০’ এর কঠোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, নারী শ্রমিকের শিশুদের দিবাকালীন পরিচর্যা ও নিরাপত্তার নিমিত্ত ‘শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১’ প্রণীত হয়েছে এবং এরই মধ্যে দেশের ৬,১৬০টি শিল্প-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ‘শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র’ গড়ে তোলা হয়েছে।

১৮৯। নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুকল্যাণে সরকারের পরিকল্পনার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী বাজেটে আমরা পাঁচটি ব্যয়খাতকে গুরুত্ব

প্রদান করেছি। যেগুলো হচ্ছে: দুঃস্থ মাতাদের খাদ্য সহায়তা (ভিজিডি) কর্মসূচি, জীবন-চক্রভিত্তিক মাদার এন্ড চাইল্ড বেনিফিট প্রোগ্রাম, শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন কর্মসূচি, মহিলাদের জন্য কারিগরি, বৃত্তিমূলক, আয়বর্ধক ও উৎপাদনশীল প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ ও আইনগত সহায়তা প্রদান।

১৯০। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের জন্য ৪ হাজার ২৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ছিল ৪ হাজার ১৯০ কোটি টাকা।

পরিকল্পিত নগরায়ন ও আবাসন

মাননীয় স্পিকার

১৯১। সরকার পরিকল্পিত নগরায়ন ও আবাসন, পার্ক ও জলাশয় ব্যবস্থাপনা, যানজট ও জলাবদ্ধতা নিরসন এবং আশ্রয়ণের অধিকার নিয়ে কাজ করছে। রাজউকের আওতায় ২০১৬-২০৩৫ মেয়াদি ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের আওতায় ভূমিকম্পজনিত কারণে ঢাকা শহরের ভবনসমূহের Vulnerability Assessment এর কাজ চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় ‘প্রিপারেশন অফ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাস্টার প্ল্যান (২০২০-২০৪১)’ শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২০ বছর মেয়াদি ও চার স্তরবিশিষ্ট একটি কার্যকরী মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। এছাড়া, পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে ‘নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন’ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

১৯২। ঢাকায় কুড়িল-পূর্বাচল লিংক রোডের উভয়পার্শ্বে ১০০ ফুট খাল খনন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৪ লেন বিশিষ্ট ১২.৩ কি.মি. রাস্তাসহ ৫টি এ্যাট-গ্রেড ইন্টারসেকশন, ১৩টি আর্চ ব্রিজ ও ৪টি আন্ডারপাস নির্মাণ এবং ৬টি ব্রিজ প্রশস্তকরণ কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি, রাজউকের আওতায় ঢাকার নুতন বাজার এলাকা

হতে মাদানী এভিনিউ হয়ে বালু নদী পর্যন্ত ৪টি ব্রিজসহ প্রায় ৬.১৮ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে ৩৫টি খাল পরিষ্কার ও পুনঃখনন কাজ চলমান রয়েছে। চট্টগ্রামের লালখানবাজার হতে শাহ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৬.৫০ কি.মি. ফ্লাইওভার নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ১৫.২০ কি.মি. রিং রোড নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পথে রয়েছে।

১৯৩। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইটের বিকল্প হিসেবে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব ব্লক তৈরি উৎসাহিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি, পরিবেশবান্ধব Autoclave Aerated Concrete Panel তৈরির জন্য Pilot plant তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। ফলে ২০২৫ সালের মধ্যে ইটের ব্যবহার শূন্যের কোঠায় হ্রাসের সরকারি নীতি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করছি। এছাড়া, উন্নত বিশ্বের নির্মাণ প্রকৌশলের সাথে তাল মিলিয়ে অতি দ্রুত ভবন নির্মাণ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুউচ্চ ভবন নির্মাণ অগ্রাধিকার দেওয়া, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত নির্মাণসামগ্রীর সর্বোত্তম ব্যবহারপূর্বক দেশীয় প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল দ্বারা নির্মাণ শিল্পকে যুগোপযোগী ও টেকসই উন্নয়নের ধারায় পরিচালিত করা, পুরনো সরকারি ভবনসমূহকে প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুযায়ী ভূমিকম্প সহনীয় ব্যবস্থা বা রেট্রোফিটিং এর আওতায় আনা, জীবাশ্ম জ্বালানির ন্যূনতম ব্যবহার ও নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার বৃদ্ধিসহ সকল সরকারি ভবন পরিবেশ-বান্ধব, জ্বালানি-সাশ্রয়ী (Energy Efficient) ও সবুজ প্রযুক্তিসম্পন্ন (Green Technology) করে গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহনির্মাণ

১৯৪। আমরা রাষ্ট্রের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোতে তুলে আনার জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাসগৃহ নির্মাণ করে জমির চিরস্থায়ী মালিকানা দিয়ে দিচ্ছি। সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের আন্তরিক অংশগ্রহণের ফলে মুজিববর্ষে সরকারের এ বিশেষ উদ্যোগ রূপ নিয়েছে সামাজিক আন্দোলনে। একইভাবে মুজিববর্ষ উপলক্ষে

সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা’ কর্মসূচির আওতায় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ডিজাইন ও প্রাক্কলিত ব্যয়ে গৃহহীন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত পরিবারের জন্য গৃহনির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, এ প্রকল্পের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলায় বসবাসরত পরিবারসমূহকে গৃহ প্রদান করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬২,০১১টি পরিবারকে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে ১,১৩,৫৫৭টি পরিবারকে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় এর গুচ্ছগ্রাম (CVRP) প্রকল্পের মাধ্যমে ৭,৫৮৯টি পরিবারকে ২ শতাংশ খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানপূর্বক সর্বমোট ১,৮৩,১৫৭টি সেমি-পাকা একক গৃহ নির্মাণ করে দেয়ার জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। একটি ভূমিহীন পরিবারকে একটি ঘর দেয়ার মাধ্যমে শুধু দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসার অপার সম্ভাবনাই তৈরি হয়নি, এর মাধ্যমে একটি ছিন্নমূল পরিবার নিরাপদ বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, সুপেয় পানি, নারীর ক্ষমতায়ন বা নারীর অধিকারের মতো বিষয়গুলোতে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পেয়েছে।

ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম

মাননীয় স্পিকার

১৯৫। সরকার ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক স্টেডিয়াম, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিং পুলসহ বিভিন্ন ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন করে আসছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের ৮টি প্রকল্প চলমান রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ‘উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ’ প্রকল্প। পাশাপাশি, দক্ষ খেলোয়াড় তৈরির লক্ষ্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ, গ্রামীণ খেলাধুলার মানোন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ এবং ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণের মাধ্যমে প্রতিভামান খেলোয়াড় খুঁজে বের করে তাদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধুলার আয়োজন ও অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন, এসোসিয়েশন ও সংস্থাকে নিয়মিত আর্থিক অনুদান ও ক্রীড়াসামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। খেলাধুলাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে, যা বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকদের প্রদান করা হচ্ছে।

১৯৬। সরকার বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, নাটক ইত্যাদি সুকুমার শিল্পের সৃজনশীল উন্নয়ন ও বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। দেশজ সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিকাশ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সমকালীন শিল্প-সাহিত্যের গবেষণা, প্রদর্শন, প্রকাশনা, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চিহ্নিতকরণ, খনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের কপিরাইট সংরক্ষণসহ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন, একুশে পদক প্রদান এবং বাংলা নববর্ষসহ জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপনে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। প্রতি অর্থবছরে অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবী এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে সনাতন পদ্ধতির স্থলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হয়েছে। চলচ্চিত্র শিল্পীদের কল্যাণের জন্য ২০২১ সালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে।

১৯৭। হজ ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আমরা ‘ই-হজ ব্যবস্থাপনা’ প্রবর্তন করেছি। এছাড়াও, অনুমোদিত হজ ও ওমরাহ এজেন্সির ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ‘এজেন্সি প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ চালুসহ Licence Management System Platform প্রবর্তন করা হয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলায় ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে এবং এর অধীনে চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১০০টি এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১০০টি মডেল মসজিদ উদ্বোধনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের জনগুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ২,৫৯৫টি মসজিদ, ২,৫২৬টি কবরস্থান ও ২,৫৬০টি ঈদগাহ সংস্কার ও উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্টসমূহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের কল্যাণসহ সার্বিক কল্যাণ সাধন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

সরকার কাজ করছে। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে অসচ্ছল ব্যক্তিদের বরাদ্দ এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজায় বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু বা শ্রমণ ও অসহায় ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য তাদের ট্রাস্টের এনডাওমেন্ট তহবিলের মুনাফা হতে চার্চ, সিমেট্রি, উপাসনালয় ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়নের জন্য অনুদান হিসেবে দেওয়া হচ্ছে এবং শুভ বড়দিন উদ্‌যাপনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

অষ্টম অধ্যায়
সুশাসন ও সংস্কার

মাননীয় স্পিকার

১৯৮। কোভিড-১৯ অতিমারির প্রকোপ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক স্থবিরতা সৃষ্টি করলেও সময়োপযোগী ও দূরদর্শী নীতি-কৌশল অনুসরণের ফলে বাংলাদেশ উন্নয়নের ধারা সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নের এ ধারাকে টেকসই ও লাগসই করার জন্য প্রয়োজন সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, আর এর সুফল সকলের নিকট অর্থপূর্ণভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রয়োজন সুশাসন প্রতিষ্ঠা। আমি এ পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপের বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

বেসরকারি খাতের উন্নয়ন

১৯৯। একটি দেশের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হলো বেসরকারি খাত। কাজেই, বেসরকারি খাতকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য সরকার নিয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ। বৃহৎ শিল্পসমূহ যেন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণ এবং অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে সে লক্ষ্যে সরকারের প্রণোদনা এবং উপদেশমূলক পরিষেবা কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। এছাড়া, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের নানারূপ প্রণোদনা ও ঋণ সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২০০। বিনিয়োগ আকর্ষণসহ বেসরকারি খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সকল সেবা সমন্বিত করে একই প্লাটফর্ম হতে প্রদানের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার বিনিয়োগ সংক্রান্ত সেবাসমূহ উক্ত পোর্টালে পর্যায়ক্রমে যুক্ত করা হচ্ছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে ৩৯টি সংস্থার ১৫০টি বিনিয়োগ

সংক্রান্ত সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে বর্তমানে ১৯টি প্রতিষ্ঠানের ৫৮টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। অতি শীঘ্রই অবশিষ্ট সেবাসমূহ এ পোর্টালে সংযোজন করা হবে। কাস্টমস বন্ডেড অটোমেশনের কাজ চলমান রয়েছে, যা খুব শীঘ্রই শেষ হবে। এছাড়া, বন্ড লাইসেন্স নবায়ন সহজীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনার অটোমেশন

২০১। সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারি, অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, ডাক বিভাগের মাধ্যমে খতিয়ান এবং মৌজা ম্যাপ সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম স্বল্প সময়ে ও দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৩টি পাবর্ত্য জেলা ব্যতিত সারাদেশে মোট ৪৮৭টি উপজেলা ও সার্কেল ভূমি অফিস এবং ৩,৬১৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ই-নামজারি কার্যক্রম চালু হয়েছে। এর ফলে জনগণের সময়, খরচ, যাতায়াত, ভোগান্তি ও হয়রানি কমেছে। সেবা পোর্টাল (land.gov.bd) অথবা কল সেন্টার (১৬১২২) অথবা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) চালু করা হয়েছে। এগুলোর সহায়তায় পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় ভূমির মালিকগণ অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করে তাৎক্ষণিকভাবে কিউআর কোড সমৃদ্ধ দাখিলা পাচ্ছেন। অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থা সফলভাবে বাস্তবায়নের স্বীকৃতি হিসেবে সম্প্রতি বাংলাদেশ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ World Summit on the Information Society (WSIS) পুরস্কার লাভ করেছে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মাধ্যমে ই-পর্চা নাগরিকের ঠিকানায় পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, বিভিন্ন জনবহুল স্থানে কিয়স্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে জমির পর্চা প্রিন্ট করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি কলসেন্টার স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে জনগণ ভূমি সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ জানাতে এবং ভূমি সংক্রান্ত যে কোনো সেবা গ্রহণ করতে পারছে।

২০২। ভূমিসেবা সহজীকরণ ও এর মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-রেজিস্ট্রেশন ও ই-মিউটেশন ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে, সাব-রেজিস্ট্রার জমি রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে ডিজিটাল রেকর্ডরুম সিস্টেম হতে জমির রেকর্ড অনলাইনে যাচাই করতে পারবেন। একইভাবে রেজিস্ট্রেশনের সংগে সংগে

ডিজিটাল পদ্ধতিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজিস্ট্রেশন দলিল ও বিক্রীত জমির তথ্য ই-মিউটেশন সিস্টেমের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন, যার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নামপত্তন কার্যক্রম শুরু করা যাবে। এভাবে দেশব্যাপী ই-রেজিস্ট্রেশনের সংগে ই-মিউটেশনের সংযোগ স্থাপিত হলে মানুষের ভোগান্তি কমবে এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ হতে থাকবে। ফলে মামলা ও জাল-জালিয়াতির সুযোগও কমে আসবে।

২০৩। ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে অধিগ্রহণকৃত সকল জমি এবং সায়রাত মহাল সংক্রান্ত তথ্য অনলাইনে আপলোড করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জলমহাল, বালুমহাল, খাসজমি, অর্পিত সম্পত্তি, হাটবাজার, চা-বাগান, চিংড়িমহাল এবং অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সকল তথ্য এ 'ভূমি তথ্য ব্যাংক' এ সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফলে, বন্দোবস্ত প্রদানকৃত জমি, সায়রাত মহালের সকল তথ্য, সরকারি ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া, জমি অধিগ্রহণ ও বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণেও 'ভূমি তথ্য ব্যাংক' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ভূমি সংক্রান্ত অপরাধ হ্রাসের উদ্যোগ

২০৪। দেশের ফৌজদারি এবং দেওয়ানি মামলার সিংহভাগের উৎপত্তি ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে। এ সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার ভূমি সংক্রান্ত আইন-কানুন সংস্কার এবং বিভিন্ন নতুন আইন ও বিধি-বিধান তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ভূমি অপরাধ প্রতিকার ও প্রতিরোধ আইন এর খসড়া প্রণয়ন। এটি আইনে পরিণত হলে ভূমি সংক্রান্ত অপরাধের তাৎক্ষণিক বিচার সম্ভবপর হবে এবং ভূমি নিয়ে ফৌজদারি এবং দেওয়ানি মামলার সংখ্যা হ্রাস পাবে।

কৃষিজমি সুরক্ষার উদ্যোগ

২০৫। কৃষিজমি সুরক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে মৌজা ও প্লটভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং এর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় সারাদেশের জমির ব্যবহারের প্রকৃতি অনুযায়ী ডিজিটাল জোনিং করা

হবে। এ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে দেশের কৃষিজমি সুরক্ষার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে এবং জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

দুর্নীতি দমন

২০৬। দেশব্যাপী দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনে দুর্নীতির অস্পষ্ট এলাকাসমূহ (gray area) শনাক্তকরত সেগুলো দুর্নীতি দমন কর্মসূচির আওতাভুক্তকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বীয় কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে গোয়েন্দা ইউনিট গঠন করা হয়েছে যা পর্যায়ক্রমে জেলা কার্যালয়সমূহেও সম্প্রসারণ করা হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধ কর্মকৌশলের আলোকে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজের সৎ ও স্বচ্ছ ব্যক্তিদের নিয়ে দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ‘দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি’ গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, দুর্নীতি দমন কমিশনে ২৮০ জন জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কমিশনের সামগ্রিক কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গভাবে অটোমেশন করা হবে।

সরকারি সেবার ডিজিটালাইজেশন

২০৭। নাগরিক সেবা সহজলভ্য ও বিড়ম্বনামুক্ত করার লক্ষ্যে সকল সরকারি সেবা অনলাইনে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি দপ্তরে ২,৪২৫টি নাগরিক সেবার মধ্যে ১,৮৫১টি সেবার ইতোমধ্যে ডিজিটালাইজেশন হয়েছে। অবশিষ্ট নাগরিক সেবা ডিজিটালাইজ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, সরকারি প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল ডিভাইস, তথ্য সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ‘ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট এবং তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০২০’ জারি করা হয়েছে। ডিজিটাল কার্যক্রম মনিটরিং করার E-Service Monitoring Committee গঠন করা হয়েছে। সকল সরকারি সেবা এক প্লাটফর্মে প্রাপ্তির জন্য ‘একসেবা’ (Eksheba) এবং মোবাইল এ্যাপের মাধ্যমে সরকারি সেবা পাওয়ার জন্য My Gov চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আর্থিক খাতে সংস্কার

২০৮। ব্যাংক, পুঁজিবাজার, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক খাতের সংস্কার ও উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। তন্মধ্যে, আইনি কাঠামোর পরিবর্তন ও ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারাইজেশন উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে Core Banking Solution প্রচলন করা হয়েছে। অর্থ লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে 'পেমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস আইন, ২০২২' প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়েছে। সুরক্ষিত লেনদেন (অস্থাবর সম্পত্তি) আইন-২০২১ এবং ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ২০২১ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদের নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। এছাড়া, ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন ও দেউলিয়া বিষয়ক (সংশোধন) আইনসহ ব্যাংক ও বীমা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধি, প্রবিধি ইত্যাদি প্রণয়ন ও সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আত্মনির্ভরশীল ব্যাংকখাত গড়ে তোলার উদ্যোগ

২০৯। জনগণের করের টাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহে Capital injection এর মতো প্রথা দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। আমরা এ সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহকে আমরা উৎসাহিত করছি যেন তারা নিজেদের ব্যবসায় মডেল নতুন করে সাজিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। ফলে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো ক্রমেই আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছে। করোনা অতিমারির সময় সরকারি খাতের ব্যাংকসমূহে মুনাফা অর্জিত না হলেও তাদের অর্থযোগান দিতে হয়নি। অন্যদিকে ব্যাংকখাত হতে বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে করপোরেট কর আদায় হয়েছে প্রায় ৮ হাজার ৫০৯ কোটি টাকা। এ ছাড়াও, আর্থিক ক্ষেত্রে যে সকল আইনি সংস্কারের উদ্যোগের কথা আমি বলেছি, সেগুলো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে ব্যাংক খাতের ভিত্তি আরও মজবুত ও সুদৃঢ় হবে।

খেলাপি ঋণ হ্রাসে উদ্যোগ

২১০। দক্ষ ও আধুনিক ব্যাংকিং খাত গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে খেলাপি ঋণ অন্যতম

প্রতিবন্ধক। তাই ঋণ খেলাপি সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে একটি উন্নত ঋণ সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ভালো ঋণগ্রহীতাদের উৎসাহ প্রদান ও ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপিদের আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থাকে সরকার আরও জোরদার করছে। যারা যৌক্তিক কারণে ঋণখেলাপি হয়েছেন কিন্তু ব্যবসায় চালিয়ে নিতে চান, তাঁদের ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়া সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনতে এবং প্রকৃত ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় টিকে থাকার সুযোগ দানের লক্ষ্যে মাত্র ২ শতাংশ ডাউনপেমেন্টের ভিত্তিতে ঋণ পুনঃতফসিলের সুবিধা প্রদান করে 'ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট- সংক্রান্ত বিশেষ নীতিমালা-২০১৯' জারি করা হয়েছিল। এ সুযোগ গ্রহণ করে নির্ধারিত সময় অর্থাৎ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ১৩ হাজার ৩০৭ জন ঋণগ্রহীতা ঋণ নিয়মিত করেছেন।

সুদের হার যৌক্তিকীকরণ

২১১। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ব্যাংক ঋণের সুদ হার বাংলাদেশে তুলনামূলক বেশি থাকায় আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশি উদ্যোক্তাগণকে কিছুটা পিছিয়ে পড়তে হচ্ছিলো। অন্যদিকে, ঋণখেলাপি বাড়ার একটা অন্যতম কারণ ছিল উচ্চ সুদহার। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে বিগত অর্থবছরে ব্যাংক ঋণের সুদ হার এক অংকের (single digit) মধ্যে আনা হয়েছিল। এছাড়াও, ঋণপ্রবাহ বাড়াতে ও ব্যাংকে তারল্য ধরে রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন নীতিগত সুদহার কমানো হয়েছিল। ফলে, ঋণের গড় সুদহার মার্চ ২০২২ তে ৭.১১ শতাংশে নেমে এসেছে। আমানত ও ঋণের সুদহারের পার্থক্য ফেব্রুয়ারি ২০১১ সময়ের ৫.৬৮ শতাংশ থেকে মার্চ ২০২২ তে ৩.১০ শতাংশে নেমে এসেছে। সুদের হার কমানোর ফলে করোনা অতিমারিতেও ব্যাংক খাতের দক্ষতা বেড়েছে। ২০২১ সালে করোনা অতিমারির মধ্যেও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের মুনাফা ৯.৫ শতাংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য, মূল্যস্ফীতির সাম্প্রতিক উর্ধ্বগতি বিবেচনায় নিয়ে রেপো হার ৪.৭৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষার উদ্যোগ

২১২। সিস্টেমিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং এ বিষয়ক বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল্যায়ন স্টেক হোল্ডারদের নিকট তুলে ধরার নিমিত্ত অর্ধ-বার্ষিকভিত্তিতে বাংলাদেশ সিস্টেমিক রিস্ক ড্যাসবোর্ড প্রণয়ন করা হচ্ছে। আর্থিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য ঝুঁকি ও দুর্বলতা চিহ্নিতকরণের নিমিত্ত ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশন মডেল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আন্তঃব্যাংক লেনদেনের গতিপ্রকৃতি, ঝুঁকি এবং সংক্রমণ প্রভাব (Contagion Effect) নিরুপণের জন্য ইন্টারব্যাংক ট্রানজেকশন ম্যাট্রিক্স বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মারাত্মক স্ট্রেসজনিত পরিস্থিতিতে ব্যাংকসমূহ যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ও দক্ষতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, সে লক্ষ্যে তাদের আগাম প্রস্তুতির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি রিকভারি প্ল্যান প্রণয়ন করেছে।

‘কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রা’ চালুর বিষয়টি পরীক্ষা

২১৩। ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো ভার্চুয়াল মুদ্রার ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহার বিশ্বজুড়ে বাড়তে থাকায় এর বিকল্প হিসেবে বিশ্বের অনেক কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের নিজস্ব মুদ্রার ডিজিটাল সংস্করণ চালু করার লক্ষ্যে কাজ করছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাল মুদ্রা (Central Bank Digital Currency (CDBC) চালু করার মূল উদ্দেশ্য হলো ভার্চুয়াল লেনদেনের ক্ষেত্রে অর্থ আদান-প্রদান সহজতর করা এবং স্টার্টআপ ও ই-কমার্স ব্যবসায়কে উৎসাহ প্রদান। আমাদের সরকারের যুগোপযোগী পদক্ষেপের কারণে দেশে ইন্টারনেট ও ই-কমার্সের প্রসার ব্যাপক হারে বেড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে CDBC চালু করার লক্ষ্যে একটি ফিজিবিলিটি স্টাডি পরিচালনা করা হবে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিতকরণ

২১৪। সর্বস্তরের মানুষের মানসম্পন্ন আর্থিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সামাজিক সংহতি এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার National Financial Inclusion Strategy-Bangladesh (NFIS-B) প্রণয়ন করেছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো একটি বিস্তৃত ফ্রেমওয়ার্ক প্রদান করা, যার মাধ্যমে

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও অগ্রাধিকার নিরুপনের মাধ্যমে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা যায়। উক্ত স্ট্র্যাটেজির আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে NFIS National Council (NNC) গঠন করা হয়েছে। আশা করি, এ সকল পদক্ষেপ বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়ার ভিতকে আরও মজবুত করবে ।

২১৫। দেশে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ও এজেন্ট ব্যাংকিং এর মতো সেবা চালুর ফলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সহজ হয়েছে। তবে এমএফএস সেবাদাতা কোম্পানিসমূহের মধ্যে লেনদেনের ক্ষেত্রে ইন্টার-অপারেবিলিটি ব্যবস্থা না থাকায় উক্ত সেবা ব্যবহারকারীগণের সরাসরি আন্তঃলেনদেন সম্পন্ন করার সুযোগ ছিল না। সুতরাং, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকার দেশে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টার-অপারেবিলিটি ব্যবস্থা চালু করেছে এবং আন্তঃলেনদেনের ক্ষেত্রে নামমাত্র ফি ও চার্জ ধার্য করেছে।

২১৬। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে ব্যাপক ও দ্রুততর করার লক্ষ্যে ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপনের বিষয়টি পরীক্ষা করা হবে। উল্লেখ্য, উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভারতসহ এশিয়া অঞ্চলের কতিপয় দেশে ডিজিটাল ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রাথমিক বাস্তবায়ন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে। এরূপ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হলে তরুণ আইটি কর্মীদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (সিএমএসএমই) খাতের উন্নয়ন

২১৭। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃজন ও উদ্যোক্তা তৈরিকে উৎসাহিত করার জন্য কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। সিএমএসএমই ঋণ ও অগ্রিমের নীট স্থিতির পরিমাণ প্রতিবছর কমপক্ষে ১ শতাংশ বৃদ্ধিসহ আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে ন্যূনতম ২৫ শতাংশে উন্নীত করার জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। কেস-টু-কেস ভিত্তিতে নতুন উদ্যোক্তাদের সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা জামানতবিহীন

এবং সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতসহ পুনঃঅর্থায়ন বিবেচনা করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বীমা সেবার উন্নয়ন

২১৮। বীমা সেবাকে জীবনমুখী ও আপদ মোকাবেলার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচনে শস্য বীমা, গবাদি পশু বীমা, সরকারি কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে, শস্য বীমা চালু ও এর ব্যাপক প্রসারের জন্য সরকার উৎসাহ প্রদান করছে। এছাড়া, বীমার দাবি আদায় বিড়ম্বনা মুক্ত করার লক্ষ্যে বীমা খাতকে সম্পূর্ণ অটোমেশন করার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বীমার আওতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জোরদারকরণ ও জাতীয় সঞ্চয়ে অবদান রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

মাননীয় স্পিকার

জাতীয় সামাজিক বীমা স্কিম

২১৯। দেশে জাতীয় সামাজিক বীমা কর্মসূচি চালুর লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে Bangladesh National Social Insurance Scheme বিষয়ে একটি গবেষণা পরিচালিত হয়েছে, যাতে দেশে চার ধরনের সামাজিক বীমা ক্রমান্বয়ে চালুর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে, বেকারত্ব বীমা, ম্যাটারনিটি বীমা, অসুস্থতাজনিত বীমা এবং Employment injury বীমা। তন্মধ্যে কর্মক্ষেত্রে আঘাতজনিত ক্ষতি হতে শ্রমিকদের সুরক্ষাপ্রদানের জন্য Employment injury স্কিমের একটি পাইলট চালুর লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ

২২০। ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় বৃদ্ধকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয়ভাবে একটি সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তনের অঙ্গীকার করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে সরকার কর্তৃক প্রণীত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রে একটি ব্যাপকভিত্তিক সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক পেনশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছিল। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় আমি সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তনের ঘোষণা দিয়েছিলাম। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা দিচ্ছি যে, সরকার আগামী অর্থবছরে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২২১। বাংলাদেশের শ্রম বাজারের ৮৫ শতাংশ জনবলই অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত এবং প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো না থাকায় বৃদ্ধকালে তাদের জীবনযাপনে অনিশ্চয়তা দেখা দেবার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান। ২০০০ সালে দেশের শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৭ লক্ষ যা ২০১৮ সালে ৬ কোটি ৩৫ লক্ষে পৌঁছেছে। ২০০০ সালে প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৮.৬ লক্ষ যা ২০১৮ সালে ৯০ লক্ষ ছাড়িয়েছে। ২০২০ সালে বাংলাদেশে ষাটোর্ধ্ব জনসংখ্যা ছিল ১.২০ কোটি যা ২০৪১ সালে ৩.১০ কোটি এবং ২০৬১ সালে ৫.৫৭ কোটিতে দাঁড়াবে। প্রত্যাশিত গড় আয়ু বর্তমানে ৭৩ বছর যা ২০৫০ সালে ৭৯.৯ বছর এবং ২০৭৫ সালে ৮৪.৩ বছর হবে। আগামী তিন দশকে অবসরের পরও ২০ বছর আয়ু থাকবে। বর্তমানে নির্ভরশীলতার হার (Dependency Ratio) ৭.৭ শতাংশ যা ২০৫০ সালে ২৪.০ শতাংশ এবং ২০৭৫ সালে ৪৮ শতাংশে উন্নীত হবে। প্রত্যাশিত গড় আয়ু বৃদ্ধির কারণে ধীরে ধীরে বয়স্ক জনসংখ্যা বাড়তে থাকবে। আমাদের দেশে একান্নবর্তী পরিবারের মাধ্যমে বয়স্ক ব্যক্তিবর্গের জন্য গ্রামে যে সামাজিক সুরক্ষাসহ নিরাপত্তাবলয় ছিল তা ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। একক পরিবারে বসবাস বৃদ্ধি পাবার কারণে বয়োবৃদ্ধদের নিরাপত্তা ক্রমান্বয়ে হুমকির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

২২২। বাংলাদেশে বর্তমানে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর তুলনায় কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক বেশি বিধায় একটি সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি চালু করাটা এখন সময়ের দাবি। সরকার বয়স্ক ও দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতায় সামাজিক সুরক্ষাকল্পে প্রায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ সুবিধাভোগীকে সহায়তা প্রদান করছে। সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারকে বিবেচনায় নিয়ে বয়স্ক ও দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য একটি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিত করার জন্য সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২২' প্রণয়নের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আইনের খসড়াও ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০২২ সালের মধ্যেই উল্লিখিত আইনটি মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে- ইনশাল্লাহ। সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। ফলে, ভবিষ্যতে বর্তমানে চলমান সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম ধীরে ধীরে সংকুচিত করে আনার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক বন্ড ইস্যু

২২৩। ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের সুযোগ দিতে শরীয়াহ্ বন্ড (সুকুক) প্রবর্তন করা হয়েছে। সুকুক ইস্যুর লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। সুকুক ইন্সট্রুমেন্ট চালু করার ফলে শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের সরকারি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৮,০০০ কোটি টাকা মূল্যের সুকুক বন্ড ইস্যু করা হয়েছে। চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরেও ১০,০০০ কোটি টাকা মূল্যের সুকুক বন্ড ইস্যু করা হয়েছে। এ উদ্যোগে বন্ড মার্কেটের গভীরতা ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে, যা দেশের আর্থিক খাতের উন্নতিতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে।

পেনশন অটোমেশন

মাননীয় স্পিকার

২২৪। দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরি আইবাস++ (সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি) এর মাধ্যমে সকল সিভিল প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও রেলওয়েতে বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন ও হিসাব প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আইবাস++ এর সহায়তায় সরকারি কর্মচারীদের অনলাইনে বেতন বিল দাখিল ও বেতন প্রদান ইএফটি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। আইবাস++ প্রক্রিয়ায় একটি অন্যতম সংযোজন হলো পেনশনারদের পেনশন ইএফটি'র মাধ্যমে প্রদান। এজন্য পেনশনারদের ডাটাবেজ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর পাশাপাশি শতভাগ পেনশনারদের মাসিক পেনশন ইএফটির আওতায় আনা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে সরকারি অর্থের অপচয় রোধ ও পেনশনারদের পেনশন প্রাপ্তি বিড়ম্বনামুক্ত হয়েছে।

সরকারি সকল ব্যয় একটিমাত্র হিসাবের আওতাভুক্তি

২২৫। সরকারি ব্যয় সাশ্রয় এবং উক্ত ব্যয়ে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার সর্বদা সচেষ্ট। সরকারি ব্যয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে সকল সরকারি ব্যয় Treasury Single Account (TSA) এর আওতায় আনার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এখন থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি সকল আধা সরকারি, স্বায়ত্ত্বশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সরকারি বরাদ্দের সকল অর্থ Treasury Single Account (TSA) এর মাধ্যমে সম্পন্নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে, সুদ পরিশোধ বাবদ সরকারি ব্যয় হ্রাসসহ সরকারি অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা বাড়বে।

সরকারি নগদ হস্তান্তর শতভাগ জি-টু-পিতে আনয়ন

২২৬। আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভুক্ত সুবিধাভোগীদের ভাতা প্রদান শতভাগ জি-টু-পি পদ্ধতির আওতায় আনার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬০ শতাংশের বেশি পরিশোধ উক্ত পদ্ধতির আওতায় চলে এসেছে। এছাড়াও, iBAS-এ 'জি-টু-পি' ভিত্তিক একটি ইউনিফর্ম সোস্যাল রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী, মাতৃত্বকালীন ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তিসহ সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নগদ হস্তান্তর এ প্রক্রিয়ায় দ্রুত প্রেরণ করা হচ্ছে। সরাসরি প্রকৃত উপকারভোগীর নিকট সরকারি হস্তান্তর প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়েছে এবং নগদ অর্থ হস্তান্তরের কার্যকারিতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি সঠিক উপকারভোগীকে চিহ্নিত করে সঠিক সময়ে ঝামেলা মুক্তভাবে সরকারের নগদ অর্থ হস্তান্তর নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

অটোমেটেড চালান ব্যবস্থা চালু

২২৭। সরকারি সেবাপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দানে প্রচলিত চালান ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে অটোমেশন করা হয়েছে। প্রবর্তন করা হয়েছে এ-চালান (Automated Challan) ব্যবস্থা। এতে করে সরকারি সেবা প্রত্যাশীগণ কোনো বিড়ম্বনা ব্যতিরেকে ঘরে বসেই ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ও ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অনলাইনে চালান জমা দিতে পারছেন। এছাড়া দেশের তফসিলি ব্যাংকসমূহের সকল শাখার কাউন্টারে (Over the Counter) চালান জমা দেওয়া যাচ্ছে। ফলে, সরকারি যে কোনো সেবার বিপরীতে ফি প্রদান প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে এবং বিড়ম্বনা হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া, চালানের অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিত হচ্ছে। এতে একদিকে সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তিতে সময়ক্ষেপণ বন্ধ হচ্ছে, অন্যদিকে সেবা প্রত্যাশীগণের সন্তুষ্টি বাড়ছে। ফলে সরকারের নগদ ব্যবস্থাপনায় (Cash Management) ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

সঞ্চয়পত্র বিক্রয় ব্যবস্থাপনার সংস্কার

২২৮। স্বল্প-আয়ের লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উচ্চ সুদ হারের সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ব্যবস্থা রাখা হলেও অনেক উচ্চ-আয়ের বিনিয়োগকারীগণ এ স্কিমসমূহের সুবিধা

নিচ্ছিল বেশি। সে কারণে আমরা ইতঃপূর্বে বিক্রয় ব্যবস্থাপনা অটোমেশন করেছিলাম। যার ফলে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ক্ষমতা সীমিত হয়েছে। এছাড়াও, সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর ও TIN নম্বর প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এখাতে সংস্কার প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সঞ্চয়পত্র হতে প্রাপ্ত মুনাফার উপর নির্ভরশীল স্বল্প-আয়ের মানুষের স্বার্থ সমুন্নত রেখে ১৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সীমাভেদে ১ থেকে ২ শতাংশ পর্যন্ত মুনাফার হার কমানো হয়েছে। এতে করে সঞ্চয়পত্র বাবদ সরকারের সুদ ব্যয় কমলেও ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীগণের ক্ষেত্রে মুনাফার হার একই থাকবে।

নবম অধ্যায়
রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম

মাননীয় স্পিকার

২২৯। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেরও মোট বাজেট ব্যয়ের সিংহভাগ যোগান আসবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আহরণ করে থাকে। বাজেটের আকার বিবেচনায় নিয়ে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। রাজস্ব আহরণকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত কর রাজস্ব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্ব এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব। আমাদের মোট রাজস্বের প্রায় ৮৫ শতাংশ আহরণ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। রাজস্ব আহরণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও দেশে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ব্যবসার ক্ষেত্র বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আয়কর, শুল্ক ও মূসক প্রদানে অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত হারে প্রদানের সুবিধা দেওয়া আছে। আমাদের কর জিডিপির অনুপাত তুলনামূলক কম হলেও প্রতিবছর রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

২৩০। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মার্চ মাস থেকে কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে ব্যবসা বাণিজ্যে বিরূপ পরিবেশ বিদ্যমান থাকলেও চলতি অর্থবছরের এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত আমাদের এনবিআর কর রাজস্বে প্রবৃদ্ধি ১২.১২ শতাংশ। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তবে পুরো অর্থবছরই করোনা মহামারির কারণে ব্যবসা বাণিজ্যের গতি মন্থর ছিল। এ বৈশ্বিক মহামারি মোকাবেলা করে আমরা অর্থনীতি এবং জিডিপির গতি ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। তবে আগামি অর্থবছরেও দেশের অর্থনীতি একেবারে স্বাভাবিক হবে না মর্মে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। বৈশ্বিক করোনা অতিমারি, বিশ্ব বাণিজ্যে মন্দা ও অস্থিতিশীল বিশ্ব বাণিজ্যকে বিবেচনায় নিয়েই আমরা আগামী রাজস্ব নীতি প্রণয়ন করতে যাচ্ছি। ব্যবসা বাণিজ্যে কোভিডের প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে রাজস্ব

আহরণের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনীতির গতি বৃদ্ধির বিষয়সমূহকে এবারের রাজস্ব বাজেটে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২৩১। বৈশ্বিক অতিমারির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনকে সামনে নিয়ে রাজস্ব প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। একই সাথে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রস্তুতি গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা, স্থানীয় শিল্পের বিকাশ, প্রতিরক্ষণ ও বাণিজ্য সহজীকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী ও ভারী শিল্পের বিকাশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, Made in Bangladesh শ্লোগান অব্যাহত রাখাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশীয় শিল্প, বাণিজ্য ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা, ব্যবসায়ী সংগঠন ও স্টেকহোল্ডারগণ হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা করে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটে আমদানি শুল্ক-কর বিষয়ে প্রণীত প্রস্তাব আমি এখন আপনার মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৩২। বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সুখী ও সমৃদ্ধ উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে, দেশের চলমান উন্নয়নকে টেকসই করতে কর-জিডিপি অনুপাত বাড়ানোর বিকল্প নেই। কর জিডিপির অনুপাতের উন্নতিতে কর অব্যাহতি অন্যতম বড় প্রতিবন্ধকতা। প্রতিটি কার্যক্রম, তা প্রকল্প বাস্তবায়ন হোক বা কোন মেরামত, সংরক্ষণ বা পরিচালনার বিষয়, যে পণ্যদ্রব্য বা উপাদান সংগ্রহ বা ক্রয় করা হবে সেগুলোর জন্য শুল্ক রেয়াতে অব্যাহতির আবেদন করার পরিবর্তে কত কর, কোন খাতে দিতে হবে (মূসক, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক বা আয়কর), তার হিসাব করে প্রয়োজনীয় অর্থ বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সেই বরাদ্দ থেকে শুল্ক, কর ইত্যাদি পরিশোধ করতে হবে। অস্বাভাবিক কোন কারণ ব্যতীত SRO জারী করা আমরা পরিহার করবো। এর ফলে বাজেট ঘাটতি আশানুরূপ কমে যাবে

এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আসবে। অব্যাহতি প্রাপ্ত কর আদায় করা হলে, প্রকৃত কর-জিডিপি অনুপাত অনেকাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নকে অধিক মাত্রায় ত্বরান্বিত করা সম্ভব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মাননীয় স্পিকার

২৩৩। আমদানি পর্যায়ের শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে

- করোনাভাইরাস এর ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক অতিমারিতে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়;
- রপ্তানিমুখী শিল্প বহুমুখীকরণ এবং তার পশ্চাদ শিল্পে প্রণোদনা;
- স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, ইলেকট্রনিক্স, আইসিটি খাত ও ভারী শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন;
- ব্যবসা সহজীকরণ ত্বরান্বিত করা;
- বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নয়ন এবং
- স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণে আমদানি পর্যায়ের শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব (মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর) আহরণ বৃদ্ধি।

মাননীয় স্পিকার

২৩৪। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন আয়কর, শুল্ক ও মূসক বিভাগকে automated এবং digitalized করার মাধ্যমে করদাতা, ব্যবসায়ী এবং জনগনকে সহজ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সেবা প্রদানের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে গৃহীত সংস্কারমূলক ব্যবস্থার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে। কর প্রদানের ক্ষেত্রে চালুকৃত ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট (e-payment) করদাতাগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। e-payment এ অর্থ বিভাগের অটোমেটেড চালান তথা A-Challan ব্যবহার করে ১২টি তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে অনলাইনে এবং ৪৬টি তফসিলি

ব্যাংকের মাধ্যমে অফলাইনে তথা Over the Counter (OTC) এ সরকারি কোষাগারে রাজস্ব জমা করা যাচ্ছে। করদাতাগণ এখন বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকে না গিয়ে ঘরে বসে নিজ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সুবিধাজনক সময়ে সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকে কর পরিশোধ করতে পারছেন।

২৩৫। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ উৎসই হচ্ছে রাজস্ব আহরণের প্রধান ক্ষেত্র। উদ্ভুত পরিস্থিতি বিবেচনায় করহার না বাড়িয়ে বরং ক্ষেত্রবিশেষে করহার যৌক্তিকীকরণ করে কর ব্যবস্থার সংস্কার, কর ভিত্তি সম্প্রসারণ, e-TIN ধারীদের রিটার্ন প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণ তথা স্বেচ্ছা পরিপালনের মাধ্যমে সক্ষম করদাতাগণকে করনেটে আনা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আয়কর বিভাগ কর্তৃক Non-filer Company এর রিটার্ন দাখিলের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। করদাতা কোম্পানী কর্তৃক দাখিলকৃত নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর সঠিকতা নিরূপণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) এর যৌথ উদ্যোগে চালুকৃত Document Verification System (DVS) সফল ভাবে চলমান রয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে করদাতা কোম্পানী কর্তৃক প্রদর্শিত আয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের মধ্যে তথ্য বিনিময়, Data Pulling, Data Storing এবং তথ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের System integration এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং তথ্য আদান প্রদান হচ্ছে। এই কার্যক্রমের ফলে নতুন করদাতা সনাক্তকরণ এবং করফাঁকি উদঘাটন করে অনাদায়ী কর আদায় করা হচ্ছে। এছাড়াও উৎসে কর কর্তন ও সংগ্রহ তদারকির জন্য চালু করা হয়েছে e-TDS সিস্টেম। করদাতাগণ যাতে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারেন তার জন্য e-filing ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে করদাতাগণের আয়কর রিটার্ন দাখিল সহজ হয়েছে এবং নতুন করদাতার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, রাজস্ব ভিত্তি শক্তিশালী হবে যা রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

মাননীয় স্পিকার

২৩৬। মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি সহজীকরণ করে আন্তর্জাতিক রীতি নীতি ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই আইনকে অধিকতর কার্যকর ও অনলাইনভিত্তিক করার লক্ষ্যে গৃহীত VAT Online Project নামক প্রকল্পের কার্যক্রমও সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। অনলাইনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন ও দাখিলপত্র পেশকরণ এ ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। ভ্যাটের নিবন্ধন থেকে শুরু করে রিটার্ন দাখিলসহ সকল কার্যক্রম এখন অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়। ইতোমধ্যে সাড়ে তিন লক্ষাধিক করদাতা অনলাইনে নতুন ১৩ ডিজিটের নিবন্ধন গ্রহণ করেছে এবং ৭৩ শতাংশ দাখিলপত্র অনলাইনে দাখিল হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

২৩৭। বিশ্বব্যাপী কাস্টমস্ ব্যবস্থাপনায় অনুসৃত International Best Practices বিবেচনায় নিয়ে একটি নতুন কাস্টমস্ আইন, ২০২১ প্রণয়নের লক্ষ্যে ভেটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আইনটি পাশের জন্য শীঘ্রই মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হবে। কাস্টমস্ বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক আগেই শুরু হয়েছে। কাস্টমস্ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ওয়েবভিত্তিক ASYCUDA World System চালু রয়েছে। এই সিস্টেমের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংকসহ সকল তফসিলি ব্যাংক, বেপজা, সিসিআইএন্ডই, বিআরটিএ, IATA, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষসহ অনেক স্টেকহোল্ডারের সাথে কম্পিউটার সিস্টেমের ইন্টারফেসিং সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে ই-এলসি ব্যবস্থাপনা মনিটরিং, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ, ডেঞ্জারাস কার্গো মনিটরিং, মেনিফেস্ট ডাটা শেয়ারিং এর মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়ন ও কন্টেইনার ম্যানেজমেন্ট সহজ হয়েছে। এছাড়াও, পেপারলেস কাস্টমস্ ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো (NSW), বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ, অথরাইজড ইকনোমিক অপারেটর ব্যবস্থা, অটোমেটেড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে

কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট স্থাপন, ইত্যাদি আধুনিকায়ন কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ সকল কর্মসুচি বাস্তবায়ন হলে দ্রুততম সময়ে পণ্য খালাস সম্ভব হবে; যা আমদানি-রপ্তানিতে গতিশীলতা আনবে মর্মে আশা করা যায়।

মাননীয় স্পিকার

২৩৮। রাজস্ব প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত নানাবিধ সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন সকল প্রশিক্ষণ একাডেমিকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সেবার মান উন্নয়ন এবং করের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ রাজস্ব প্রশাসনের সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যুগোপযোগী করনীতি, দক্ষ কর ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায়ীসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

দশম অধ্যায়
আয়কর, মূল্য সংযোজন কর এবং আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক

মাননীয় স্পিকার

প্রত্যক্ষ কর: আয়কর

২৩৯। প্রত্যক্ষ কর তথা আয়কর হচ্ছে দেশের অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ চালিকা শক্তি যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা বিধানে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত মোট রাজস্বে আয়করের অবদান শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ। সাম্প্রতিক বছরসমূহে করোনা অতিমারি দূর্যোগের মাঝেও আয়কর খাতে রাজস্ব আহরণের গড় প্রবৃদ্ধি ১৬ শতাংশের অধিক যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। ২০১৩ সালকে ভিত্তি বছর ধরা হলে করনেট সম্প্রসারণ এর অর্জিত প্রবৃদ্ধি ৫৭৪ শতাংশ যা এ বাজেটে গৃহীত কার্যক্রমের ফলে আরও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রেক্ষাপট, তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণে দেশের বা সমাজের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অনুষঙ্গ হিসেবে জনগণের মাঝে আর্থিক ও সামাজিক বহুমাত্রিক অসমতা বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্বের যোগান, সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন এবং সার্বিকভাবে একটি কল্যাণমূখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সম্পদের পুনর্বণ্টনের (redistribution of wealth) মাধ্যমে আয়ের অসমতা হ্রাস এবং সাম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা আয়কর আরোপের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। কল্যাণমুখী ও জনবান্ধব কর আইন প্রণয়ন এ লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার। কোভিড-১৯ এ পর্যুদস্ত বিশ্বব্যবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবেলা এবং একইসাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের উন্নয়নে সরকারের সাফল্য বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে কোভিড-১৯ পরবর্তী বৈশ্বিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি

মোকাবেলায় সার্বিক ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব কর নীতি, কর আইনের যথাযথ প্রয়োগ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা দূরীকরণ ও তথ্যপ্রযুক্তিবান্ধব নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৪০। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে দেশে একটি শক্তিশালী কর সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে করদাতা, ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব কর নীতি অনুসরণ করে চলেছে। এ নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ক্রমান্বয়ে করের বোঝা কমিয়ে অর্থনীতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ এবং কর জিডিপির অনুপাত বাড়ানো ও করদাতাদের মাঝে কর প্রতিপালনের আগ্রহ বৃদ্ধি করা। আপনি অবগত আছেন যে, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ছিল মাত্র ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, যা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। পরবর্তী অর্থবছরেও উক্ত সীমা বহাল রাখা হয়েছে। নারী করদাতা, সিনিয়র করদাতা, প্রতিবন্ধী করদাতা, তৃতীয় লিঙ্গ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য করমুক্ত আয়ের এই সীমা আরও বেশি। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে স্টক মার্কেটে নন-লিস্টেড কোম্পানির করহার ছিল ৩৭.৫ শতাংশ, যা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব প্রণয়নের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে যা আমার বক্তব্যের পরবর্তী অংশে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া, অনুসৃত কর নীতির আলোকে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত স্টক মার্কেটে লিস্টেড কোম্পানি এবং ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের করহার ২৭.৫ শতাংশ ও ৪২.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে যথাক্রমে ২২.৫ শতাংশ ও ৩৭.৫ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে। সরকারের এই যুগোপযোগী কর নীতির ফলশ্রুতিতে করদাতাদের মধ্যে যেমন কর পরিপালনে আগ্রহ তৈরি হয়েছে, তেমনি দেশে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণও বেড়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৪১। আমি এ পর্যায়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য আয়কর সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আপনার মাধ্যমে এ মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪২। বাংলাদেশে বর্তমানে বেসরকারি বিনিয়োগ ও জিডিপি অনুপাত হলো ২৩ শতাংশ। উন্নত বিশ্বের কাতারে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সরকার এ অনুপাত বৃদ্ধির নিমিত্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কর্পোরেট করহার হ্রাসের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ ও জিডিপি অনুপাতের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। বর্তমানে অনুসৃত ব্যবসাবান্ধব সরকারি বিভিন্ন নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি করহার দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও কর সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অর্থনীতিতে নগদ লেনদেন (Cash transaction) এর প্রাধান্য রাজস্ব আহরণের অন্যতম অন্তরায়। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নগদ লেনদেন হ্রাস করা গেলে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণসহ সমতাভিত্তিক এবং কল্যাণমুখী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এ বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে বিগত ২০২১ সালের অর্থ আইনে কর্পোরেট করহার ৩২.৫০ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে হ্রাস করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কর্পোরেট করহার আরও কমানোর প্রস্তাব করছি। এক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রাপ্তি ও আয় অবশ্যই ব্যাংক স্থানান্তরের মাধ্যমে গৃহীত হতে হবে এবং ১২ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় ও বিনিয়োগ অবশ্যই ব্যাংক স্থানান্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে এ শর্তে আমি নন-লিস্টেড কোম্পানির করহার ৩০ শতাংশ হতে ২৭.৫ শতাংশে হ্রাস এর প্রস্তাব করছি। এছাড়া, অর্থনীতির অধিকতর আনুষ্ঠানিকীকরণ এবং এক ব্যক্তি কোম্পানির (OPC) প্রতিষ্ঠা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এক ব্যক্তি কোম্পানির করহার ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২২.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশের অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর

মাধ্যমে হস্তান্তর হলে তালিকাভুক্ত কোম্পানির জন্য করহার ২২.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। তবে এক্ষেত্রে ১০ শতাংশ বা তার কম শেয়ার আইপিও এর মাধ্যমে হস্তান্তরকারী লিস্টেড কোম্পানির কর হার ২২.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া, পূর্বোক্ত শর্ত পরিপালনে ব্যর্থতায় তালিকাভুক্ত কোম্পানির করহার ২২.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪৩। ব্যক্তি-শ্রেণির করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নরূপ কর্পোরেট করহার প্রস্তাব করছি-

কোম্পানি ও অন্যান্য করহার:

বিবরণ	**বিদ্যমান ২০২১-২০২২ অর্থবছর**	**প্রস্তাবিত ২০২২-২০২৩ অর্থবছর**	*** শর্ত পরিপালনের ব্যর্থতায় প্রস্তাবিত করহার**
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশের অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২২.৫%	২০%	২২.৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশ বা ১০ শতাংশের কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২২.৫%	২২.৫%	২৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ কোম্পানি	৩০%	২৭.৫%	৩০%
এক ব্যক্তি কোম্পানি	২৫%	২২.৫%	২৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৩৭.৫%	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ-ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৪০%	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়

বিবরণ	বিদ্যমান ২০২১-২০২২ অর্থবছর	প্রস্তাবিত ২০২২-২০২৩ অর্থবছর	* শর্ত পরিপালনের ব্যর্থতায় প্রস্তাবিত করহার
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানি	৪৫% (+) ২.৫ % সারচার্জ	৪৫% (+) ২.৫ % সারচার্জ	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪০%	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪৫%	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
ব্যক্তি-সংঘের করহার	৩০%	২৭.৫%	৩০%
কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা ও অন্যান্য করযোগ্য সত্তার করহার	৩০%	২৭.৫%	৩০%
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ	১৫%	১৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
শর্ত: সকল প্রকার প্রাপ্তি ও আয় অবশ্যই ব্যাংক স্থানান্তরের মাধ্যমে গৃহীত হতে হবে এবং ১২ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় ও বিনিয়োগ অবশ্যই ব্যাংক স্থানান্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।			

মাননীয় স্পিকার

২৪৪। বর্তমান সরকার ব্যবসা সহজীকরণ ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সরবরাহ পর্যায়ে ব্যবসা ভেদে উৎসে করের ভিন্ন ভিন্ন হার বিদ্যমান থাকার ফলে ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবসায়ী করদাতাদের কার্যকর কর হার অত্যধিক হয়ে থাকে। এ সমস্যা লাঘবের নিমিত্ত ট্রেডিং পণ্য সরবরাহের ওপর উৎসে কর কর্তনের হার ৭ শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশ এবং সরকারি সরবরাহ ব্যতীত বই সরবরাহের ওপর উৎসে কর কর্তনের হার ৭ শতাংশ হতে কমিয়ে ৩ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। শিল্প কারখানায় উৎপাদন ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে

উৎপাদকগণের নিকট কাঁচামাল সরবরাহের ওপর উৎসে কর কর্তনের হার ৭ শতাংশ হতে কমিয়ে ৪ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪৫। বর্তমান সরকারের কর নীতির লক্ষ্য হচ্ছে কর ভিত্তি সম্প্রসারণের পাশাপাশি করহার ক্রমাগত যৌক্তিকীকরণ করা। এ নীতির অংশ হিসেবে নিবাসী করদাতা বাংলাদেশে কতিপয় সেবা প্রদান করলে উক্ত সেবার বিপরীতে প্রাপ্ত অর্থের ওপর উৎসে কর কর্তনের হার ১২ শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া, বন্দর এর কার্যক্রমের আওতায় Stevedoring/berth operation commission এর ন্যায় terminal operation/ship handling operation ব্যবসা হতে প্রাপ্ত গ্রস বিলের ওপর ৫ শতাংশ হারে উৎসে কর আরোপের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪৬। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, অর্থনীতির আনুষ্ঠানিকীকরণ, ব্যবসায় কর পরিপালন সহজীকরণ জাতীয় অর্থনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অভীষ্ট। এ লক্ষ্যে আমি নিম্নরূপ প্রস্তাবসমূহ পেশ করছি

ক) বিনিয়োগজনিত আয়কর রেয়াতের হার রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের ১৫ শতাংশ করা;

খ) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবসার সার্ভিস চার্জকে উৎসে আয়করের আওতা বর্হিভূত রাখা;

গ) বিদ্যমান আইনে ব্যবসায়ের Pre-commencement expenditure খরচ হিসেবে দাবী করার বিধান না থাকায় এই খরচ অ্যামোর্টাইজেশনের বিধান প্রবর্তন করা;

ঘ) বিদ্যমান আইনে Research and Development খাতে ব্যয় অনুমোদনের সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকায় উক্ত খাতকে সংজ্ঞায়িত করে এ খাতের ব্যয় অনুমোদনযোগ্য করা;

ঙ) পারকুইজিট খাতে অনুমোদনযোগ্য ব্যয়সীমা ৫ লক্ষ ৫০ হাজার হতে ১০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা;

চ) Workers' Profit Participation Fund (WPPF) এ কোম্পানির অনুদানকে খরচ হিসেবে অগ্রাহ্যের বিধান করা। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী WPPF এ অনুদানের বিধান রয়েছে এবং কোম্পানির কর পরবর্তী মুনাফা হতে এটি প্রদেয়;

ছ) আয়কর আইনে ক্ষতি সমন্বয় ও জেরটানার সুস্পষ্ট বিধান থাকায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের রিজার্ভকে অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য করা;

জ) কর জাল (Tax net) সম্প্রসারনের লক্ষ্যে হোটেল, রিসোর্ট, কমিউনিটি সেন্টার এবং ট্রান্সপোর্ট এজেন্সিকে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা;

ঝ) হাঁস-মুরগির খামার এবং সকল হ্যাচারি ও মৎস চাষ হতে উদ্ভুত আয়ের ওপর অভিন্ন কর হার আরোপ করা।

মাননীয় স্পিকার

২৪৭। বর্তমান সরকার দেশের প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সমাজ এবং অর্থনীতির মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অন্যতম একটি বৃহৎ অংশ হচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ। এ জনগোষ্ঠী অন্যদের চেয়ে আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে আছে এবং তারা সমাজের মূলধারার বাইরে রয়েছে। কর্মক্ষম ও পিছিয়ে পড়া এ জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে পারলে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের কর্মসংস্থান, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আত্তীকরণের লক্ষ্যে আমি মহান এ সংসদে বর্তমানে চালুকৃত বিশেষ কর প্রণোদনাকে আরও প্রসারিত করার প্রস্তাব করছি। বর্তমানে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের ন্যূনতম ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ করলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫ শতাংশ কর রেয়াত প্রদান এবং যদি কোনো প্রতিষ্ঠান তার মোট কর্মচারীর ১০ শতাংশ বা ১০০ জনের অধিক তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয় তবে উক্ত কর্মচারীদের পরিশোধিত বেতনের ৭৫ শতাংশ বা প্রদেয়

করের ৫ শতাংশ, যেটি কম, তা নিয়োগকারীকে কর রেয়াত হিসেবে অনুমোদনের বিধান চালু রয়েছে। বর্তমান বিধান সংশোধনপূর্বক উভয় ক্ষেত্রে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান তার মোট কর্মচারীর ১০ শতাংশ বা ২৫ জনের অধিক প্রতিবন্ধী বা তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয় তবে উক্ত কর্মচারীদের পরিশোধিত বেতনের ৭৫ শতাংশ বা প্রদেয় করের ৫ শতাংশ, যেটি কম, তা নিয়োগকারীকে কর রেয়াত হিসেবে অনুমোদনের প্রয়োজনীয় বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪৮। বর্তমান যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) যুগ। সরকার আইসিটি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্নকে বহুমাত্রিক রূপ দেয়ার নিমিত্ত স্টার্ট-আপ উদ্যোগকে বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত বাজেটে স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের জন্য কেবলমাত্র আয়কর রিটার্ন দাখিল ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার রিপোর্টিং এর বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি এবং স্টার্ট-আপ কোম্পানির লোকসান ৯ বছর পর্যন্ত সমন্বয় এর বিধান প্রস্তাব করছি। এছাড়াও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যবসার প্রসার এর জন্য স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ব্যয় সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার ও টার্নওভার করহার ০.৬০ শতাংশ এর পরিবর্তে ০.১ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৪৯। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ও চলমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। এ অবস্থায় আগামী অর্থবছরে আমাদেরকে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হতে পারে। এমতাবস্থায় আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার পন্থা অবলম্বন করতে হবে। অর্থনীতির চাকা সচল রাখার নিমিত্ত সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্য একদিকে আমাদের অধিক পরিমানে রাজস্ব যোগান দিতে হবে, অন্যদিকে বেসরকারি খাতেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনতে

হবে। এ অবস্থায় বিদেশে অর্জিত অর্থ ও সম্পদকে অর্থনীতির মূল স্রোতে আনয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও আর্থিক প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমি আয়কর অধ্যাদেশে নতুন বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করছি। প্রস্তাবিত বিধান অনুযায়ী বিদেশে অবস্থিত যে কোন সম্পদের ওপর কর পরিশোধ করা হলে আয়কর কর্তৃপক্ষসহ যে কোন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করবে না। বিদেশে অর্জিত স্থাবর সম্পত্তি বাংলাদেশে আনীত না হলে এর ওপর ১৫ শতাংশ, বিদেশস্থ অস্থাবর সম্পত্তি বাংলাদেশে আনীত না হলে এর ওপর ১০ শতাংশ এবং বাংলাদেশে রেমিটকৃত নগদ অর্থের ওপর ৭ শতাংশ হারে কর ধার্য্যের প্রস্তাব করছি। এ সুবিধা ২০২২ সালের ১লা জুলাই হতে ২০২৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। প্রস্তাবিত বিধান কার্যকর হলে অর্থনীতির মূল স্রোতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে, আয়কর রাজস্ব আহরণ বাড়বে এবং করদাতাগণও বিদেশে অর্জিত তাদের অর্থ-সম্পদ আয়কর রিটার্নে প্রদর্শনের সুযোগ পেয়ে স্বস্তিবোধ করবেন।

মাননীয় স্পিকার

২৫০। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সরকারি আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যতম উপকরণ হচ্ছে গ্যালভানাইজড আয়রণ শীট বা স্টিলজাত পণ্য। এ সকল পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কর সুবিধা প্রদান করা হলে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সরকারি আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাস্তবায়ণ সহজ ও মূল্য সাশ্রয়ী হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি গ্যালভানাইজড আয়রণ শীট বা স্টিলজাত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত এইচ আর কয়েল এবং জিংক এলয় জাতীয় কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে করহার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৫১। স্বর্ণখাতকে একটি নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর অধীনে পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৯ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে ‘স্বর্ণ আমদানি নীতিমালা (Gold Policy) ২০১৮’ প্রণীত হয়েছে। এ নীতিমালা প্রণয়ন পরবর্তী সময়ে সরকারি নিয়মনীতি অনুসরণ করে স্বর্ণ আমদানি করার লক্ষ্যে বেসরকারি

পর্যায়ে বেশ কিছু উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে এবং উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশে বৈধ পথে স্বর্ণ আমদানি উৎসাহিত করা এবং স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধ করার লক্ষ্যে স্বর্ণ আমদানিতে বিদ্যমান অগ্রিম কর বিলোপের প্রস্তাব করছি। এতে জুয়েলারি শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটবে এবং সরকারের কর রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৫২। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থান সমুন্নত রেখেছে। এ শিল্প খাতকে প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে নিয়ে আসার পেছনে সরকারের রাজস্ব নীতি-সহায়তা অন্যতম ভূমিকা পালন করে আসছে। এ অর্জনকে ধরে রাখার জন্য এবং এ খাত হতে যথাযথ রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যে টেক্সটাইল খাতে প্রণোদনা বহাল রাখা জরুরী। বর্তমানে টেক্সটাইল শিল্পে বিদ্যমান করহার ১৫ শতাংশ। এ করহার সংক্রান্ত এস.আর.ও এর মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২২ এ শেষ হবে। আমি উক্ত এস.আর.ও এর মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। আমি আশা করি সম্মানিত করদাতাগণ দীর্ঘমেয়াদি হ্রাসকৃত কর হারের এ সুযোগ গ্রহণ করে সঠিকভাবে কর প্রদানে এগিয়ে আসবেন।

মাননীয় স্পিকার

২৫৩। রাজস্ব নীতি সংস্কার এর মাধ্যমে সরকারের আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা আনয়ন এবং বেসরকারি খাতের করহার যৌক্তিকীকরণ অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে উন্নতি সুসংহত করবে বলে আশা করা যায়। এ সংস্কারের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খেলাপি ঋণ মওকুফ করা হলে তা বর্তমানে সকল করদাতার জন্য করমুক্ত রাখা হয়েছে। এর পরিবর্তে ব্যক্তি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের খেলাপি ঋণ মওকুফ করা হলে তা করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করছি। এছাড়াও, বর্তমানে সরকারি সিকিউরিটিজ হতে অর্জিত মুলধনি আয় করমুক্ত রয়েছে। এ আয়কে অন্যান্য সিকিউরিটিজ এর ন্যায় করযোগ্য করার প্রস্তাব করছি। বেসরকারি খাতের করহার যৌক্তিকীকরণ নীতির আওতায় বেভারেজ কনসেনট্রেট হতে আমদানি পর্যায়ে সংগৃহীত কর, সার্ভিস রপ্তানি হতে সংগৃহীত কর, অভ্যন্তরীণ নৌযান পরিচালনা এবং বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত যানবাহন হতে সংগৃহীত কর

ন্যূনতম কর হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৫৪। বাংলাদেশে কর-জিডিপি অনুপাত অন্যান্য উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের ন্যায় আশাব্যঞ্জক নয়। উন্নত দেশের সোপানে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কর-জিডিপি অনুপাত অনেকাংশে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে দেশের করযোগ্য বিপুল জনগোষ্ঠীকে করের আওতায় আনতে পারলে কর আহরণের সক্ষমতা ও আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির আওতা বৃদ্ধি পাবে। করের আওতা সম্প্রসারণে আয়কর রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত নিম্নোক্ত আইনি বিধান আরোপের প্রস্তাব করছি:

ক) কতিপয় ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন বাধ্যতামূলক করা;

খ) স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ড, অনুমোদিত গ্র্যাচুইটি ফান্ড, পেনশন ফান্ড, অনুমোদিত সুপারএন্যুয়েশন ফান্ড এবং শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল ব্যতীত অন্যান্য ফান্ডের রিটার্ন দাখিল;

গ) যে সকল এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভার্সন চালু রয়েছে তাদের আয়কর রিটার্ন দাখিলের বিধান প্রবর্তন;

ঘ) অন স্পট কর নির্ধারণের বিদ্যমান বিধানকে কেবলমাত্র গ্রোথ সেন্টারসমূহে সীমাবদ্ধ না রেখে সকল পর্যায়ে এর প্রয়োগ বিস্তৃত করা;

ঙ) ধারাবাহিক তিন বছর বা ততোধিক সময়ব্যাপী কোন কোম্পানির কার্যক্রম বন্ধ থাকলে পরিচালকদের নিকট হতে বকেয়া অবিতর্কিত কর আদায়ের বিধান করা;

চ) সরকারের অবিতর্কিত রাজস্ব দাবী পরিশোধে ব্যর্থ হলে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানিসহ অন্যান্য সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার বিধান প্রবর্তন।

মাননীয় স্পিকার

২৫৫। বিশ্বায়নভিত্তিক অর্থনীতির যুগে রাজস্ব আদায়ে চ্যালেঞ্জসমূহের অন্যতম হচ্ছে অনিবাসী করদাতা এবং ডিজিটাল সার্ভিস হতে যথাযথ কর সংগ্রহ এবং আইন পরিপালনে বাধ্যবাধকতা আরোপ। ফলে এ খাত হতে সঠিক রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে অনিবাসীর স্থায়ী স্থাপনা না থাকলে রিটার্ন দাখিল না করার বিধান বিলোপ এবং অনিবাসী হতে কর সংগ্রহের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনিবাসীর আয়ের আওতা, অব্যাহতি ও ক্ষেত্র নির্ধারণে যুগোপযোগী বিধি প্রণয়নের প্রস্তাব করছি। এছাড়াও ডিজিটাল উপস্থিতির মাধ্যমে বাংলাদেশে আয় উপার্জনের ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা আরোপের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৫৬। কর রাজস্ব আহরণের প্রধানতম খাত হচ্ছে উৎস কর সংগ্রহ। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। অতএব, রাজস্ব নীতি প্রণয়নে উৎসে কর হার যৌক্তিকীকরণের গুরুত্ব সর্বাধিক। এরই ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান কর্পোরেট কর হার বিবেচনায় ব্যাংক সুদের উৎসে করহার কোম্পানি করদাতার জন্য ১০ শতাংশের পরিবর্তে ২০ শতাংশ এবং রপ্তানীকৃত পণ্যদ্রব্য এর ওপর উৎসে করহার ০.৫ শতাংশের পরিবর্তে ১ শতাংশে বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে অনিবাসী করদাতার নিকট ব্যান্ডউইথ বাবদ প্রেরিত অর্থের ওপর উৎসে করের হার ২০ শতাংশ হতে কমিয়ে ১০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। অবৈধ পন্থায় বিদেশে অনিবাসীর বিল পরিশোধ নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে কতিপয় সেবা ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে অনিবাসী হতে ৩০ শতাংশের পরিবর্তে ২০ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তনের প্রস্তাব করছি। নতুন উৎসে কর আরোপের ক্ষেত্র সম্প্রসারণে সরকারি পুকুর বা জলাশয় ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে লিজ ভাড়ার ৫ শতাংশ হারে উৎসে কর আরোপের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৫৭। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উৎস রপ্তানি বাণিজ্য। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে রপ্তানি বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমাদের জিডিপিতে রপ্তানি খাতের অবদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত অর্থবছরে 'Made in Bangladesh' পণ্য ও সেবাকে দীর্ঘমেয়াদি কর প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় 'Made in Bangladesh' ব্র্যান্ডকে গ্লোবাল ব্র্যান্ডে পরিণত করার লক্ষ্যে রপ্তানির নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি এবং পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ ও নতুন বাজার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও আধুনিক অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে পণ্যের পাশাপাশি সেবা রপ্তানিকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে সেবা রপ্তানিকে রপ্তানি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার প্রস্তাব করছি। বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ কর্তৃক বহির্বিশ্বে সেবা প্রদানের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকিং চ্যানেলে আনীত আয়কে ২০৩০ সাল পর্যন্ত করমুক্ত করার প্রস্তাব করছি। এ সকল প্রস্তাব গৃহীত হলে সেবা রপ্তানি খাতকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে একটি সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। তৈরি পোশাক এর বিদ্যমান প্রযোজ্য করহার এর ক্ষেত্রে সাধারণ ফ্যাক্টরির জন্য ১২ শতাংশ এবং গ্রিন ফ্যাক্টরির জন্য ১০ শতাংশ করহার এর বিধান প্রচলিত রয়েছে। রপ্তানি খাতে পণ্যের বৈচিত্র্যকরণকে উৎসাহ প্রদান ও সকল ধরনের রপ্তানি শিল্পকে সমতাভিত্তিক সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত গার্মেন্টস এর ন্যায় অন্যান্য পণ্য বা সেবা রপ্তানি খাতকে হ্রাসকৃত কর হার সুবিধা তথা সাধারণ শিল্পের জন্য ১২ শতাংশ এবং গ্রিন শিল্পের জন্য ১০ শতাংশ কর হার এর প্রস্তাব করছি। এ ধরনের রপ্তানিবান্ধব উদ্যোগের ফলে বাণিজ্য ঘাটতি নিম্নমুখী হবে। ফলে অর্থনীতির অন্যতম প্রধান সূচক বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (Current account balance) ঘাটতি হ্রাস পাবে।

মাননীয় স্পিকার

২৫৮। অর্থনৈতিক উন্নয়নের অব্যাহত অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ উৎস বিশেষ করে প্রত্যক্ষ কর হতে

পর্যাপ্ত রাজস্ব সংগ্রহ আবশ্যক। উন্নয়ন অর্থায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎস হতে পর্যাপ্ত রাজস্ব সংগ্রহকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি আধুনিক, উদ্ভাবনী, যুগোপযোগী, তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর এবং আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুসারি একটি কার্যকর কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত আয়কর বিভাগের সংস্কার, সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মধ্যে উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হবে বলে সরকার আশাবাদ ব্যক্ত করছে।

মাননীয় স্পিকার

২৫৯। বাজেটে উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কার্যক্রম গতিশীল থাকবে, রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি পাবে, কর জাল ও আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির সম্প্রসারণ হবে, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ও কর্মসংস্থান হবে, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্প বিনিয়োগ ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত হবে। ফলশ্রুতিতে, রাজস্ব ভিত্তি শক্তিশালী হবে যা রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

মূল্য সংযোজন কর

মাননীয় স্পিকার

২৬০। সরকার দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য জাতীয় অর্থনীতিতে নানামুখী পরিবর্তন ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারই অংশ হিসাবে পরোক্ষ কর ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন হিসেবে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ নামে একটি নতুন আইন ২০১২ সালে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়। পরবর্তীতে ব্যবসায়ীদের সাথে দীর্ঘদিন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি আধুনিক বিনিয়োগ ও রাজস্ববান্ধব মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিঃ হতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর করা হয়েছে। নতুন আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে করদাতাগণ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তা দূরীকরণের জন্য প্রতিবছরের ন্যায় এ বছর বাজেটেও বিভিন্ন

পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য সহজীকরণসহ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ের প্রচেষ্টা গ্রহণের বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে এ বছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। রাজস্ব জিডিপি অনুপাতের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মূসক এর আওতা বৃদ্ধি একটি অন্যতম প্রধান কৌশল। প্রস্তাবিত বাজেটে এ বিষয়টির ওপরও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিগত ২ বছরের অধিককালের করোনা অতিমারির সময়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ছোট ছোট অনেক প্রতিষ্ঠান রুগ্ন হয়ে পড়েছে। সে কারণে এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে ও ব্যবসা বাণিজ্যে যাতে মূসক এর ভার বৃদ্ধি না পায় এবং তাদের চলতি মূলধন প্রবাহও যাতে সচল থাকে এ সকল বিষয়কে বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কর-জিডিপি'র অনুপাত বৃদ্ধি, স্থানীয় শিল্পের বিকাশ, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং কর পরিপালন সংস্কৃতি উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং একই সাথে ব্যবসায়ী স্বার্থ ও ভোক্তা চাহিদা নিশ্চিত করার মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আহরণের জন্য মূল্য সংযোজন কর খাতে নিম্নরূপ প্রস্তাবসমূহ মহান জাতীয় সংসদের সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছিঃ

মাননীয় স্পিকার

২৬১। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর প্রায়োগিক ও পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসন, ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ পেশ করছিঃ

ক) আইনে 'উপকরণ', 'কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান' এবং বিধিমালাতে 'চুক্তিভিত্তিক উৎপাদক' এর সংজ্ঞা সংশোধন ও অন্তর্ভুক্তকরণের প্রস্তাব করছি;

খ) বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি প্রতিষ্ঠানের ব্রাঞ্চ অফিস বা লিয়াজো অফিসকে ভ্যাট নিবন্ধনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

গ) ভ্যাট আইনে বর্তমানে কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের ক্ষেত্রে একাধিক উৎপাদনস্থল

থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ব্যবসায়িক বাস্তবতা বিবেচনা করে দুই বা ততোধিক উৎপাদনস্থলের পরিবর্তে এক বা একাধিক উৎপাদনস্থলের ক্ষেত্রে কম্পিউটারাইজড অটোমেটেড পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণের শর্তে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ করার বিধান সন্নিবেশের প্রস্তাব করছি;

ঘ) আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসকের পাশাপাশি সম্পূরক শুল্ক হ্রাস সংক্রান্ত সমন্বয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি।

ঙ) একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরবরাহের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেনের বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়া এবং ব্যাংক মাধ্যমের পাশাপাশি মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে লেনদেন করলেও রেয়াত গ্রহণ করা যাবে মর্মে নতুন বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করছি;

চ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রেয়াত গ্রহণের সুবিধার জন্য উপকরণ কর রেয়াত সংশ্লিষ্ট ধারাতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

ছ) করদাতাগণ কর্তৃক আংশিক রেয়াত গ্রহণের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

জ) পণ্য উৎপাদনের খরচ হ্রাসের লক্ষ্যে পণ্যের স্বত্বাধিকারী কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের নিকট সরাসরি সরবরাহের বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করছি;

ঝ) উৎসে ভ্যাট কর্তনের ক্ষেত্রে সরবরাহকারী কর্তৃক হ্রাস সংক্রান্ত সমন্বয় গ্রহণের সময়সীমা ২ কর মেয়াদ হতে বৃদ্ধি করে ৪ কর মেয়াদ করার প্রস্তাব করছি;

ঞ) বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (MFS) কর্তৃক ইস্যুকৃত ইনভয়েসকে চালানপত্র হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করছি;

ট) উৎসে কর্তনের বিধান সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সহজীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ধারা ও

বিধিমালাতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

ঠ) অনিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক ভুলবশত কোন অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হলে তা ফেরত প্রদানের লক্ষ্যে আইনে নতুন ধারা সন্নিবেশকরণের প্রস্তাব করছি;

ড) আন্তর্জাতিক দরপত্রের ক্ষেত্রে ঋণপত্রের পাশাপাশি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সরবরাহকে প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসেবে গণ্য করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

ঢ) বিলম্বে দাখিলপত্র পেশের ক্ষেত্রে কর মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনতম ৭ দিন পূর্বে অনুমোদন গ্রহণের পরিবর্তে কর মেয়াদ সমাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে অনুমতি গ্রহণের বিধান করার প্রস্তাব করছি;

ণ) কর নির্ধারণের বিষয়টি অধিকতর সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

ত) ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনের শর্ত লংঘন করলে অব্যাহতি সুবিধা বাতিলের পরিবর্তে শুধুমাত্র জরিমানা আরোপের বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করছি;

থ) পদ্ধতিগত জটিলতা হ্রাস করার লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর বিধিমালার আওতায় কতিপয় ফরমে সংশোধনীর প্রস্তাব করছি;

দ) ওয়ার্ল্ড কাস্টমস ওর্গানাইজেশন (WCO) এর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম তফসিলের কতিপয় পণ্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (HS Code) এ সংশোধনের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৬২। আইনে শাস্তি ও জরিমানার বিধান অতিরিক্ত কঠোর করা হলে অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রায়োগিক জটিলতার সৃষ্টি করে এবং স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কর্মকান্ড বাধাগ্রস্ত হয়। সে কারণে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এ জরিমানা ও সুদের হার সহনীয় করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করছি

ক) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মূসক বা টার্নওভার কর দাখিলপত্র পেশ না করার ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ ‘১০ হাজার টাকা’ হতে হ্রাস করে ‘৫ হাজার টাকা’ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

খ) ভ্যাট ফাঁকি, ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে আরোপিত জরিমানার পরিমাণ জড়িত রাজস্বের ‘সমপরিমাণ’ এর পরিবর্তে ‘অন্যূন অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব সমপরিমাণ’ করার প্রস্তাব করছি;

গ) করদাতাগণের অনিচ্ছাকৃত ভুলের ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ না করা এবং বন্ধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করার মধ্যবর্তী সময়ে দাখিলপত্র পেশ না করা হলে জরিমানা আরোপ না করার বিধান সংযোজন করার প্রস্তাব করছি;

ঘ) আপীল কমিশনারেট, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এবং উচ্চ আদালতে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে আরোপিত জরিমানা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র দাবীকৃত করের অংশবিশেষ জমা প্রদানের বিধান করার জন্য প্রস্তাব করছি;

ঙ) আপীলাত ট্রাইব্যুনালে নির্ধারিত ৯০ দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠান আপীল দায়ের করতে না পারলে মেয়াদ আরও ৬০ দিন বর্ধিত করার বিধান সন্নিবেশকরণের প্রস্তাব করছি;

চ) বকেয়া মূসক আদায়ের ক্ষেত্রে সুদ আরোপের সময়সীমা সর্বোচ্চ ২৪ মাস করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৬৩। মূল্য সংযোজন কর আদায় কার্যক্রমে তদারকি নিশ্চিতকরণ এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য এ সংক্রান্ত আইন ও বিধির নিম্নোক্ত সংশোধনের প্রস্তাব পেশ করছি

ক) আন্তর্জাতিক পরিবহন সংশ্লিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে বৃহৎ পরিসরে শূণ্যহারের সুবিধা বলবৎ রয়েছে, যার ফলে মাঠ পর্যায়ে প্রায়োগিক সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

খ) ভ্যাট খেলাপি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণে মূসক কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করার বিধান আইনে সন্নিবেশকরণের প্রস্তাব করছি;

গ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) প্রক্রিয়া অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে উচ্চ আদালতের পেন্ডিং মামলাসমূহ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আওতায় আনয়নের প্রস্তাব করছি;

ঘ) 'চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টগণ' এর ন্যায় 'কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টগণকে' বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সহায়তাকারী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করছি;

ঙ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত বিষয়ে কোনো তদন্তকারী সংস্থা এতদবিষয়ে কোন তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না মর্মে বিধান সংযোজন করার প্রস্তাব করছি;

চ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার সময় দাখিলকৃত বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সাথে ক্রেডিট রেটিং এজেন্সির রিপোর্ট পর্যালোচনা করার প্রয়োজন হয়। তাই, আইনে মূসক কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সহায়তাকারী হিসেবে ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি-কে অন্তর্ভুক্তকরণের বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৬৪। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমি মহান জাতীয় সংসদে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা পেশ করছিঃ

ক) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত/তাপানুকুল সার্ভিসের পাশাপাশি প্রথম শ্রেণির রেলওয়ে সেবার ওপর ১৫ শতাংশ মূসক আরোপের প্রস্তাব করছি;

খ) বিভিন্ন প্রকার এমএস প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান সুনির্দিষ্ট করের পরিমান প্রতি ক্ষেত্রে টন প্রতি ২০০ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি;

গ) Concrete Ready Mix এর উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি;

ঘ) ‘মেডিটেশন সেবা’র ওপর বিদ্যমান মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি;

ঙ) মোবাইল টেলিফোন সেট এর ব্যবসায়ী পর্যায়ে বিদ্যমান ৫ শতাংশ মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি;

চ) COVID-19 Test Kit, PPE, Protective Garments, Plastic Face Shields, Medical Protective Gear, Protective Spectacles and Goggles for medical use এবং মাস্ক এর উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৬৫। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশীয় শিল্প বিকাশের চলমান গতিশীলতা নিরবচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে নিম্নোক্ত খাতসমূহে ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা প্রদান ও বহাল রাখাসহ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব পেশ করছি

ক) LPG Cylinder এর ওপর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বর্তমানে ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ আছে যা আরও ১ বছরের জন্য বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি;

খ) রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে অব্যাহতি প্রত্যাহারপূর্বক ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ নির্ধারণ এবং উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানি ও স্থানীয় ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব করছি;

গ) রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজারের কম্প্রেসর উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করছি;

ঘ) পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি বলবৎ রাখার পাশাপাশি উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

ঙ) এপিআই উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন পর্যায়ে সমুদয় মূল্য সংযোজন কর

এবং উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আগাম করসহ মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি সুবিধা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রদানের প্রস্তাব করছি;

চ) দেশে ভারী শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে ২৫০০ সিসি পর্যন্ত মোটর কার ও মোটর ভেহিক্যালের উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের পর্যায়ভেদে স্থানীয় পর্যায়ের মূসক এবং উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে মূসক (আগাম করসহ) ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রদানের প্রস্তাব করছি। তবে সম্পূর্ণ উৎপাদনকারী হিসেবে শর্ত পূরণ না করলে ২০২৬ সাল হতে স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ৫ শতাংশ হারে মূসক প্রদানের প্রস্তাব করছি;

ছ) থ্রি-হুইলার এর স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন পর্যায়ে ৫ শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর এবং উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে সমুদয় মূসক (আগাম করসহ) ও সম্পূরক শুল্ক ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

জ) আইডলিং স্টপ/স্টার্ট-স্টপ প্রযুক্তির মেইনটেনেন্স ফ্রি ও সিলড্ মেইনটেনেন্স ফ্রি ব্যাটারি এর স্থানীয় উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে আরোপণীয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) ও সম্পূরক শুল্ক ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৬৬। ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশ অধিকতর সহজ এবং স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে করভার লাঘব করার লক্ষ্যে আরও কিছু প্রস্তাব এই মহান সংসদের বিবেচনার জন্য পেশ করছিঃ

ক) এম.এস. প্রোডাক্ট এর ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট প্রতি মে: টন ৫০০ টাকার পরিবর্তে ২০০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি;

খ) নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Textile Grade Pet Chips উৎপাদনের লক্ষ্যে উপকরণ হিসেবে আমদানিকৃত Terephthalic Acid ও Ethylene Glycol এর আগাম কর অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

গ) পলিইথিলিনের তৈরি সকল ধরনের পলিথিন ব্যাগ, প্লাস্টিক ব্যাগ (ওভেন প্লাস্টিক ব্যাগসহ) ও মোড়ক সামগ্রীর ওপর বিদ্যমান ৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

ঘ) পাইকারী ব্যবসা পর্যায়ে ভ্যাটের হার (কতিপয় ক্ষেত্রে) ৫ শতাংশ হতে হ্রাসপূর্বক ১.৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি;

ঙ) পশু খাদ্য আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান অব্যাহতি সুবিধা বলবৎ রাখার পাশাপাশি ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

চ) হ্যান্ড টাওয়েল/পেপার টাওয়েল/ক্লিনিকাল বেড শিট এর উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ হতে হ্রাসপূর্বক ৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি;

ছ) এসি ও নন-এসি রেস্তোরাঁর ওপর মূসক হার যথাক্রমে ১০ শতাংশ ও ৫ শতাংশ এর পরিবর্তে উভয় ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি (তিন তারকা বা তদূর্ধ্ব মানের হোটেলে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট, মদের বার সম্বলিত আবাসিক হোটেলে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট এবং মদের বার আছে এমন রেস্টুরেন্ট ব্যতীত);

জ) নিবন্ধিত হাঁস-মুরগির খামার কর্তৃক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

ঝ) নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কৃষিকার্যে ব্যবহার্য কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও বালাইনাশক উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ Castor Oil Polyglycol 36-37, Solvesso 150 (APAC), Genapol 100, Propoconazole Technical 220 KG 22D, Dodecylbzols Acid Branched CA-S Sol আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

ঞ) নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উড়োজাহাজ আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

ট) মোবাইল অপারেটর কর্তৃক BTRC-কে প্রদত্ত 4G মোবাইল সেবার বিপরীতে রেভিনিউ শেয়ারিং এর ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

ঠ) NTTN সেবার বিপরীতে BTRC-কে প্রদত্ত রেভিনিউ শেয়ারিং এর ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

ড) গার্মেন্টস শিল্পের রপ্তানি পণ্য সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাব-কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৬৭। বিদেশি পণ্যের ওপর নির্ভরতা কমানো, বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ও দেশীয় শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতির প্রস্তাব পেশ করছিঃ

ক) Textile Grade Pet Chips এর উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

খ) LPG বাল্কে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে, বাল্কে ক্রয় এর ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের ক্রয়ে মূসক অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি;

গ) কৃত্রিম আঁশ (man-made fiber) এবং অন্যান্য আঁশের সংমিশ্রণে তৈরি ইয়ার্ন এর ভ্যাটের পরিমাণ ৬ টাকা (প্রতি কেজি) হতে হ্রাসপূর্বক ৩ টাকা (প্রতি কেজি) নির্ধারণের প্রস্তাব করছি;

ঘ) মুড়ি ও চিনির ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

ঙ) Tubular metal needles and needles for suture এর ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

চ) Autoclaved Aerated Concrete Block এর উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

ছ) তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে মোবাইল ফোনের ব্যাটারি, চার্জার ও ইন্টারেকটিভ ডিসপ্লে এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

জ) পাওয়ার টিলার এর উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

ঝ) কাস্টমস প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং-১২৮-আইন/২০২০/৭৯/কাস্টমস, তারিখ: ৩ জুন, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ এ বর্ণিত পোল্ট্রি, ডেইরী ও ফিস ফিড পণ্যসমূহের উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি;

ঞ) ফাউন্ড্রি শিল্পে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত স্ক্র্যাপ/ভাঙ্গারী সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি;

ট) সমাজ কল্যাণমূলক সেবা হিসেবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধি মানুষদের পড়ার উপকরণ ব্রেইল মুদ্রণের ওপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৬৮। The Excises and Salt Act, 1944 (Act No. 1 of 1944) এর আওতায় বর্তমানে ব্যাংক হিসাব ও বিমান টিকিটের ওপর আবগারি শুল্ক আদায় করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ৫ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে ব্যাংক স্থিতির ওপর (বছরের যে কোনো সময়) ৪০,০০০ টাকা আবগারি শুল্ক প্রযোজ্য রয়েছে। শুধুমাত্র ৫ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে ব্যাংক স্থিতির ওপর (বছরের যে কোনো সময়) আবগারি শুল্ক ৪০,০০০ টাকার পরিবর্তে ৫০,০০০/- টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৬৯। তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমানো এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি

ক) সিগারেটের নিম্নস্তরের দশ শলাকার দাম ৪০ টাকা ও তদুর্ধ্ব এবং সম্পূরক শুল্ক ৫৭ শতাংশ ধার্যের প্রস্তাব করছি। এছাড়া মধ্যম স্তরের দশ শলাকার

দাম ৬৫ টাকা ও তদুর্ধ্ব, উচ্চ স্তরের দশ শলাকার দাম ১১১ টাকা ও তদুর্ধ্ব, অতি-উচ্চ স্তরের দশ শলাকার দাম ১৪২ টাকা ও তদুর্ধ্ব এবং এই তিনটি স্তরের সম্পূরক শুল্ক ৬৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

খ) পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে তৈরি ফিল্টার বিযুক্ত বিড়ির পঁচিশ শলাকার দাম ১৮ টাকা, বারো শলাকার দাম ৯ টাকা ও আট শলাকার দাম ৬ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। ফিল্টার সংযুক্ত বিড়ির বিশ শলাকার দাম ১৯ টাকা ও দশ শলাকার দাম ১০ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৪০ শতাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি;

গ) পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় প্রতি দশ গ্রাম জর্দার দাম ৪০ টাকা ও সম্পূরক শুল্ক ৫৫ শতাংশ এবং প্রতি দশ গ্রাম গুলের দাম ২০ টাকা ও সম্পূরক শুল্ক ৫৫ শতাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৭০। ২০১৯-২০২০ অর্থবছর হতে নতুন মূল্য সংযোজন কর আইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বাস্তবায়নের জন্য VAT Online Project নামক প্রকল্পের কার্যক্রম ইতোমধ্যে সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। ভ্যাটের নিবন্ধন থেকে শুরু করে রিটার্ন দাখিলসহ সকল কার্যক্রম এখন ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়। ইতোমধ্যে শতভাগ নিবন্ধন অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে এবং প্রায় ৭৩ শতাংশ রিটার্ন অনলাইনে দাখিল করা হচ্ছে। বর্তমানে E-payment ও A-Challan এর মাধ্যমে অনলাইনে ভ্যাটের রাজস্ব জমা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে সম্মানিত ভ্যাট প্রদানকারী, ভ্যাট আদায়কারী এবং ভ্যাট কর্মকর্তাদের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের খুচরা ও পাইকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছর হতে Electronic Fiscal Device (EFD)/Sales Data Controller (SDC) স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন সেক্টরে প্রায় ৪,৫৯৫টি EFD/SDC মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। জুন, ২০২৩ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ১০,০০০টি

EFD/ SDC মেশিন স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে EFD/SDC মেশিন স্থাপনের বিদ্যমান প্রক্রিয়া চলমান রাখার পাশাপাশি আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে EFD/SDC স্থাপনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত সেবা ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সার্বিকভাবে ভ্যাটের আওতা ও পরিধি বৃদ্ধি এবং রাজস্ব আদায় কার্যক্রম জোরদারের মাধ্যমে কর-জিডিপি এর অনুপাত বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০২৬ সালের মধ্যে ভ্যাটের রাজস্ব আদায়ে কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসবে মর্মে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক-কর

মাননীয় স্পিকার

২৭১। বৈশ্বিক অতিমারির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতির পুনরুদ্ধারকে সামনে রেখে রাজস্ব প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনীতিতে গতিসঞ্চারের লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। একইসাথে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রস্তুতি গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জিডিপির প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা, স্থানীয় শিল্পের বিকাশ, প্রতিরক্ষণ ও বাণিজ্য সহজীকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী ও ভারী শিল্পের বিকাশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, Made in Bangladesh শ্লোগান অব্যাহত রাখাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশীয় শিল্প, বাণিজ্য ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা, ব্যবসায়ী সংগঠন ও স্টেকহোল্ডারগণ হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা করে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটে আমদানি শুল্ক-কর বিষয়ে প্রণীত প্রস্তাব আমি এখন আপনার মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৭২। আমদানি পর্যায়ের শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে

- করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক অতিমারিতে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

- বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়;
- রপ্তানিমুখী শিল্প বহুমুখীকরণ এবং তার পশ্চাদসংযোগ শিল্পে প্রণোদনা;
- স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, ইলেকট্রনিক্স, আইসিটি খাত ও ভারী শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন;
- Ease of doing business এর পরিবেশ সৃষ্টি;
- বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নয়ন; এবং
- স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণে আমদানি পর্যায়ের শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব (মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর) আহরণ বৃদ্ধি।

মাননীয় স্পিকার

২৭৩। চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিদ্যমান ৬ স্তর বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক (Customs Duty) কাঠামো (০ শতাংশ, ১ শতাংশ, ৫ শতাংশ, ১০ শতাংশ, ১৫ শতাংশ এবং ২৫ শতাংশ), সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক আরোপিত রয়েছে এমন পণ্যের ওপর আবশ্যিকভাবে বিদ্যমান রেগুলেটরি ডিউটি ৩ শতাংশ এবং ১২ স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্কহার (১০ শতাংশ, ২০ শতাংশ, ৩০ শতাংশ, ৪৫ শতাংশ, ৬০ শতাংশ, ১০০ শতাংশ, ১৫০ শতাংশ, ২০০ শতাংশ, ২৫০ শতাংশ, ৩০০ শতাংশ, ৩৫০ শতাংশ এবং ৫০০ শতাংশ) আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং আরও কতিপয় শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৭৪। উপর্যুক্ত মৌলিক বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দিয়ে প্রস্তাবসমূহের খাতভিত্তিক বিবরণ আপনার সদয় সম্মতি নিয়ে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি

ক) কৃষিখাত

মাননীয় স্পিকার

২৭৫। কৃষি আমাদের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। কৃষিখাতের প্রধান উপকরণসমূহ,

বিশেষ করে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখা এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানিতে প্রযোজ্য শুল্ক-করভার স্থিতাবস্থায় রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৭৬। Fortified ও Non-fortified বাসমতি চাল আমদানির ক্ষেত্রে পৃথক দুটি নতুন H.S. Code সৃজন করে উভয় ক্ষেত্রে পূর্বের ন্যায় সর্বমোট করভার একই রকম রাখার প্রস্তাব করছি।

২৭৭। দেশীয় পোল্ট্রি শিল্পের খাদ্য প্রস্তুতে Wheat Gluten ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে উক্ত পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। প্রাণীজ শিল্পের উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং ভোক্তাদের স্বল্প মূল্যে আমিষের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত পণ্যের আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

২৭৮। গোখাদ্য তৈরিতে সুগারকেইন মোলাসেস এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। গোখাদ্যের উৎপাদন ব্যয় কমাতে বর্ণিত পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

২৭৯। মৎস্য, পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে উক্ত খাতের খাদ্যসামগ্রী ও নানাবিধ উপকরণ আমদানিতে বিগত সময়ে প্রদত্ত শূন্য শুল্কহার এবং অন্যান্য হারে রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি ৩টি নতুন উপকরণ (Test Kits for use in Poultry, Molasses feed grade ও Cane Molasses feed grade) এর ক্ষেত্রে রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৮০। নতুন দুটি কৃষি যন্ত্রপাতি (Combine Harvester-Threshers ও Other Threshing Machinery) উক্ত খাতের জন্য বিদ্যমান এস.আর.ও তে অন্তর্ভুক্ত করে রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৮১। Butter ও Cheese পণ্য দুটি সমজাতীয় পণ্য। Butter আমদানিতে ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান থাকলেও Cheese আমদানিতে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত নেই। তাই Butter এর ন্যায় Cheese আমদানিতে ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৮২। কৃষি ও খাদ্য শিল্পে ব্যবহার্য কোল্ড স্টোরেজ ফ্রিজার এবং চিলার এর ওপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। ফলে দেশীয় কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিভিত্তিক খাদ্য সংরক্ষণ কাজে ব্যবহৃত কোল্ড স্টোরেজ ফ্রিজার এর জন্য রেয়াতি হারে আমদানির সুযোগ দেয়ার প্রস্তাব করছি। একইসাথে কোল্ড স্টোরেজ চিলার আমদানিতে মোট করভার ৩৭ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

২৮৩। কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক প্রস্তুতে ব্যবহৃত কতিপয় কাঁচামাল এর বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৮৪। কৃষি খাতের বিভিন্ন উপখাতের প্রণোদনা (**পরিশিষ্ট খ** এর **সারণি- ১**) তুলে ধরা হয়েছে।

খ) স্বাস্থ্য খাত

মাননীয় স্পিকার

২৮৫। করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় বিশেষ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে করোনাভাইরাস টেস্টিং কিট, বিশেষ ধরনের মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও PPE উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, করোনাভাইরাস সনাক্তকরণে RT-PCR কিট প্রস্তুতকরণে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ওপর প্রযোজ্য সমুদয় শুল্ককর মওকুফ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধামন্ত্রীর দূরদর্শী দিকনির্দেশনায় দেশে এখন করোনা পরিস্থিতির সমূহ উন্নতি ঘটেছে। তাই উক্ত পণ্যসমূহের ওপর প্রদত্ত বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা আগামী ৩০ জুন, ২০২২ এর পর রহিত করার প্রস্তাব করছি।

২৮৬। স্বাস্থ্য খাতকে সুসংহতকরণে ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৮৭। শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য কানে শোনার যন্ত্রে ব্যবহৃত ব্যাটারি (Air-Zinc Battery) এর ওপর প্রযোজ্য শুল্ক কর হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।

২৮৮। শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বিশেষায়িত হুইল চেয়ার আমদানিতে বিদ্যমান সকল ধরনের শুল্ককর বিলোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। (**পরিশিষ্ট খ** এর **সারণি- ২**)।

গ) শিল্প খাত

মাননীয় স্পিকার

২৮৯। কর্মসংস্থান সৃজন ও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে শিল্প খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়াও, উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ক্ষেত্রে শিল্পখাতের সম্ভাব্য প্রস্তুতি গ্রহণ আবশ্যক। বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যথাযথ প্রতিরক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং রপ্তানিমুখি শিল্পের বহুমুখী প্রসারের কৌশল হিসেবে বিভিন্ন উপখাতের জন্য শুল্ক-কর হ্রাস/বৃদ্ধির নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি: (**পরিশিষ্ট খ** এর **সারণি- ৩**)।

১) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

মাননীয় স্পিকার

২৯০। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতিরক্ষণে উক্ত শিল্প কর্তৃক তৈরিকৃত কয়েকটি পণ্য (Finished Product) আমদানিতে প্রযোজ্য শুল্ককর বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

২৯১। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে ১ শতাংশ হারে আমদানির সুযোগ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৯২। পেপারকাপ প্রস্তুতকারী শিল্পের সুরক্ষায় উক্ত শিল্পের তৈরিকৃত কয়েকটি পণ্য (Finished Product) আমদানিতে সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

২) রপ্তানিমুখী শিল্প

মাননীয় স্পিকার

২৯৩। দেশে কাজুবাদাম প্রক্রিয়াজাত শিল্প বিকাশ ও নতুন রপ্তানি খাত সৃষ্টির লক্ষ্যে কাঁচা কাজুবাদাম (raw cashew nut in shell এবং shelled) আমদানিতে শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩) ইস্পাতজাত বিবিধ শিল্প খাত

মাননীয় স্পিকার

২৯৪। Electrode Manufacturing এবং Wire Drawing Industry তে আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন উৎসাহিত করতে উক্ত শিল্পের কাঁচামাল Bars & Rods of alloy steel আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

২৯৫। বিভিন্ন ধরনের Wire প্রায় সমজাতীয় হওয়ায় শুল্কায়নকালে এদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা দুরূহ। তাই সমতা বিধানের স্বার্থে এরূপ দুটি পণ্য আমদানিতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

২৯৬। বিভিন্ন ধরনের পাইপ আমদানির ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ ও ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। সমজাতীয় পণ্য হওয়ায় এ ধরনের পণ্যের শুল্কায়ন করা সময়সাপেক্ষ ও ঝুঁকিপূর্ণ। তাই রাজস্ব সুরক্ষার স্বার্থে এরূপ পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৯৭। জিআই ফিটিংস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বর্তমানে দেশে গড়ে উঠেছে। তাই দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য আমদানিকৃত জিআই ফিটিংস এর বিপরীতে ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৯৮। স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের Threaded Articles এর শুল্ক করভার অভিন্ন করার জন্য Screws/Nuts/Bolts ইত্যাদির ওপর ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৯৯। বর্তমানে দেশে উন্নতমানের স্টেইনলেস স্টীলের তৈরি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে পশ্চাদ-সংযোগ ভারী শিল্প স্থাপন উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে ও প্রতিযোগী মূল্যে পণ্য বিপণন নিশ্চিতের স্বার্থে উক্ত শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে Hot-Rolled Stainless Steel sheet আমদানিতে সংশ্লিষ্ট শিল্পের জন্য আমদানি শুল্ক বিদ্যমান ১০ শতাংশ এর পরিবর্তে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

৩০০। Wire, rods, tubes, plates, electrodes and similar products জাতীয় পণ্যের ওপর বিভিন্ন হারে শুল্ক আরোপিত রয়েছে। উক্ত পণ্যের ওপর করহার সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে এরূপ দুটি পণ্যের আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪) মোটরসাইকেল উৎপাদন শিল্প

মাননীয় স্পিকার

৩০১। দেশে ২৫০ সিসির উর্ধ্বের ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ক্ষমতা সম্পন্ন মোটর সাইকেল প্রস্তুত করার কারখানা গড়ে উঠেছে। পণ্যটি আমদানিতে বর্তমানে কোন সম্পূরক শুল্ক আরোপিত নেই। অপরদিকে ২৫০ সিসি পর্যন্ত মোটরসাইকেল আমদানিতে Four stroke এর ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ ও Two stroke এর ক্ষেত্রে ২৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপিত রয়েছে। তাই ২৫০ সিসির উর্ধ্বের ইঞ্জিন ক্ষমতা সম্পন্ন মোটর সাইকেল আমদানিতে Four stroke এর ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক ১০০ শতাংশ ও Two stroke এর ক্ষেত্রে ২৫০ শতাংশ আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

৫) রাবার শিল্প

মাননীয় স্পিকার

৩০২। Conveyor belts or belting একটি রাবার জাতীয় পণ্য যা আমদানিতে ১

শতাংশ আমদানি শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। ফলে স্থানীয় শিল্প অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই সকল ধরনের Conveyor belts or belting আমদানিতে সকল ক্ষেত্রে সমহারে আমদানি শুল্ক ১ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

৬) অন্যান্য শিল্প

মাননীয় স্পিকার

৩০৩। Other made up clothing accessories এর সকল পণ্যের বিপরীতে ৪৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপিত রয়েছে। তাই দ্রুত শুল্কায়ন ও রাজস্ব সুরক্ষার স্বার্থে Other made up clothing accessories ভুক্ত সকল পণ্যের ওপর অভিন্ন হারে ৪৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

৩০৪। কতিপয় ক্ষেত্র ব্যতীত Aluminium Foil (Backed by Paper/Paper Board) আমদানিতে ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে। Aluminium Foil (Backed by others) একই ধরনের পণ্য। উক্ত পণ্যটির ওপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত নেই। তাই যথাযথ রাজস্ব আহরণের স্বার্থে Aluminium Foil (Backed by others) পণ্যের আমদানিতে ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩০৫। ৭৫০ ওয়াট পর্যন্ত Electric Motor এর ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক বিদ্যমান। এ ধরনের মোটর এখন দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণে ৭৫০ ওয়াট পর্যন্ত Electric Motor এর ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

৩০৬। বর্তমানে সোলার প্যানেল আমদানিতে ০ শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য রয়েছে। দেশীয় সোলার সেক্টরের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমদানিকৃত সোলার প্যানেলের ওপর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

৩০৭। দেশে বর্তমানে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে। পণ্যটি আমদানিতে ১৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। দেশীয় শিল্পের অধিকতর প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল আমদানিতে ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

৩০৮। সম্পূর্ণ তৈরি Kilowatt Hour Meter এর আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ। অপরদিকে উক্ত পণ্যের পার্টস এর আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ। রাজস্ব সুরক্ষার স্বার্থে পার্টস এর আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

৩০৯। চেয়ার (Seats) নামীয় বেশিরভাগ পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক আরোপিত রয়েছে। অপরদিকে Parts of seat এর আমদানিতে কোন সম্পূরক শুল্ক আরোপিত নেই। তাই রাজস্ব সুরক্ষার স্বার্থে Parts of seat ভুক্ত পণ্য আমদানিতে ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

৩১০। Raw Roasted Coffee এর মোট করভার ৮৯.৩২ শতাংশ হলেও অধিকতর Processed ও Ready to Consume Coffee এর মোট করভার ৫৮.৬০ শতাংশ। রাজস্ব সুরক্ষার স্বার্থে Processed ও Ready to Consume Coffee আমদানি পর্যায়ে ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

৩১১। দেশীয় উৎপাদিত সেলুলার ফোন উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আরও বিকশিত করার লক্ষ্যে Cellular Phone Battery Charger এর আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

৩১২। বর্তমানে দেশে Gas Lighter উৎপাদন হচ্ছে। তাই দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্যে উক্ত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক ১০ শতাংশ আরোপ করার প্রস্তাব করছি। একই বিবেচনায় Parts of Lighter আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

৩১৩। Finished Printing Ink আমদানিতে কতিপয় স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের

জন্য আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ হারে রেয়াতি সুবিধায় আমদানির সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। ফলে স্থানীয় কালি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তাই স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষনের জন্য উক্ত পণ্যের রেয়াতি শুল্কহার ১০ শতাংশ এর পরিবর্তে ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

৩১৪। ক্যাবল শিল্পের উৎপাদিত পণ্য Winding wire এর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ। উক্ত পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত পণ্যের ওপর ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। বিভিন্ন শিল্পে উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় Winding wire রেয়াতি সুবিধায় আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ হারে আমদানির সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। ফলে স্থানীয় শিল্প অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য Winding wire of copper এর রেয়াতি আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

৩১৫। আমদানি পর্যায়ে Crude Tar এর জন্য শিল্প ও বাণিজ্যিক আমদানিকারক উভয়ের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। উৎপাদনকারী শিল্পের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে Crude Tar আমদানীর ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫ শতাংশ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

৩১৬। Photographic plates, film, paper ইত্যাদি আমদানিতে আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ এবং Printing plates এর আমদানি শুল্ক ১ শতাংশ। উভয় পণ্যই প্রায় সমজাতীয় এবং একই কাজে ব্যবহৃত হয়। শুল্ক হারের পার্থক্য থাকায় রাজস্বহানির সুযোগ তৈরি হয়। তাই Printing plates এর আমদানি শুল্ক ১ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশ এবং মোট করভার সমরূপ নির্ধারনের প্রস্তাব করছি।

৩১৭। 20 litre পর্যন্ত Water distillation equipment এর আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ। Domestic Type water purifying apparatus/machine পণ্যটি একই ধরনের অর্থাৎ Fuctionally সমজাতীয় হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে শুল্কায়নে জটিলতা সৃষ্টি

হয়। এমতাবস্থায়, Domestic Type water purifying apparatus/machine এর আমদানি শুল্ক ১ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশ করার এবং মোট করভার একই নির্ধারনের প্রস্তাব করছি।

৩১৮। Cash register এর আমদানি শুল্ক ০ শতাংশ। অপরদিকে Ticket Calculating মেশিনের আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ। মেশিনসমূহ প্রায় একই ধরনের হওয়ায় শুল্কহার সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। তাই Cash register এর ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

৩১৯। বর্তমানে দেশে বিলাসবহুল পাখি আমদানি হচ্ছে। উক্ত পণ্যের ওপর ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য রয়েছে। পাখিগুলো বিলাসবহুল বিধায় আলোচ্য ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

৩২০। Calcium Chloride Based Container Desiccant পণ্যের আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ। অপরদিকে অন্যান্য Desiccant এর আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ। তাই শুল্কায়নে জটিলতা নিরসনের জন্য সকল Desiccant একই শুল্কহারে শ্রেণিবিন্যাসিত হওয়া যুক্তিযুক্ত। এমতাবস্থায়, সকল ধরনের Desiccant এর আমদানিতে আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

৩২১। দেশে লিফট এর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তাগণ লিফ্‌ট উৎপাদন শিল্পে অধিকহারে বিনিয়োগ শুরু করেছেন। কিন্তু, সম্পূর্ণ অবস্থায় আমদানিকৃত Lift and skip hoists এর ওপর ১ শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য রয়েছে। দেশীয় শিল্পের প্রসারের স্বার্থে এবং আমদানি নিরুৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে Lift and skip hoists পণ্যটি মূলধনী যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন হতে প্রত্যাহার পূর্বক আমদানি পর্যায়ে ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপসহ সর্বমোট করভার ৩১ শতাংশ ধার্যের প্রস্তাব করছি।

৩২২। অধিক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাংক বা রিজার্ভার (সাইলো) খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। উক্ত পণ্যটির ওপর ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক বিদ্যমান

রয়েছে। খাবার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৩০০ লিটারের অধিক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাংক বা রিজার্ভার (সাইলো) আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

৩২৩। Bangladesh Customs Tariff (First Schedule) এ যে সকল পণ্যের শুল্কহার নির্ধারিত রয়েছে, তন্মধ্যে ছয়টি পণ্যের ক্ষেত্রে World Trade Organization (WTO) কর্তৃক নির্ধারিত Bound Tariff এর অতিরিক্ত পরিমাণ শুল্কহার বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত পণ্যসমূহের শুল্কহার সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৩২৪। মোটরসাইকেল, সেলুলার ফোন, লিফট, টেক্সটাইল শিল্প ও এলপি গ্যাস সিলিন্ডার উৎপাদনে বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনসমূহে কতিপয় পরিবর্তন আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও, স্থানীয়ভাবে এয়ারকন্ডিশনার, Refrigarator & Freezer প্রস্তুত ও প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং স্ট্রাকচার শিল্পের প্রসারের জন্য নতুন প্রজ্ঞাপন জারীর প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

৩২৫। বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার্য কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথানল, পিউরিফায়েড আইসোফট্যালিক এসিড (IPA), Thermal Coating Slurry, Ball Clay এবং China Clay, রোটর ওয়াসার, ১৪ মি.মি. থেকে ৩০ মি.মি. ডায়ামিটার এর Wire rod ও বলপেন তৈরির কাঁচামাল Ball Points এর ওপর প্রযোজ্য করভার যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

৩২৬। দেশের পরিবেশকে টেকসই ও দূষণমুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে অনেক Sewage Treatment Plant (STP) স্থাপন করা হচ্ছে এবং দিন দিন এর চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায়, Sewage Treatment Plant (STP) এর জন্য আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

ঘ) আইসিটি খাত

মাননীয় স্পিকার

৩২৭। দেশীয় কম্পিউটার/ল্যাপটপ ও আইসিটি পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিরক্ষণে কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও আইসিটি শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারনের প্রস্তাব করছি।

৩২৮। বিশ্বে 'মেড ইন বাংলাদেশ' ব্রান্ডিং এবং দেশীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনিয়োগ সুরক্ষার পাশাপাশি সরকার ঘোষিত ডিজিটাল ডিভাইস রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কম্পিউটার, প্রিন্টার ও টোনার কার্ট্রিজ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।

৩২৯। Laptop কম্পিউটার আমদানিতে মূসক অব্যাহতি রয়েছে। ফলে দেশীয় কম্পিউটার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই Laptop কম্পিউটার আমদানিতে ১৫ শতাংশ মূসক আরোপ করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে পণ্যটি আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মোট করভার হবে ৩১ শতাংশ।

হাই-টেক পার্ক সংক্রান্ত

মাননীয় স্পিকার

৩৩০। হাই-টেক পার্ক-এ কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী উৎপাদনের কাঁচামাল রেয়াতি হারে আমদানির লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে উক্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কতিপয় কাঁচামাল অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

৩৩১। আইসিটি খাত ও হাই-টেক পার্ক এর বিভিন্ন প্রণোদনা (**পরিশিষ্ট খ** এর **সারণি- ৪**) এ তুলে ধরা হয়েছে।

ঙ) অন্যান্য

মাননীয় স্পিকার

৩৩২। বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়, আমদানি নিরুৎসাহিতকরণ, বিলাস পণ্যের নিয়ন্ত্রণ

ও কোভিড পরবর্তী অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিলাসবহুল মোটরগাড়ি ও জীপ এবং ঝাড়বাতি ও লাইট ফিটিংস এর ওপর আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপের মাধ্যমে মোট করভার বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।

Customs Act, 1969 এর সংশোধন

মাননীয় স্পিকার

৩৩৩। বাণিজ্য সহজীকরণ, জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কার্যকর কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিবছর বিদ্যমান The Customs Act, 1969 এ কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়। কাস্টমস বিষয়ক তথ্য আদান প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ, কাস্টমস বিষয়ক সাধারণ অপরাধের ক্ষেত্রে দন্ডের পরিমাণ বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ, বন্ডেড ওয়্যারহাউজের অপারেশন অটোমেটেড পদ্ধতিতে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিদ্যমান Customs Act, 1969 এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি।

কাস্টমস আইনের প্রথম তফসিলে সংশোধন

৩৩৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজীকরণের উদ্দেশ্যে পণ্যের নামকরণ এবং শ্রেণিবিন্যাসজনিত জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে আমদানি-রপ্তানি পণ্যে বিদ্যমান এইচ.এস কোড, বর্ণনা, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদিতে যেসব করণিক ত্রুটি, অসঙ্গতি ও বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়েছে-তা যথাযথভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সংশোধন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক এইচ.এস কোড সৃজন ও যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি (**পরিশিষ্ট খ** এর **সারণি- ৫**)।

মাননীয় স্পিকার

ন্যূনতম মূল্য যৌক্তিকীকরণ, রেগুলেটরি ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক সম্পর্কিতঃ

৩৩৫। আমদানিকৃত পণ্যের সঠিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে যথাযথ রাজস্ব আদায় এবং বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে কতিপয় পণ্যের বিদ্যমান ন্যূনতম মূল্য প্রত্যাহার করা এবং যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩৩৬। প্রস্তাবিত বাজেটে কতিপয় পণ্যের ওপর রেগুলেটরি ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক আরোপের এবং হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৩৩৭। বর্ণিত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে তা ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনে সহায়ক হবে, অর্থনৈতিক কার্যক্রম গতিশীল হবে, ভারী শিল্পের বিকাশ সাধিত হবে, উদ্যোক্তা তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্র তৈরি হবে এবং বিনিয়োগ ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশ কাস্টমসকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ইতোমধ্যে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যার এর আপগ্রেডেশনসহ ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো প্রকল্প, স্বয়ংক্রিয় কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, বন্ড ব্যবস্থাপনা, অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর প্রভৃতি কার্যক্রম চালুকরণ ও অটোমেশনসহ বেশ কিছু কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল কার্যক্রম যথাসময়ে বাস্তবায়িত হলে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরনের পথ সুগম হবে, বিনিয়োগ ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি হবে এবং দেশের অর্থনীতির চাকা অধিকতর সচল হবে। এর ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পথ নকশা অনুযায়ী ২০৩০ এবং ২০৪১ এর অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত হবে।

স্ট্যাম্প অ্যাক্ট

মাননীয় স্পিকার

৩৩৮। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও মোট বাজেট ব্যয়ের সিংহভাগ যোগান আসবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে। রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব একটি উল্লেখযোগ্য খাত হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার এনবিআর বহির্ভূত খাত হতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। স্ট্যাম্প শুল্ক এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণের অন্যতম উৎস হওয়ায় রাজস্ব আহরণের স্বার্থে The Stamp Act, 1899 (Act-II of 1899) এ বর্ণিত শুল্কহার ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১২ সালের ব্যপ্ত পরিসরে বিভিন্ন সময়ে হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৩৩৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ, জ্বালানিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সকল বৃহৎপ্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে, The Stamp Act, 1899 এর বিধান অনুযায়ী এ সকল প্রকল্পের Financial Document এর জন্য প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্কের পরিমাণ অত্যধিক হওয়ায় তা পরিশোধ করা সম্ভব হয়না। ফলে এসকল প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনের বিধান মোতাবেক উক্ত স্ট্যাম্প শুল্ক মওকুফ করতে হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে রাজস্ব আহরণ কম হয়। উন্নয়নের স্বার্থে এ সকল বৃহৎপ্রকল্পের জন্য স্ট্যাম্প শুল্কহার পরিশোধযোগ্য হারে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৩৪০। ২০১২ এর পর স্ট্যাম্প শুল্কহার আর পরিবর্তন করা হয়নি। বিগত বছরগুলোতে দেশের উন্নয়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও বর্তমান মুদ্রাস্ফীতিসহ অন্যান্য প্রেক্ষাপট বিবেচনায় The Stamp Act, 1899 এ বর্ণিত স্ট্যাম্প শুল্কহার খুবই অপ্রতুল। আমি স্ট্যাম্প শুল্কহার বাস্তবতার নিরিখে সময়োপযোগীকরণের জন্য The Stamp Act, 1899 এর ধারা-৩০ এবং তফসিল-১ এর সংশোধনের প্রস্তাব করছি। এর ফলে এ খাত থেকে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাব এবং স্ট্যাম্প শুল্কহার বাস্তবভিত্তিক হবে।

একাদশ অধ্যায়
২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

মাননীয় স্পিকার

৩৪১। এখন আমি চলতি অর্থবছরের বাজেটে জাতিকে প্রদত্ত কিছু মৌলিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতি আলোকপাত করছি

- কোভিড-১৯ এর প্রভাব হতে উত্তরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭১.৫৫ শতাংশ;
- শতভাগ 'বয়স্ক ভাতা' এবং শতভাগ 'বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা নারীদের জন্য ভাতা কার্যক্রম' এর আওতায় সর্বাধিক দারিদ্র্যপ্রবণ ১১২টি উপজেলার পাশাপাশি ২০২১-২০২২ অর্থবছর হতে আরও ১৫০টি উপজেলা সম্প্রসারণ করার ফলে তা মোট ২৬২টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে;
- সর্বশেষ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ অনুযায়ী অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৮ হাজার জন বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ২০ লক্ষ ৮ হাজার জন ভাতাভোগীর জন্য এ বাবদ ২০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দসহ মোট ১,৮২০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে;
- মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ফাস্ট-ট্র্যাক প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি ৬৮.৬০ শতাংশ। পদ্মা সেতুর কার্যক্রম একদম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ২৫ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু যান চলাচলের জন্য উদ্বোধন করবেন;
- করোনা সংকটকালে জীবন রক্ষার কৌশল অবলম্বনের পাশাপাশি শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে এনে অনলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণসহ নানাবিধ সতর্কতামূলক পদক্ষেপের পর এখন একাডেমিক কার্যক্রম পুরোপুরি চালু করা হয়েছে;
- প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে অন্যান্য উদ্যোগের পাশাপাশি 'স্কুল মিল

প্রকল্প', '৬৪ জেলায় মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প,' 'সাপোর্ট টু কোয়ালিটি এনহান্সমেন্ট ইন প্রাইমারি এডুকেশন প্রকল্প', 'কোভিড-১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স প্রকল্প' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৫০৯টি আইসিটি ল্যাব স্থাপন প্রকল্প চলমান রয়েছে;

- চলতি অর্থবছরে পল্লী সেক্টরে কোর রোড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণসহ মোট ৩,১৪০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ এবং এ সকল সড়কে ১৮,৫০০ মিটার ব্রিজ, কালভার্ট সম্প্রসারণ বা নির্মাণ করা হচ্ছে। নির্মিত গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো টেকসই করার জন্য ৮,৫০০ কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং ৩,৮০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে;
- বাংলাদেশ বিমানের আন্তর্জাতিক রুটসমূহ সম্প্রসারণ ও পুনঃপ্রবর্তন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জানুয়ারি ২০২২ এ ঢাকা হতে শারজাহ রুটে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা-টরন্টো, ঢাকা-নারিতা বিমান চলাচলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে;
- উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার 'ঘরে-ঘরে বিদ্যুৎ পৌছে দেয়া' এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে চলতি অর্থবছরের ২১ মার্চ দেশের সকল উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে;
- ৪র্থ শিল্পবিপ্লব কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য দেশে 5G চালুর লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে ৩৯টি হাই-টেক/আইসিটি/আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার গড়ে তোলার কাজ এগিয়ে চলছে;
- পূর্বাচল নতুন শহর এলাকায় বিশাল পরিসরে নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে জানুয়ারি ২০২২ সময়ে মাসব্যাপী ২৬তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) আয়োজন করা হয়েছে;
- রপ্তানিতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ৪৩টি পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান করছে। পোশাক শিল্প খাতে বিদ্যমান বিভিন্ন

রপ্তানি প্রণোদনার সাথে ১ শতাংশ হারে অতিরিক্ত প্রণোদনা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে। ফলে রপ্তানি আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে;

- বৈধ পথে প্রেরিত প্রবাস আয়ের উপর প্রণোদনা ২ শতাংশ হতে বাড়িয়ে ২.৫০ শতাংশ কার্যকর করা হয়েছে;
- মার্চ, ২০২১ হতে মার্চ, ২০২২ সময়ে স্থাপিত ১,৫৭৮টি মেশিনসহ এ যাবৎ মোট ৪,৫৭৮টি প্রতিষ্ঠানে EFD/SDC মেশিন স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে লেনদেনের তথ্য সাথে সাথে জানতে পারে মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে সকল নিবন্ধিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে EFD/SDC স্থাপিত হবে;
- দেশে উৎপাদিত কৃষি পণ্যকে প্রতিরক্ষণের জন্য গাজর, শালগম, কাঁচামরিচ, টমেটো, ক্যাপসিকাম, কমলা আমদানিতে প্রত্যায়িত শুল্কহার ও শুল্ক-কর নির্ধারণযোগ্য মূল্য যৌক্তিক করা হয়েছে। লবণ চাষীদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে;
- মৎস্য, পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে বিদ্যমান সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। দেশীয় মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং গবাদি পশু খামারিদের প্রতিরক্ষণে প্রক্রিয়াজাতকৃত মাংস আমদানিতে শুল্ক হার বৃদ্ধি ও ন্যুনতম শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে;
- করোনাভাইরাস টেস্টিং কিট, বিশেষ ধরনের মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও PPE উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির উপর আমদানি শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, করোনাভাইরাস মোকাবেলায় উক্ত ভাইরাস শনাক্তকরণ RT-PCR কিট প্রস্তুতকরণে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে নতুন করে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
- ঔষধ শিল্পের সুরক্ষায় এবং স্বাস্থ্য খাতকে সুসংহতকরণে চিকিৎসা সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে;

- হৃদযন্ত্রে ত্রুটি নিয়ে জন্ম গ্রহণকারী শিশুদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত Implantable ‘Occluder’ আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতিরক্ষণে উক্ত শিল্প কর্তৃক তৈরিকৃত কয়েকটি পণ্য (Finished Product) আমদানিতে প্রযোজ্য শুল্ককর বৃদ্ধি করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতিরক্ষণে শিল্পের পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কতিপয় উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
- টেক্সটাইল শিল্পকে সুরক্ষিতকরণে Photosensitive Rotary Screen, Temperature Sensor এবং Loaded PCB Board কে রেয়াতি সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রপ্তানি বহুমুখীকরণে সম্ভাবনাময় পাদুকা শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে উক্ত শিল্পের দুটি কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
- দেশীয় এলপি গ্যাস সিলিন্ডার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। Fire Resistant Door প্রস্তুতকারী শিল্পের কাঁচামাল এবং ক্যাবল ও ইন্টারনেট ক্যাবল উৎপাদন শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা ও শুল্কহার হ্রাস করা করা হয়েছে;
- রেফ্রিজারেটর ও এয়ার কন্ডিশনারের কম্প্রেসার, ওয়াশিং মেশিন, টেলিভিশন উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্পের সুরক্ষায় উক্ত শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
- এলইডি লাইট উৎপাদনকারী/সংযোজনকারী শিল্পের বিকাশে উক্ত শিল্পের যন্ত্রাংশ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার হ্রাসের মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে;
- আমদানি বিকল্প দেশীয় জিপসাম বোর্ড ও পার্টিক্যাল বোর্ড প্রস্তুতকারী শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ৩টি কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার হ্রাস করা হয়েছে;
- দেশীয় কম্পিউটার/ল্যাপটপ ও আইসিটি পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিরক্ষণে কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও আইসিটি শিল্পের

কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। আইসিটি খাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে সেলুলার ফোন উৎপাদন উৎসাহিত করা ও সংযোজন শিল্প প্রসারে উক্ত শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা আরও বিনিয়োগবান্ধব ও যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে এবং দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণে ফিচার ফোন আমদানিতে শুল্কহার বৃদ্ধি করা হয়েছে;

- নসিমন, লেগুনার মতো দূর্ঘটনাপ্রবণ যানবাহন ব্যবহার নিরুৎসাহিত করে বিকল্প গণপরিবহন হিসেবে মাইক্রোবাস ব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মাইক্রোবাস আমদানিতে শুল্কহার হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব হাইব্রিড গাড়ির ব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে হাইব্রিড গাড়ি আমদানিতে শুল্কহারের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে;
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের করহার ১৫ শতাংশ করা হয়েছে;
- তৃতীয় লিঙ্গের করদাতার জন্য করমুক্ত সীমা ৩ লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে;
- কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ১০০ (একশত) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গ হতে নিয়োগ করলে উক্ত কর রেয়াত প্রদান করার বিধান করা হয়েছে;
- আয় না থাকলে সম্পদের উপর সারচার্জ পরিশোধের বিধান বাতিল করা হয়েছে;
- সম্পদের উপর ন্যূনতম সারচার্জ বিলোপ করা হয়েছে;
- ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে বিদ্যমান ২২টি খাতের পাশাপাশি Cloud Service, System Integration, e-learning Platform, e-book Publications, Mobile Application Development Service এবং IT Freelancing নামক নতুন খাতসমূহকে করমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে;
- 'Made in Bangladesh' ব্রান্ডিং এ কর প্রণোদনা;
- মেগা শিল্পে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে অন্যূন ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে স্থাপিত অটোমোবাইল (থ্রি হুইলার ও ফোর হুইলার) উৎপাদনকারী

প্রতিষ্ঠানকে ২০ বছরের কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

- হোম ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস উৎপাদনে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানকে দশ বছরের কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ, শাক-সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, শিশু খাদ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাকে এবং কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাকে দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- হালকা প্রকৌশল শিল্পের সকল প্রকার পণ্য যা কেবল শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত হবে এমন উদ্যোক্তাদের দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানে প্রণোদনা;
- শিল্পায়নের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে বিভিন্ন কারিগরি বিষয় এর উপর পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে দশ বছর মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের জন্য মানসম্পন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সুলভ করতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম জেলার বাইরে স্থাপিত এবং অন্যূন ২৫০ শয্যার সাধারণ হাসপাতাল অথবা ২০০ শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের শর্তে হাসপাতালের আয়কে দশ বছরের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- নারী উদ্যোক্তার মালিকানাধীন SME খাতের কোনো প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে;
- ক্ষুদ্র ঋণের সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিতে NGO Affairs Bureau এর পাশাপাশি Micro Credit Regulatory Authority এর সাথে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষুদ্রঋণ হতে আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে;
- দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি সংগ্রহের লক্ষ্যে সুকুক বন্ডের সহজ প্রচলন ও বাজার সৃষ্টিতে ট্রাস্ট বা এসপিভির নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর এবং ট্রাস্ট বা এসপিভির নিকট হতে মূল প্রতিষ্ঠানের বরাবরে সম্পত্তি পুনঃহস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার

মাননীয় স্পিকার

৩৪২। আমি আমার বাজেট উপস্থাপনার প্রায় শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছি।

মাননীয় স্পিকার

৩৪৩। আপনি জানেন, গত পাঁচ দশকে অনেক দিক থেকে বদলে গেছে বাংলাদেশ। কেবল বদলায়নি জাতির পিতার চিরঞ্জীব আদর্শ এবং জাতির জীবনে সর্বক্ষেত্রে তাঁর সজীব উপস্থিতি। তাঁর দেখানো পথেই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সকল মানুষকে সাথে নিয়ে একে একে জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সম্পাদন করে চলেছেন। তাঁর নেতৃত্বে এরই মাঝে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। এমনিভাবে ২০৩০-এ এসডিজি অর্জনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ, ২০৩১-এ উচ্চ-মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ; ২০৪১ সালে একটি জ্ঞানভিত্তিক, সুখী-সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ এবং ২১০০ সালে নিরাপদ বদ্বীপ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্তর মন প্রথিত সোনার বাংলার সুবর্ণ রেখাটি আমরা স্পর্শ করব ইনশাআল্লাহ।

"সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।"

মাননীয় স্পিকার, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

পরিশিষ্ট-ক

সারণিসমূহের তালিকা

সারণি	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	কোভিড-১৯ এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা	১৭৫-১৭৭
২	আর্থ-সামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র	১৭৮
৩	এক দশকের অর্জন	১৭৯
৪	২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	১৮০
৫	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন	১৮১
৬	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ	১৮২
৭	সমগ্র বাজেটের খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ	১৮৩-১৮৪
৮	মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট বরাদ্দ	১৮৫-১৮৬

সারণি ১: কোভিড-১৯ এর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা

ক্র.	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	উপকারভোগী		মন্তব্য
			ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান	
১	২	৩	৪	৫	৬
১	রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল	৫,০০০	৩৮,০০,০০০		রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারি (৫৩% নারী শ্রমিক-কর্মচারি)
২	ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	৭৩,০০০	৭০,২৮,৫৮৭	৪,৫২৯	শিল্প ও সেবা খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (কার্যক্রম চলমান)
৩	ক্ষুদ্র (কুটির শিল্প সহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান	৪০,০০০		১,৫৩,৮৬১	৫,২১২ জন নারী উদ্যোক্তাসহ (কার্যক্রম চলমান)
৪	বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ইডিএফ (Export Development Fund)-এর সুবিধা বাড়ানো	১৭,০০০		১৩,১৯২	কার্যক্রম চলমান
৫	Pre-shipment Credit Refinance Scheme	৫,০০০		১৮০	কার্যক্রম চলমান
৬	চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকমীদের বিশেষ সম্মানি	১৩৮	২৬,৫৪৬		কার্যক্রম চলমান
৭	স্বাস্থ্যবীমা এবং জীবন বীমা	৭৫০	২৪৫		মৃত্যুবরণকারী কর্মচারীর পরিবার
৮	বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ	২,৫০০	১,৬৮,০৩,৪১০		খাদ্য সহায়তাপ্রাপ্ত দরিদ্র পরিবার
৯	১০ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রয়	৭৭০	৪৯,৫৭,০০০		খাদ্য-বান্ধব কর্মসুচির আওতায়
			২১,০০,০০০		শহর এলাকায় কার্ডের মাধ্যমে বিতরণ
১০	লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	১,৩২৬	৩৫,০০,০০০		নির্বাচিত দুঃস্থ নাগরিক
			৪,০৭,০০০		ডেইরি ও পোল্ট্রি খামারি
			৭৮,০০০		মৎস্য খামারি
১১	ভাতা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি	৮১৫	৫,০০,০০০		বয়স্ক ভাতাভোগী (নতুন অন্তর্ভুক্তি)
			৩,৫০,০০০		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতাভোগী (নতুন অন্তর্ভুক্তি)

ক্র.	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	উপকারভোগী		মন্তব্য
			ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান	
১	২	৩	৪	৫	৬
১২	গৃহহীন মানুষদের জন্য গৃহ নির্মাণ	২,১৩০	৯,১৫,৭৮৫		গৃহহীন পরিবার
১৩	কৃষি কাজ যান্ত্রিকীকরণ	৩,২২০	১৯,০৪,১১৫		সুবিধাভোগী কৃষক
১৪	কৃষি ভর্তুকি	৯,৫০০	১,৬৫,০০,০০০		দেশের সকল কৃষক পরিবার
১৫	কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৮,০০০	৩,১৩,৯০৮		কৃষি ফার্ম
১৬	নিম্ন-আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৩,০০০	৫,৩৪,৭৮৯		নিম্ন-আয়ের পেশাজীবী কৃষক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (কার্যক্রম চলমান)
১৭	কর্মসৃজন কার্যক্রম (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, আনসার ও ভিডিপি ব্যাংক এবং PKSF-এর মাধ্যমে)	৩,২০০			বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান
১৮	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এপ্রিল-মে/২০২০ মাসে স্থগিতকৃত ঋণের আংশিক সুদ মওকুফ বাবদ সরকারের ভর্তুকি	২,০০০	৭২,৮০,২৫৩		কার্যক্রম চলমান
১৯	এসএমই খাতের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম	২,০০০		৭৭৫	বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান
২০	তৈরি পোষাক ও চামড়া খাতের শ্রমিকদের সহায়তা	১,৫০০	৯,৭৮৪		বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান
২১	৮ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	১,৫০০			বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান
২২	বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা ১৫০টি উপজেলায় সম্প্রসারণ	১,২০০	৮,০১,০০০		বয়স্ক ভাতাভোগী (নতুন অন্তর্ভুক্তি)
			৪,২৫,০০০		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতাভোগী (নতুন অন্তর্ভুক্তি)
২৩	২য় পর্যায়ে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ	৯৩০	৩০,৪০,৫৪০		বাস্তবায়ন কার্যক্রম শেষ হয়েছে
২৪	দিনমজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং নৌ-পরিবহন শ্রমিকদের জন প্রতি নগদ ২৫০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান।	৪৫০	১৭,২১,৪৮৪		বাস্তবায়ন কার্যক্রম শেষ হয়েছে
২৫	শহর এলাকায় নিম্ন-আয়ের জনসাধারণের সহায়তার লক্ষ্যে বিশেষ ও.এম.এস কার্যক্রম	১৫০			কার্যক্রম চলমান

ক্র.	প্যাকেজের নাম	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	উপকারভোগী		মন্তব্য
			ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান	
১	২	৩	৪	৫	৬
২৬	৩৩৩ ফোন নম্বরে জনসাধারণের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ বরাদ্দ	১০০			কার্যক্রম চলমান
২৭	গ্রামীণ এলাকায় কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও পি.কে.এস.এফ.-এর মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদানের (৪ শতাংশ সুদে) লক্ষ্যে ইতপূর্বে প্রদত্ত ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান।	১,৫০০			বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্প্রতি শুরু হয়েছে
২৮	পর্যটন খাতের হোটেল/ মোটেল/ থিম পার্ক-এর জন্য কর্মচারীদের বেতন/ভাতা পরিশোধের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে ৪ শতাংশ সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সহায়তা প্রদান	১,০০০			কার্যক্রম চলমান
	সর্বমোট	১,৮৭,৬৭৯	৭,২৯,৯৭,৪৪৬	১,৭২,৫৩৭	

তথ্যসূত্র: অর্থ বিভাগ, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক

নোট:

১. বেশ কিছু প্যাকেজের বাস্তবায়ন এখনো চলমান। ফলে প্রকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা সামনের মাসগুলোতে আরও বৃদ্ধি পাবে।

২. ২ ও ৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত প্যাকেজের ক্ষেত্রে অনেক বৃহৎ শিল্প/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখানে কর্মরত শ্রমিক/কর্মীর সংখ্যা সুনির্দিষ্ট জানা না গেলেও প্রকৃত উপকারভোগী ব্যক্তির সংখ্যা অনেক বেশি হবে মর্মে অনুমান করা যায়।

৩. ২৪ থেকে ২৮ নং ক্রমিকের নতুন এই ৫টি প্রণোদনা প্যাকেজ (মোট ৩,২০০ কোটি টাকার) জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ হতে চালু করা হয়েছে।

সারণি ২: আর্থ-সামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র

বছর	প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (বছর)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)	দরিদ্র জনসংখ্যা (%)	অতিদরিদ্র জনসংখ্যা (%)	সাক্ষরতার হার (%)	শিশু (১ বছরের নীচে) মৃত্যু হার (প্রতি হাজার)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০০৬	৬৫.৪	১.৪৯	৩৮.৪	২৪.২	৫২.৩	৪৫.০
২০০৭	৬৬.৬	১.৪৭	৩৬.৮	২২.৬	৫৩.৩	৪৩.০
২০০৮	৬৬.৮	১.৪৫	৩৫.১	২১.০	৫৪.৪	৪১.০
২০০৯	৬৭.২	১.৩৬	৩৩.৪	১৯.৩	৫৫.৫	৩৯.০
২০১০	৬৭.৭	১.৩৬	৩১.৫	১৭.৬	৫৬.৮	৩৬.০
২০১১	৬৯.০	১.৩৭	২৯.৯	১৬.৫	৫৫.৮	৩৫.০
২০১২	৬৯.৪	১.৩৬	২৮.৫	১৫.৪	৫৬.৩	৩৩.০
২০১৩	৭০.৪	১.৩৭	২৭.২	১৪.৬	৫৭.২	৩১.০
২০১৪	৭০.৭	১.৩৭	২৬.০	১৩.৮	৫৮.৬	৩০.০
২০১৫	৭০.৯	১.৩৭	২৪.৮	১২.৯	৬৪.৬	২৯.০
২০১৬	৭১.৬	১.৩৭*	২৪.৩	১২.৯	৭২.৩	২৮.০
২০১৭	৭২.০	১.৩৭*	২৩.১*	১২.১*	৭২.৯	২৪.০
২০১৮	৭২.৩	১.৩৭*	২১.৮*	১১.৩*	৭৩.৯	২২.০
২০১৯	৭২.৬	১.৩৭*	২০.৫*	১০.৫*	৭৪.৭	২১.০
২০২০	৭২.৮	১.৩০*	-	-	৭৫.৬*	২১.০*

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; *প্রাক্কলিত

সারণি ৩: এক দশকের অর্জন

অর্থবছর	জিডিপি প্রবৃদ্ধি	বিনিয়োগ (% জিডিপি)			মাথাপিছু জাতীয় আয় (মা.ড.)	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ওয়াট)	খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ মে.ট.)	মূল্যস্ফীতি (বার্ষিক গড়)
		সরকারি	ব্যক্তিখাত	মোট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০১১-১২	৬.৫২	৫.৭৬	২২.৫০	২৮.২৬	৯৫৫	৮,৭১৬	৩৬৮.৮	৮.৭
২০১২-১৩	৬.০১	৬.৬৪	২১.৭৫	২৮.৩৯	১,০৫৪	৯,১৫১	৩৭২.৭	৬.৮
২০১৩-১৪	৬.০৬	৬.৫৫	২২.০৩	২৮.৫৮	১,১৮৪	১০,৪১৬	৩৮১.৭	৭.৪
২০১৪-১৫	৬.৫৫	৬.৮২	২২.০৭	২৮.৮৯	১,৩১৬	১১,৫৩৪	৩৮৪.২	৬.৪
২০১৫-১৬	৭.১১	৬.৬৬	২২.৯৯	২৯.৬৫	১,৪৬৫	১৪,৪২৯	৩৮৮.২	৫.৯
২০১৬-১৭	৬.৫৯	৭.২৯	২৪.৯৪	৩০.৯	১৮৭৯	১৫,৩৭৯	৩৮৬.৩	৫.৪
২০১৭-১৮	৭.৩২	৬.৮৮	২৫.২৫	৩১.৮	২০৪৩	১৮,৭৫৩	৪০৬.৬৪	৫.৮
২০১৮-১৯	৭.৮৮	৬.৯৬	২৪.০২	৩২.২	২২০৮	২২,০৫১	৪০৯.৯৬	৫.৫
২০১৯-২০	৩.৪৫	৭.২৯	২৩.৭০	৩১.৩	২৩২৬	২৩,৫৪৮	৪১৬.৪৭	৫.৭
২০২০-২১	৬.৯৪	৭.৩২	২৪.০৬	৩১.০	২৫৯১	২৫,২২৭	৪৫২.৯৫*	৫.৬
২০২১-২২সা	৭.২৫	৭.৬২	২৪.৮১	৩১.৬৮	২৮২৪	২৫,৫৬৬	৪৬৫.৮২*	৫.৮
২০২২-২৩* (প্রাক্কলন)	৭.৫০	৬.৬৯	২৪.৯৪	৩১.৫	৩০০৭	২৬,০০০	-	৫.৬

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; বিদ্যুৎ বিভাগ; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়. সা = সাময়িক, স = সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা * প্রাক্কলিত

নোট: ২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের হিসাব ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে হিসাব ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬ অনুসারে

সারণি ৪: ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত ২০২১-২২	২০২১-২২ মার্চ পর্যন্ত প্রকৃত[সা]
১	২	৩	৪
মোট রাজস্ব আয়	**৩,৮৯,০০০**	**৩,৮৯,০০০**	**২,৭০,৬৩৯**
	(১১.৩)	**(৯.৮)**	**(৬.৮)**
এনবিআর রাজস্ব	৩,৩০,০০০	৩,৩০,০০০	২,৩৯,৮৭৭
এনবিআর বহির্ভূত রাজস্ব	১৬,০০০	১৬,০০০	৪,৮৩০
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৪৩,০০০	৪৩,০০০	২৫,৯৩৩
মোট ব্যয়	**৬,০৩,৬৮১**	**৫,৯৩,৫০০**	**২,৬২,৭৯৪**
	(১৭.৫)	**(১৪.৯)**	**(৬.৬)**
পরিচালন আবর্তক ব্যয়	৩,২৮,৮৪০	৩,৪০,৫৭২	১,৮৫,৮০৫
	(৯.৫)	(৮.৬)	(৪.৭)
উন্নয়ন ব্যয়	২,৩৭,০৭৮	২,২১,৯৪৮	৬৩,৮৬৬
	(৬.৯)	(৫.৬)	(১.৬)
তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২,২৫,৩২৪	২,০৯,৯৭৭	৬০,৯৯০
	(৬.৫)	(৫.৩)	(১.৫)
অন্যান্য ব্যয়	৩৭,৭৬৩	৩০,৯৮০	১৩,১২৩
	(১.১)	(০.৮)	(০.৩)
বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	**-২,১৪,৬৮১**	**-২,০৪,৫০০**	**৭,৮৪৪**
	(-৬.২)	**(-৫.১)**	**(০.২)**
অর্থায়ন			
বৈদেশিক উৎস	১,০১,২২৮	৮০,২১২	১৪,১৭৭
	(২.৯)	(২.০)	(০.৪)
অভ্যন্তরীণ উৎস	১,১৩,৪৫৩	১,২৪,২৮৮	-২২০৭২
	(৩.৩)	(৩.১)	(-০.৬)
তন্মধ্যে ব্যাংক উৎস	৭৬,৪৫২	৮৭,২৮৭	২৯,৯৮৯
	(২.২)	(২.২)	(০.৮)
জিডিপি	**৩৪,৫৬,০৪০**[ক]	**৩৯,৭৬,৪৬২**[সা]	**৩৯,৭৬,৪৬২**[সা]

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে জিডিপি'র শতাংশ; ক= বাজেট প্রণয়নকালীন প্রাক্কলিত নামিক জিডিপি; সা = সাময়িক

সারণি ৫: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত ২০২১-২২	বাজেট ২০২১-২২	হিসাব ২০২০-২১
১	২	৩	৪	৫
মোট রাজস্ব আয়	**৪,৩৩,০০০**	**৩,৮৯,০০০**	**৩,৮৯,০০০**	**৩,২৮,৬৬৫**
	(৯.৭)	**(৯.৮)**	**(১১.৩)**	**(৯.৩)**
এনবিআর কর	৩,৭০,০০০	৩,৩০,০০০	৩,৩০,০০০	২,৬৩,৮৮৬
এনবিআর বহির্ভূত কর	১৮,০০০	১৬,০০০	১৬,০০০	৫,৯১৭
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৪৫,০০০	৪৩,০০০	৪৩,০০০	৫৮,৮৬২
মোট ব্যয়	**৬,৭৮,০৬৪**	**৫,৯৩,৫০০**	**৬,০৩,৬৮১**	**৪,৬০,১৬০**
	(১৫.২)	**(১৪.৯)**	**(১৭.৫)**	**(১৩.০)**
পরিচালন আবর্তক ব্যয়	৩,৭৩,২৪২	৩,৪০,৫৭২	৩,২৮,৮৪০	২,৬৫,৮৯৩
	(৮.৪)	(৮.৬)	(৯.৫)	(৭.৫)
উন্নয়ন ব্যয়	২,৫৯,৬১৭	২,২১,৯৪৮	২,৩৭,০৭৮	১,৬৯,৪৯১
	(৫.৮)	(৫.৬)	(৬.৯)	(৪.৮)
তন্মধ্যে,				
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২,৪৬,০৬৬	২,০৯,৯৭৭	২,২৫,৩২৪	১,৬০,৪৯৫
	(৫.৫)	(৫.৩)	(৬.৫)	(৪.৫)
অন্যান্য ব্যয়	৪৫,২০৫	৩০,৯৮০	৩৭,৭৬৩	২৪,৭৭৬
	(১.০)	(০.৮)	(১.১)	(০.৭)
বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	**-২,৪৫,০৬৪**	**-২,০৪,৫০০**	**-২,১৪,৬৮১**	**-১,৩১,৪৯৫**
	(-৫.৫)	**(-৫.১)**	**(-৬.২)**	**(-৩.৭)**
অর্থায়ন				
বৈদেশিক উৎস (অনুদান সহ)	৯৮,৭২৯	৮০,২১২	১,০১,২২৮	৪৮,০৫৬
	(২.২)	(২.০)	(২.৯)	(১.৪)
অভ্যন্তরীণ উৎস	১,৪৬,৩৩৫	১,২৪,২৮৮	১,১৩,৪৫৩	৮২,৫৮৬
	(৩.৩)	(৩.১)	(৩.৩)	(২.৩)
তন্মধ্যে ব্যাংক উৎস	১,০৬,৩৩৪	৮৭,২৮৭	৭৬,৪৫২	৩২,৬৭৩
	(২.৪)	(২.২)	(২.২)	(০.৯)
জিডিপি	**৪৪,৪৯,৯৫৯**[ক]	**৩৯,৭৬,৪৬২**[সা]	**৩৪,৫৬,০৪০**[ক]	**৩৫,৩০,১৮৫**

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে জিডিপি'র শতাংশ দেখানো হয়েছে; ক= বাজেট প্রণয়নকালীন প্রাক্কলিত নামিক জিডিপি; সা= সাময়িক

সারণি ৬: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত ২০২১-২২	বাজেট ২০২১-২২	হিসাব ২০২০-২১	হিসাব ২০১৯-২০	হিসাব ২০১৮-১৯	হিসাব ২০১৭-১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক) মানবসম্পদ							
১ .প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১১,৬৪২	৯,২০৭	৮,০২২	৮,৭৪৬	৬,২৯৯	৬,৩৩৭	৬,৫৪৭
	(৪.৭)	(৪.৪)	(৩.৬)	(৫.৪)	(৪.০)	(৪.২)	(৪.৯)
২. স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	১৫,৮৫১	১৩,০১৪	১৩,০০০	৬,৪২৮	৫,৪৪৩	৬,৫২৪	৬,৪৩১
	(৬.৪)	(৬.২)	(৫.৮)	(৪.০)	(৩.৫)	(৪.৪)	(৪.৮)
৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	১৪,০০১	৮,২৬০	১১,৯২০	৭,৭৮৮	৬,০৫০	৫,৭১৪	৩,৩৭৬
	(৫.৭)	(৩.৯)	(৫.৩)	(৪.৯)	(৩.৯)	(৩.৮)	(২.৫)
৪. অন্যান্য	৩০,৬৭০	২৮,০৯৭	৩৩,২২২	১৭,৮০১	১৮,১০৮	১৮,৮৬৯	১২,২৯০
	(১২.৫)	(১৩.৪)	(১৪.৭)	(১১.১)	(১১.৬)	(১২.৬)	(৯.২)
উপ-মোট:	**৭২,১৬৪**	**৫৮,৫৭৮**	**৬৬,১৬৪**	**৪০,৭৬৩**	**৩৫,৯০০**	**৩৭,৪৪৪**	**২৮,৬৪৪**
	(২৯.৩)	**(২৭.৯)**	**(২৯.৪)**	**(২৫.৪)**	**(২৩.১)**	**(২৫.০)**	**(২১.৪)**
(খ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন							
৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৫,৮৪২	৩৪,৪৪৬	৩৩,৮৯৭	২৭,৮৭১	২৫,৬০১	২৩,৭১৭	২০,৫১৮
	(১৪.৬)	(১৬.৪)	(১৫.০)	(১৭.৪)	(১৬.৪)	(১৫.৯)	(১৫.৪)
৬. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৭,৯৩৮	৭,৫৩৭	৬,৮৭১	৬,০৫৮	৪,৯৪২	৫,৯০০	৪,৫৫৮
	(৩.২)	(৩.৬)	(৩.০)	(৩.৮)	(৩.২)	(৩.৯)	(৩.৪)
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	৪,২৩৯	৩,১২৭	২,৯৫৯	২,২৩৫	১,৬২০	১,৬৭৭	১,৪০০
	(১.৭)	(১.৫)	(১.৩)	(১.৪)	(১.০)	(১.১)	(১.০)
৮. অন্যান্য	৫,৫৭২	৪,৫২০	৫,০৮২	৪,৫১৮	৩,৪২৬	৪,০০৯	৪,১৫২
	(২.৩)	(২.২)	(২.৩)	(২.৮)	(২.২)	(২.৭)	(৩.১)
উপ-মোট:	**৫৩,৫৯১**	**৪৯,৬৩০**	**৪৮,৮০৯**	**৪০,৬৮২**	**৩৫,৫৮৯**	**৩৫,৩০৩**	**৩০,৬২৮**
	(২১.৮)	**(২৩.৬)**	**(২১.৭)**	**(২৫.৩)**	**(২২.৯)**	**(২৩.৬)**	**(২২.৯)**
(গ) জ্বালানি অবকাঠামো							
৯. বিদ্যুৎ বিভাগ	২৪,১৩৯	২২,৮২৭	২৫,৩৪৯	২১,৩৫০	২৩,১৪৭	২১,৫৭০	২৬,৬৭৭
	(৯.৮)	(১০.৯)	(১১.৩)	(১৩.৩)	(১৪.৯)	(১৪.৪)	(২০.০)
১০. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ	১,৭৯৮	১,৫৭৯	২,০১৮	১,৪০৫	২,১২৪	২,১৯২	১,৩৩৪
	(০.৭)	(০.৮)	(০.৯)	(০.৯)	(১.৪)	(১.৫)	(১.০)
উপ-মোট:	**২৫,৯৩৭**	**২৪,৪০৬**	**২৭,৩৬৭**	**২২,৭৫৫**	**২৫,২৭১**	**২৩,৭৬২**	**২৮,০১১**
	(১০.৫)	**(১১.৬)**	**(১২.১)**	**(১৪.২)**	**(১৬.২)**	**(১৫.৯)**	**(২১.০)**
(ঘ) যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৪,৯২৯	১২,৫৭৬	১৩,৫৫৮	৯,০৬৩	১১,৬৩৭	৬,৬৩৫	১০,৫২২
	(৬.১)	(৬.০)	(৬.০)	(৫.৬)	(৭.৫)	(৪.৪)	(৭.৯)
১২ .সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৩১,২৯৬	২৮,২৯৩	২৮,০৪২	২২,৩৮৩	২০,১৯৬	১৮,৫২৫	১৬,১৬১
	(১২.৭)	(১৩.৫)	(১২.৪)	(১৩.৯)	(১৩.০)	(১২.৪)	(১২.১)
১৩ .সেতু বিভাগ	৯,২৯০	৫,৭২৩	৯,৮১৩	৩,৯৪০	৬,৬৮২	৬,২৬৬	৩,২২০
	(৩.৮)	(২.৭)	(৪.৪)	(২.৫)	(৪.৩)	(৪.২)	(২.৪)
১৪. অন্যান্য	১৩,২৩১	৭,৮০৫	৮,০৮৬	৫,৯৩৪	৫,৮৩৭	৪,৪৮৯	২,৭৫৬
	(৫.৪)	(৩.৭)	(৩.৬)	(৩.৭)	(৩.৭)	(৩.০)	(২.১)
উপ-মোট:	**৬৮,৭৪৬**	**৫৪,৩৯৭**	**৫৯,৪৯৯**	**৪১,৩২০**	**৪৪,৩৫২**	**৩৫,৯১৫**	**৩২,৬৫৯**
	(২৭.৯)	**(২৫.৯)**	**(২৬.৪)**	**(২৫.৭)**	**(২৮.৫)**	**(২৪.০)**	**(২৪.৪)**
মোট:	**২,২০,৪৩৮**	**১,৮৭,০১১**	**২,০১,৮৩৯**	**১,৪৫,৫২০**	**১,৪১,১১২**	**১,৩২,৪২৪**	**১,১৯,৯৪২**
	(৮৯.৬)	**(৮৯.১)**	**(৮৯.৬)**	**(৯০.৭)**	**(৯০.৬)**	**(৮৮.৫)**	**(৮৯.৭)**
১৫. অন্যান্য	**২৫,৬২৮**	**২২,৯৬৬**	**২৩,৪৮৫**	**১৪,৯৭৫**	**১৪,৬০৬**	**১৭,১৭০**	**১৩,৭১৫**
	(১০.৪)	**(১০.৯)**	**(১০.৪)**	**(৯.৩)**	**(৯.৪)**	**(১১.৫)**	**(১০.৩)**
মোট এডিপি	**২,৪৬,০৬৬**	**২,০৯,৯৭৭**	**২,২৫,৩২৪**	**১,৬০,৪৯৫**	**১,৫৫,৭১৮**	**১,৪৯,৫৯৪**	**১,৩৩,৬৫৭**

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে মোট এডিপি বরাদ্দের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণি ৭: সমগ্র বাজেটের খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত ২০২১-২২	বাজেট ২০২১-২২	হিসাব ২০২০-২১	হিসাব ২০১৯-২০	হিসাব ২০১৮-১৯	হিসাব ২০১৭-১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক) সামাজিক অবকাঠামো	১,৮৩,৪২৫	১,৬৪,১৪৩	১,৭০,৫১০	১,২৬,৫৬৮	১,১৪,২৮৫	১,১২,৯১৩	৯২,৪১০
	(২৭.১)	(২৭.৭)	(২৮.২)	(২৭.৫)	(২৭.১)	(২৮.৪)	(২৭.০)
মানবসম্পদ							
১. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৩৯,৯৬০	৩২,৪১১	৩৬,৪৮৫	২৯,৬১৫	২৫,৮৭০	২৪,৪৬০	২০,০৮২
	(৫.৯)	(৫.৫)	(৬.০)	(৬.৪)	(৬.১)	(৬.১)	(৫.৯)
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩১,৭৬১	২৮,২২২	২৬,৩১৪	২৩,২১২	২০,৪৬১	১৯,৯১৪	১৮,০৯৯
	(৪.৭)	(৪.৮)	(৪.৪)	(৫.০)	(৪.৮)	(৫.০)	(৫.৩)
৩. স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	২৯,২৮২	২৬,১৬৫	২৫,৯১৪	১৭,১৮৫	১৩,৯২৩	১৪,৫০৭	১৪,১০৯
	(৪.৩)	(৪.৪)	(৪.৩)	(৩.৭)	(৩.৩)	(৩.৬)	(৪.১)
৪. অন্যান্য	৬৬,৫২১	৬১,৫২৪	৬৭,১৩৪	৪৪,৬৭৪	৪২,১২৭	৪২,৩৯৮	৩২,৬৩৬
	(৯.৮)	(১০.৪)	(১১.১)	(৯.৭)	(১০.০)	(১০.৭)	(৯.৫)
উপ-মোট:	**১,৬৭,৫২৪**	**১,৪৮,৩২২**	**১,৫৫,৮৪৭**	**১,১৪,৬৮৬**	**১,০২,৩৮১**	**১,০১,২৭৯**	**৮৪,৯২৬**
	(২৪.৭)	**(২৫.০)**	**(২৫.৮)**	**(২৪.৯)**	**(২৪.২)**	**(২৫.৫)**	**(২৪.৮)**
খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা							
৫. খাদ্য মন্ত্রণালয়	৫,৬৭২	৫,৬৯৮	৪,৭১২	৩,৮৯৪	৪,১২০	৩,৭১০	১,৭৩৬
	(০.৮)	(১.০)	(০.৮)	(০.৮)	(১.০)	(০.৯)	(০.৫)
৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১০,২২৯	১০,১২৩	৯,৯৫১	৭,৯৮৮	৭,৭৮৪	৭,৯২৪	৫,৭৪৮
	(১.৫)	(১.৭)	(১.৬)	(১.৭)	(১.৮)	(২.০)	(১.৭)
উপ-মোট:	**১৫,৯০১**	**১৫,৮২১**	**১৪,৬৬৩**	**১১,৮৮২**	**১১,৯০৪**	**১১,৬৩৪**	**৭,৪৮৪**
	(২.৩)	**(২.৭)**	**(২.৪)**	**(২.৬)**	**(২.৮)**	**(২.৯)**	**(২.২)**
(খ) ভৌত অবকাঠামো	২,০০,৮৬০	১,৭৫,৬২৭	১,৭৯,৬৮১	১,৪১,৩৬১	১,৪৬,৯৪৫	১,৪০,৬২০	১,১৯,৮৫৮
	(২৯.৬)	(২৯.৬)	(২৯.৮)	(৩০.৭)	(৩৪.৮)	(৩৫.৩)	(৩৫.১)
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন							
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	২৪,২২০	১৮,৯৩৯	১৬,১৯৭	১২,৯২৬	১১,৫৩৩	১২,১৭৫	৯,১৫৮
	(৩.৬)	(৩.২)	(২.৭)	(২.৮)	(২.৭)	(৩.১)	(২.৭)
৮. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১০,১৯৬	৯,৫৮৪	৮,৮২৭	৭,৮১৮	৬,৬০৩	৭,৫৫৩	৫,৯২৫
	(১.৫)	(১.৬)	(১.৫)	(১.৭)	(১.৬)	(১.৯)	(১.৭)
৯. স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪১,৭০৭	৩৯,৬১০	৩৯,২১৮	৩২,২১১	২৯,৪৫০	২৭,৮৪২	২৪,০৭০
	(৬.২)	(৬.৭)	(৬.৫)	(৭.০)	(৭.০)	(৭.০)	(৭.০)
১০. অন্যান্য	১০,৬৭৫	৯,৩৬৩	৯,৮৬০	৮,২৮৭	৬,৮৭০	৭,৭০৩	৭,৪৭৩
	(১.৬)	(১.৬)	(১.৬)	(১.৮)	(১.৬)	(১.৯)	(২.২)
উপ-মোট:	**৮৬,৭৯৮**	**৭৭,৪৯৬**	**৭৪,১০২**	**৬১,২৪২**	**৫৪,৪৫৬**	**৫৫,২৭৩**	**৪৬,৬২৬**
	(১২.৮)	**(১৩.১)**	**(১২.৩)**	**(১৩.৩)**	**(১২.৯)**	**(১৩.৯)**	**(১৩.৬)**
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	২৬,০৬৫	২৪,৫১৮	২৭,৪৮৪	২২,৮৪০	৩৩,১৩২	৩৪,৪৩৩	২৮,২০৩
	(৩.৮)	(৪.১)	(৪.৬)	(৫.০)	(৭.৮)	(৮.৭)	(৮.৩)
যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. সড়ক বিভাগ	৩৬,৬৪৮	৩২,৯৯৬	৩২,৯৪২	২৬,৩২১	২৩,৫৮০	২১,৮৩১	১৯,৫৭৪
	(৫.৪)	(৫.৬)	(৫.৫)	(৫.৭)	(৫.৬)	(৫.৫)	(৫.৭)
১২. রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৮,৮৫৩	১৬,৩৫৪	১৭,৫৪৩	১১,৯৬৭	১৪,৯১৬	৯,৬৪৩	১৩,৪৪৯
	(২.৮)	(২.৮)	(২.৯)	(২.৬)	(৩.৫)	(২.৪)	(৩.৯)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত ২০২১-২২	বাজেট ২০২১-২২	হিসাব ২০২০-২১	হিসাব ২০১৯-২০	হিসাব ২০১৮-১৯	হিসাব ২০১৭-১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩. সেতু বিভাগ	৯,২৯৭	৫,৭২৯	৯,৮২০	৩,৯৪৩	৬,৬৮৪	৬,৩১৭	৩,২৪২
	(১.৪)	(১.০)	(১.৬)	(০.৯)	(১.৬)	(১.৬)	(০.৯)
১৪. অন্যান্য	১৪,২২৮	৮,৮৬৬	৯,১৬৯	৬,৬৫৪	৬,৫৮৫	৫,১৫৮	৩,৩৪০
	(২.১)	(১.৫)	(১.৫)	(১.৪)	(১.৬)	(১.৩)	(১.০)
উপ-মোট:	**৭৯,০২৬**	**৬৩,৯৪৫**	**৬৯,৪৭৪**	**৪৮,৮৮৫**	**৫১,৭৬৫**	**৪২,৯৪৯**	**৩৯,৬০৫**
	(১১.৭)	**(১০.৮)**	**(১১.৫)**	**(১০.৬)**	**(১২.৩)**	**(১০.৮)**	**(১১.৬)**
১৫. অন্যান্য সেক্টর	৮,৯৭১	৯,৬৬৮	৮,৬২১	৮,৩৯৪	৭,৫৯২	৭,৯৬৫	৫,৪২৪
	(১.৩)	(১.৬)	(১.৪)	(১.৮)	(১.৮)	(২.০)	(১.৬)
(গ) সাধারণ সেবা	১,৫৩,২০৮	১,৩৪,৬১৫	১,৪৫,১৫০	**৮৮,০৩৪**	**৮০,৯০২**	৭৯,৪১৮	**৭৬,৪৭২**
	(২২.৬)	(২২.৭)	(২৪.০)	(১৯.১)	(১৯.২)	(২০.০)	(২২.৪)
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	৩১,১৫২	২৯,১৪৮	২৯,১২৩	২৪,৪১৫	২৩,৪৪৭	২৬,৯৬৩	২২,৪৫৬
	(৪.৬)	(৪.৯)	(৪.৮)	(৫.৩)	(৫.৬)	(৬.৮)	(৬.৬)
১৬. অন্যান্য	১,২২,০৫৬	১,০৫,৪৬৭	১,১৬,০২৭	৬৩,৬১৯	৫৭,৪৫৫	৫২,৪৫৫	৫৪,০১৬
	(১৮.০)	(১৭.৮)	(১৯.২)	(১৩.৮)	(১৩.৬)	(১৩.২)	(১৫.৮)
মোট:	**৫,৩৭,৪৯৩**	**৪,৭৪,৩৮৫**	**৪,৯৫,৩৪১**	**৩,৫৫,৯৬৩**	**৩,৪২,১৩২**	**৩,৩২,৯৫১**	**২,৮৮,৭৪০**
	(৭৯.৩)	**(৭৯.৯)**	**(৮২.১)**	**(৭৭.৪)**	**(৮১.০)**	**(৮৩.৭)**	**(৮৪.৫)**
(ঘ) সুদ পরিশোধ	৮০,৩৭৫	৭১,২৪৪	৬৮,৫৮৯	৭০,৬০৬	৫৮,৩১৬	৫০,০৭৮	৪২,২৭৯
	(১১.৯)	(১২.০)	(১১.৪)	(১৫.৩)	(১৩.৮)	(১২.৬)	(১২.৪)
(ঙ) পিপিপি ভর্তুকি ও দায়	৫৩,১৫৫	৪২,৯৪৬	৩৪,৬৪৮	২৮,৭৫২	১৮,৪৭৭	১৩,১৬৭	৩,৫০৪
	(৭.৮)	(৭.২)	(৫.৭)	(৬.২)	(৪.৪)	(৩.৩)	(১.০)
(চ) নীট ঋণ দান ও অন্যান্য	৭,০৪১	৪,৯২৫	৫,১০৩	৪,৮৩৯	৩,৫৩১	১,৭০১	৭,২৭০
	(১.০)	(০.৮)	(০.৮)	(১.১)	(০.৮)	(০.৪)	(২.১)
মোট বাজেট:	**৬,৭৮,০৬৪**	**৫,৯৩,৫০০**	**৬,০৩,৬৮১**	**৪,৬০,১৬০**	**৪,২২,৪৫৬**	**৩,৯৭,৮৯৭**	**৩,৪১,৭৯৩**

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে মোট বাজেটের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণি ৮: মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত ২০২১-২২	বাজেট ২০২১-২২
১	২	৩	৪
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	৩১	২৭	৩০
জাতীয় সংসদ	৩৪১	৩১৫	৩৩৬
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৫,৭৭৫	৪,৪০৮	৩,৯০৭
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১৩৭	১৯১	২৩৯
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	২৩০	২২৪	২২৫
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	১,৫৩৯	১,৮০৪	১,৭২৯
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৪,০৭৪	৩,৪৬১	৩,৭৫৮
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন	১২৩	৯৬	১১৫
অর্থ বিভাগ	১৯০,৭১৩	১৫৯,৯৫১	১৫৭,৬৪২
বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	২৯১	২৭৪	২৮৩
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৩,৪৭৮	২,৭৫৩	৩,১২৪
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২,৮৫২	২,৬৩৮	২,৫৫৯
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৮,০৯৩	৬,৭৫০	৬,৯৮১
পরিকল্পনা বিভাগ	১,৩৬৪	১৮৫	১,১৩৩
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	২৭৪	২০৮	২৫৭
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৪১০	১,৬২১	১,৬৭৩
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৫৪৫	৩৮০	৬৮৩
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১,৬৫১	১,৫৯১	১,৬৫৬
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৪০,৩৬০	৩৭,৫৩৩	৩৭,৬৯১
সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ	৪৫	৪৮	৪৪
আইন ও বিচার বিভাগ	১,৯২৪	১,৮২২	১,৮১৫
জননিরাপত্তা বিভাগ	২৪,৫৯৪	২৩,২৫৯	২৩,০৮০
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	৪০	৩৬	৩৬
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩১,৭৫৯	২৮,২২১	২৬,৩১১
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৩৯,৯৬১	৩২,৪১২	৩৬,৪৮৬
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৬,৬১৪	১৬,৪৫৮	২১,২০৪
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	২৯,২৮২	২৬,১৬৫	২৫,৯১৪
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১,৯১৬	১,৬৪২	১,৭২১
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১০,১৯৮	৯,০২১	৯,১২৪
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪,২৯০	৪,১০৩	৪,১৯১
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩৫৭	৩৬০	৩৬৫
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৬,৮২১	৬,৮৪৩	৬,৩৪৫
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	১,০৯৯	১,০৬১	১,০০৮
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৬৩৭	৫৭৯	৫৮৭

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত ২০২১-২২	বাজেট ২০২১-২২
১	২	৩	৪
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২,৩৫৩	২,৫২৩	২,২৪০
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১,২৭৫	১,২৫৮	১,১১৫
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪১,৭০৭	৩৯,৬১১	৩৯,২১৯
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১,৬৪৫	১,৬০১	১,৭৯১
শিল্প মন্ত্রণালয়	১,৫২১	২,২১১	১,৫৮৫
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৯৯০	৭১৪	৭০২
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৬২৮	৮৩৮	৬৯২
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১,৮৭০	১,৬৪৫	২,০৮৬
কৃষি মন্ত্রণালয়	২৪,২২৪	১৮,৯৪৪	১৬,২০১
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৩,৮০৮	৩,১৯৬	৩,৪৩৭
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	১,৫০১	১,২২২	১,২২১
ভূমি মন্ত্রণালয়	২,৩৮১	২,০২৫	২,২২৫
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১০,১৯৬	৯,৫৮৪	৮,৮২৭
খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬,২১৩	৫,৮৩৩	৫,৩১০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১০,২২৯	১০,১২৪	৯,৯৫১
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৩৬,৬৪৮	৩২,৯৯৬	৩২,৯৪২
রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৮,৮৫২	১৬,৩৫১	১৭,৪৮৬
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	৭,২২৪	৪,৪৮১	৫,১৩৭
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৭,০০৪	৪,৩৮৫	৪,০৩২
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	২,৪৮৭	১,৯৩২	২,৫৪৯
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১,৩৩৮	১,৩১৪	১,১৮২
বিদ্যুৎ বিভাগ	২৪,১৯৬	২২,৮৭৪	২৫,৩৯৮
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৬,৯৮৪	৬,৭৪৪	৬,৩৪৩
দুর্নীতি দমন কমিশন	১৭৮	১৩৬	১৫৯
সেতু বিভাগ	৯,২৯৭	৫,৭২৯	৯,৮২০
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৯,৭২৮	৯,০১০	৯,১৫৪
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৪,১৮৭	৩,৬৬৯	৩,৮০৮
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৭,৫৮২	৬,১১০	৬,৮১৭
মোট	**৬,৭৮,০৬৪**	**৫,৯৩,৫০০**	**৬,০৩,৬৮১**

উৎস: অর্থ বিভাগ

পরিশিষ্ট-খ

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক সংক্রান্ত সারণিসমূহের তালিকা

সারণি	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
সারণি-১	কৃষিখাত	১৮৯-১৯০
সারণি-২	স্বাস্থ্যখাত	১৯০-১৯১
সারণি-৩	শিল্পখাত	১৯১-১৯৬
সারণি-৪	আইসিটি খাত	১৯৭-১৯৮
সারণি-৫	ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ	১৯৯-২০৮
i.	শুল্ক-করের হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত	১৯৯-২০৪
ii.	যে সকল H.S. Code এর বর্ণনায় পরিবর্তন, সংশোধন, বিভাজন, একীভূতকরণ এবং নতুন H.S. Code সৃজন করা হয়েছে	২০৪-২০৮

সারণি-১: কৃষি খাতে প্রণোদনা

ক) নতুন যে সকল HS Code সৃজন করা হয়েছে:

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description	Existing RD Rate	Proposed RD Rate
1	2	3	4	5	6
1	10.06	1006.30.11	Fortified rice kernels: Bashmoti Rice	85%	85%
2		1006.30.91	Other: Bashmoti Rice	62.5%	62.5%

খ) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) হ্রাস করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1	2	3	4	5
1	1109.00.00	Wheat Gluten, whether or not dried	25	15
2	1703.10.00	Cane molasses	15	10
3	8418.69.96	Chiller imported by Industrial IRC holder, VAT compliant cold storage	25	10

গ) যে সকল পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1	2	3	4	5
1	0406.10.00	Cheese and Curd	0	20
2	0406.20.00			
3	0406.30.00			
4	0406.40.00			
5	0406.90.00			

ঘ) পোল্ট্রি/ডেইরি/ফিস ফিড উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১২৮/২০২০ তে যে সকল উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description
1	2	3
1	9027.89.00	Test kits for use in poultry
2	1703.10.00	Cane molasses, feed grade
3	1703.90.00	Other molasses, feed grade

ঙ) কৃষি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১২৯/২০২০ যে সকল উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description
1	2	3
1	8433.51.00	Combaine Harvester-Threshers
2	8433.52.00	Threshing machinery for agricultural produce।

চ) কৃষি কাজে ব্যবহৃত কীটনাশক প্রস্তুতে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১৮৬/২০২০ যে সকল উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description
1	2	3
1	2903.99.00	1-methyl-2-pyrrolidone
2	2905.19.00	1-hexanol
3	2903.19.00	Polyoxyethylene sorbitan mono-oleate
4	1515.30.00	Castor oil ethoxylated
5	2707.50.90	Solvesso 100
6	2707.50.90	Solvesso 150ND (mixture of Aromatic hydrocarbon)
7	2905.17.00	Stearyl-alcohol ethoxilated

সারণি-২: স্বাস্থ্য খাত

ক) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) হ্রাস করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1	2	3	4	5
1	8506.60.10	Air-zinc battery for hearing aid	25	5

খ) যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে VAT অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
1	2	3	4	5
1	8713.90.00	Wheel chair	15	0

গ) যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে AT অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
1	2	3	4	5
1	8713.90.00	Wheel chair	5	0

ঘ) যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে AIT অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
1	2	3	4	5
1	8713.90.00	Wheel chair	5	0

সারণি-৩: শিল্প খাত

ক) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) হ্রাস করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1	2	3	4	5
1	0801.31.90	Other Cashew nuts in shell	25	1
2	0801.32.90	Other Cashew nuts Shelled	25	5
3	0905.10.10	Vanilla Neither crushed or ground wrapped/canned upto 2.5 kg	25	15
4	0905.10.90	Vanilla Neither crushed or ground other	25	15
5	2905.11.10	Methanol HPLC	15	10
6	3808.92.99	Fungicides Nes excluding in bulk	25	10
7	3824.99.60	Other Desiccant	25	10
8	4011.30.00	New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on aircraft	5	1
9	7309.00.10	Silo imported by Industrial IRC holder VAT compliant food manufacturing industry	10	5
10	8421.21.95	Sewage treatment plant (STP)	25	5
11	8511.10.10	Sparking plug used for exclusively aircraft and helicopter engine	10	1
12	9406.10.00	Prefabricated buildings of wood	25	15

খ) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1	2	3	4	5
1	0106.31.00	Birds of prey	5	25
2	0106.32.00	Psittaciformes (including parrots, parakeets, Macaws and Cockatoos)	5	25
3	0106.33.00	Ostriches; emus (Dromaius novaehollandiae)	5	25
4	0106.39.00	Other	5	25
5	2706.00.19	Other Crude tar	5	15
6	4010.11.00	Reinforced only with metal	1	5
7	4010.12.00	Reinforced only with textile materials	1	5
8	4010.19.00	Other	1	5

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1	2	3	4	5
9	5910.00.00	Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or other material.	1	5
10	7217.10.00	Not plated or coated, whether or not polished	5	10
11	7217.30.00	Plated or coated with other base metals	5	10
12	7305.11.00	Longitudinally submerged arc welded	15	25
13	7305.12.00	Other, longitudinally welded	15	25
14	7305.19.00	Other	15	25
15	7305.20.00	Casing of a kind used in drilling for oil or gas	15	25
16	8311.30.00	Coated rods and cored wire, of base metal, for soldering, brazing or welding by flame	10	15
17	8311.90.00	Other	10	15
18	8421.21.20	Domestic type water purifying apparatus/machine	1	10
19	8428.10.00	Lifts and skip hoists	1	5
20	8442.50.20	Printing plates	1	10
21	8470.50.00	Cash registers	0	10
22	8501.10.10	Fan motor fitted with revolving mechanism not exceeding 37.5 W	10	15
23	8501.10.90	Other motor not exceeding 37.5 W	10	15
24	8501.20.91	Other Universal AC/DC motor Of an output exceeding 37.5 W but not exceeding 750 W	10	15
25	8501.31.00	Other DC motors of a output not exceeding 750 W	10	15
26	8501.40.10	AC motor single-phase of an output not exceeding 750 W	10	15
27	8501.51.00	Other AC motor multi-phase of an output not exceeding 750 W	10	15
28	8504.40.10	Mobile and other battery charger (less than 10 VA)	15	25
29	8541.49.10	Solar modules or panels	0	1
30	9028.90.10	Parts of kilowatt-hour meter	10	15
31	9613.90.00	Parts of lighter	15	25

গ) যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক আরোপ/ হ্রাস/ বৃদ্ধি/ প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1	2	3	4	5
1	2101.11.00	Extracts, essences and concentrates	0	20

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1	2	3	4	5
2	2101.12.00	Preparations with a basis of extracts essences or concentrates or with a basis of coffee	0	20
3	2101.20.00	Extracts, essences and concentrates, of tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate	0	20
4	2101.30.00	Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof	0	20
5	4823.69.90	Paper Cup, Plate, Bowl	0	20
6	6117.80.90	Other made up clothing accessories, knitted or crocheted	0	45
7	7307.11.00	GI Fittings	0	20
8	7307.19.00			
9	7307.99.90			
10	7318.11.00	Coach screws	0	20
11	7318.12.00	Other wood screws	0	20
12	7318.13.00	Screw hooks and screw rings	0	20
13	7318.14.00	Self-tapping screws	0	20
14	7318.15.10	Other screws and bolts flus type tower bolt imported by Industrial IRC holder VAT compliant fire-resistant door manufacturers	0	20
15	7607.20.99	Aluminium Foil (Backed by others)	0	20
16	8544.70.00	Optical fibre cables	0	10
17	8711.30.10 8711.30.90	ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২৫১ সিসি হইতে ৫০০ সিসি পর্যন্ত	0	100
18	8711.40.10 8711.40.90	ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৫০১ সিসি হইতে ৮০০ সিসি পর্যন্ত	0	100
19	8711.30.20	টু স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২৫১ সিসি হইতে ৫০০ সিসি পর্যন্ত	0	250
20	8711.50.10 8711.50.90	ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৮০০ সিসি এর উর্ধ্বে	0	100
21	8711.40.20	টু স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৫০১ সিসি হইতে ৮০০ সিসি পর্যন্ত	0	250
22	8711.50.20	টু স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৮০০ সিসি এর উর্ধ্বে	0	250
23	9401.90.00	Parts of seats	0	10
24	9613.10.00	Pocket lighters, gas fuelled, non-refillable	0	10
25	9613.20.00	Pocket lighters, gas fuelled, refillable	0	10
26	9613.80.00	Other lighters	0	10

ঘ) যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে VAT আরোপ করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
1	2	3	4	5
1	8443.32.10	Computer printer	0	15
2	8443.99.10	Toner cartridge/Inkjet cartridge for computer printer	0	15
3	8471.30.00	Portable automatic data processing machines, weighing not more than 10 kg, consisting of at least a central processing unit, a keyboard and a display	0	15

ঙ) মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ৭৫/২০২২ হতে যে সকল পণ্য প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1	2	3	4	5
1	8428.10.00	Lifts and skip hoists	1	5
2	8442.50.20	Printing plates	1	10
3	4010.11.00	Conveyor belts or belting: Reinforced only with metal	1	5
4	4010.12.00	Conveyor belts or belting: Reinforced only with textile materials	1	5
5	4010.19.00	Conveyor belts or belting: Other	1	5
6	5910.00.00	Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or other meterial.	1	5
7	8421.21.20	Domestic type water purifying apparatus/machine	1	10
8	8470.50.00	Cash registers	0	10

চ) শিল্পের কাঁচামাল সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১১৪/২০২১ এ যে সকল পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%) in BCT	Proposed Rate (%) in SRO
1	2	3	4	5
1	2507.00.11	China clays Imported by industrial IRC holder VAT compliant tiles & Sanitary products manufacturing industry	CD- 15	CD- 5
2	2508.40.11	Ball clays Imported by industrial IRC holder VAT compliant tiles & Sanitary products manufacturing industry	CD- 15	CD- 5

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%) in BCT	Proposed Rate (%) in SRO
1	2	3	4	5
3	2706.00.11	Crude tar imported by Industrial IRC holder VAT compliant tar manufacturing industries	CD- 15	CD- 5
4	2917.39.10	Purified Isophtalic Acid (IPA) imported by Industrial IRC holder VAT compliant petro chemical industry	CD – 25 SD – 20	CD – 15 SD- 0
5	3215.11.10	Flexo/Gravure in liquid form imported by Industrial IRC holder VAT compliant manufacturing industry	CD –25	CD –15
6	3215.19.10	Flexo/Gravure in liquid form imported by Industrial IRC holder VAT compliant manufacturing industry	CD –25	CD –15
7	3824.99.91	Thermal coating slurry imported by Industrial IRC holder VAT compliant paper manufacturering industries	CD –25	CD –15
8	7007.19.10	UL marked glass Imported by industrail IRC holder VAT compliant fire door manufacturing industry	SD – 20	SD – 0
9	7213.99.10	Wire rod imported by Industrial IRC holder VAT compliant electrode or wire drawing manufacturing industry	CD-5 SD-45	CD-5 SD-0
10	7219.11.10	Flat-rolled products of a thickness exceeding 10 mm imported by Industrial IRC holder VAT compliant cold rolled stainless steel in coils manufacturing industry	CD-10	CD-5
11	7219.12.10	Flat-rolled products of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm Imported by Industrial IRC holder VAT compliant cold rolled stainless steel in coils manufacturing industry	CD-10	CD-5
12	7219.13.10	Flat-rolled products of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm Imported by Industrial IRC holder VAT compliant cold rolled stainless steel in coils manufacturing industry	CD-10	CD-5
13	7219.14.10	Flat-rolled products of a thickness of less than 3 mm Imported by Industrial IRC holder VAT compliant cold rolled stainless steel in coils manufacturing industry	CD-10	CD-5
14	7308.90.91	Metal frames for LCD/LED TV panel imported by Industrial IRC holder VAT compliant TV manufacturing industry	CD-25	CD-10

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%) in BCT	Proposed Rate (%) in SRO
1	2	3	4	5
15	7227.90.20	M.S. bars and rods imported by Industrial IRC holder VAT compliant electrode or wire drawing manufacturing industry	CD-10	CD-5
16	7318.15.10	Flus type tower bolt imported by Industrial IRC holder VAT compliant fire-resistant door manufacturing industry	CD- 15 SD-0	CD-15 SD-20
17	7318.22.10	Rotor washers imported by Industrial IRC holder VAT compliant electric fan motor or water pump motor manufacturing industry	CD-25	CD-5
18	8544.11.10	Winding wire of copper imported by Industrial IRC holder VAT compliant transformer and compressor manufacturing industry	CD-25	CD-10

ছ) শিল্পের কাঁচামাল সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১১৪/২০২১ এ যে সকল পণ্য প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description
1	2	3
1	0801.31.90	Cashew Nuts, In Shell, Fresh or Dried in bulk imported by Industrial IRC holder VAT compliant Cashew nuts processing industries
	7225.99.10	Metal frame for LCD/LED TV panel imported by Industrial IRC holder VAT compliant TV manufacturers

জ) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১২২/২০২১ এ যে সকল পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%) in BCT	Proposed Rate (%) in SRO
1	2	3	4	5
1	7229.90.00	Wire of other alloy steel: Other	10	3

সারণি-৪: আইসিটি খাত

ক) স্থানীয়ভাবে কম্পিউটার উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল/উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১১৬/২০২১ এ যে সকল উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

H.S. Code	Description
2	3
3926.90.99	Trigger Button (Cover part), Controller Upper case/bottom case, LCD button, Controller LED cover, Propeller, Propeller Guard, Landing skid, Battery Cover, Lock the camera plug, LED Cover (Red), LED Cover (Green), Motor holder & lock, Motor cover & the body bottom, Blades, Controller Stick base, Controller stick cover, Function Buttom Cover, Power Switch Cover, Adjust Switch Cover, Controller battery Cover, Antenna Cover, Middle frame, Battery Holder.
4811.41.90	QR Code Sticker
4901.99.90	User Manual
5911.90.00	Screen Printing Mesh.
7216.21.00	L-Angle
7318.15.90	Main Board bolt
8423.90.00	LCD, Back Light, Connection Strap, Short feet feature, short feet negative, Snap dome, Sheetmetal, Grub Screw, Circuit Board, The battery Door
8423.82.90	Sensor
8505.90.00	Electro-Magnetic Driver Unit
8531.20.00	Light Emitting Diodes (LED)
8536.10.00	Fuse; thermal cutoffs (thermal fuses)
8536.50.00	Tactile Button; Exit Button
8536.49.90	Relay
8536.69.90	Wire terminals/fasten terminals; Fuse Holders; Silicone plug
8536.90.90	Wire crimp connectors; terminals

খ) যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে VAT আরোপ করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
1	2	3	4	5
1	8443.32.10	Computer printer	0	15
2	8443.99.10	Toner cartridge/Inkjet cartridge for computer printer	0	15
3	8471.30.00	Portable automatic data processing machines, weighing not more than 10 kg, consisting of at least a central processing unit, a keyboard and a display	0	15

গ) হাই-টেক পার্কে কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল/উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১৫/২০১৯ এ যে সকল উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

H.S. Code	Description
2	3
3926.90.99	Laptop Packaging Mountings
8414.59.90	Internal Fan/Heat Sink
8471.60.90	Touch Pad and Sticker
8473.30.00	Computer/Laptop Motherboard/PCBA/SOC
8473.30.00	Shell material (including keyboard)
8473.30.00	Memory, SSD, HDD, CPU, WIFI
8473.30.00	Shell material, keyboard, Mouse
8473.30.90	LCD, HDMI, Ribbon cables
8473.30.90	40 pin fpc
8518.29.00	Speaker
8473.30.90	Magnet
8504.40.13	Power adapter
8507.60.00	Battery
85.24 (সংশ্লিষ্ট HS Code)	LED/LCD/Touch Panel
8534.10.85	Printed Circuit Boards (PCB)
8544.49.00	Touch panel cable, LCD Cable
9025.80.90	Sensors & Accessories

ঘ) কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী আমদানি প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১২৫-আইন/২০২০/৭৬/কাস্টমস,তারিখ: ৩ জুন, ২০২০ এর টেবিল হতে যে সকল পণ্য প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description
1	2	3
1	8443.32.10	Computer printer
2	8443.99.10	Toner cartridge/Inkjet cartridge for computer printer
3	8471.30.00	Portable automatic data processing machines, weighing not more than 10 kg, consisting of at least a central processing unit, a keyboard and a display
4	8471.41.00	Other automatic data processing machines: Comprising in the same housing at least a central processing unit and an input and output unit, whether or not combined
5	8471.49.00	Other automatic data processing machines: presented in the form of systems

সারণি-৫: ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ

ক) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) হ্রাস করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1	2	3	4	5
1	0801.31.90	Other cashew nuts in shell	25	1
2	0801.32.90	Other cashew nuts Shelled	25	5
3	0905.10.10	--- Vanilla neither crushed or ground wrapped/canned upto 2.5 kg	25	15
4	0905.10.90	Vanilla neither crushed or ground other	25	15
5	1109.00.00	Wheat gluten, whether or not dried.	25	15
6	1703.10.00	- Cane molasses	15	10
7	2905.11.10	Methanol HPLC	15	10
8	3808.92.99	Fungicides Nes excluding in bulk	25	10
9	3824.99.60	Other desiccant	25	10
10	4011.30.00	New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on aircraft	5	1
11	7309.00.10	--- Silo imported by Industrial IRC holder VAT compliant food manufacturering industry	10	5
12	8418.69.96	Chiller imported by Industrial IRC holder VAT compliant cold storage	25	10
13	8421.21.95	Sewage treatment plant (STP)	25	5
14	8506.60.10	Air-zinc battery for hearing aid	25	5
15	8511.10.10	Sparking plug used for exclusively aircraft and helicopter engine	10	1
16	9406.10.00	Prefabricated buildings of wood	25	15

খ) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1	2	3	4	5
1	0106.31.00	-- Birds of prey	5	25
2	0106.32.00	-- Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos)	5	25
3	0106.33.00	-- Ostriches; emus (Dromaius Novaehollandiae)	5	25
4	0106.39.00	-- Other	5	25
5	2507.00.19	Other	5	15
6	2507.00.90	Other	5	15
7	2508.40.19	Other	5	15
8	2508.40.90	Other	5	15

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1	2	3	4	5
9	2706.00.11	Crude tar Imported by Industrial IRC holder VAT compliant tar manufacturering industres	5	15
10	2706.00.19	Other Crude tar	5	15
11	4010.11.00	Reinforced only with metal	1	5
12	4010.12.00	Reinforced only with textile materials	1	5
13	4010.19.00	Other	1	5
14	5910.00.00	Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or other meterial.	1	5
15	7217.10.00	Not plated or coated, whether or not polished	5	10
16	7217.30.00	Plated or coated with other base metals	5	10
17	7305.11.00	Longitudinally submerged arc welded	15	25
18	7305.12.00	Other, longitudinally welded	15	25
19	7305.19.00	Other	15	25
20	7305.20.00	Casing of a kind used in drilling for oil or gas	15	25
21	8311.30.00	Coated rods and cored wire, of base metal, for soldering, brazing or welding by flame	10	15
22	8311.90.00	Other	10	15
23	8421.21.20	Domestic type water purifying apparatus/machine	1	10
24	8428.10.00	- Lifts and skip hoists	1	5
25	8442.50.20	Printing plates	1	10
26	8470.50.00	Cash registers	0	10
27	8501.10.10	Fan motor fitted with revolving mechanism not exceeding 37.5 W	10	15
28	8501.10.90	Other motor not exceeding 37.5 W	10	15
29	8501.20.91	Other Universal AC/DC motor Of an output exceeding 37.5 W but not exceeding 750 W	10	15
30	8501.31.00	Other DC motors of a output not exceeding 750 W	10	15
31	8501.40.10	AC motor single-phase of an output not exceeding 750 W	10	15
32	8501.51.00	Other AC motor multi-phase of an output not exceeding 750 W	10	15
33	8504.40.10	Mobile and other battery charger (less than 10 VA)	15	25

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1	2	3	4	5
34	8541.49.10	Solar modules or panels	0	1
35	9028.90.10	Parts of kilowatt-hour meter	10	15
36	9613.90.00	Parts of lighter	15	25

গ) যে সকল পণ্যে রেগুলেটরি ডিউটি (Regulatory Duty) আরোপ অথবা হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description	RD Rate	RD Rate
1	2	3	4	5	6
1	28.11	2811.21.00	Carbon dioxide	15%	5%

ঘ) যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক আরোপ/ হ্রাস/ বৃদ্ধি/ প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1	2	3	4	5
1	4823.69.90	Paper Cup, Plate, Bowl	0	20
2	6117.80.90	Other made up clothing accessories, knitted or crocheted	0	45
3	7307.11.00	GI Fittings	0	20
4	7307.19.00			
5	7307.99.90			
6	7318.11.00	Coach screws	0	20
7	7318.12.00	Other wood screws	0	20
8	7318.13.00	Screw hooks and screw rings	0	20
9	7318.14.00	Self-tapping screws	0	20
10	7318.15.10	Other screws and bolts flus type tower bolt imported by Industrial IRC holder VAT compliant fire-resistant door manufacturers	0	20
11	7607.20.99	Aluminium Foil (Backed by others)	0	20
12	8544.70.00	Optical fibre cables	0	10
13	9401.90.00	Parts of seats	0	10
14	0406.10.00	Cheese and Curd.	0	20
15	0406.20.00			
16	0406.30.00			
17	0406.40.00			
18	0406.90.00			
19	2101.11.00	-- Extracts, essences and concentrates	0	20
20	2101.12.00	-- Preparations with a basis of extracts essences or concentrates or with a basis of coffee	0	20

Sl. No.	H.S.Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1	2	3	4	5
21	2101.20.00	- Extracts, essences and concentrates, of tea or mate, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or mate	0	20
22	2101.30.00	- Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof	0	20
23	9613.10.00	Pocket lighters, gas fuelled, non-refillable	0	10
24	9613.20.00	Pocket lighters, gas fuelled, refillable	0	10
25	9613.80.00	Other lighters	0	10
26	8711.30.10 8711.30.90	ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২৫১ সিসি হইতে ৫০০ সিসি পর্যন্ত	0	100
27	8711.40.10 8711.40.90	ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৫০১ সিসি হইতে ৮০০ সিসি পর্যন্ত	0	100
28	8711.50.10 8711.50.90	ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৮০০ সিসি এর উর্ধ্বে	0	100
29	8711.30.20	টু স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২৫১ সিসি হইতে ৫০০ সিসি পর্যন্ত	0	250
30	8711.40.20	টু স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৫০১ সিসি হইতে ৮০০ সিসি পর্যন্ত	0	250
31	8711.50.20	টু স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৮০০ সিসি এর উর্ধ্বে	0	250
32	9405.11.00	Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings, exculding those of a kinf used for lighting public open spaces or thorough fares : Dsigned for use solely with light-emmiting diod (LED) light sources	45	60
33	9405.19.00	Other	45	60

ঙ) মোটরগাড়ি ও জীপ এর উপর আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি

বর্ণনা	বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক হার (%)	প্রস্তাবিত সম্পূরক শুল্ক হার (%)
১	২	৩
মোটর গাড়ী এবং অন্যান্য মোটরযান, স্টেশন ওয়াগনসহ:		
(ক) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ সিসি হইতে ৩০০০ সিসি পর্যন্ত	২০০	২৫০
(খ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৩০০১ সিসি হইতে ৪০০০ সিসি পর্যন্ত	৩৫০	৫০০
(গ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৪০০০ সিসি এর উর্ধ্বে	৫০০	৫০০
(৫) বিযুক্ত (সিকেডি) মোটর গাড়ী, মোটর যান, স্টেশন ওয়াগন ও জীপ গাড়ীসহ:		
(ক) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ সিসি হইতে ৩০০০ সিসি পর্যন্ত	১০০	১৫০
(খ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৩০০১ সিসি হইতে ৪০০০ সিসি পর্যন্ত	৩০০	৩৫০
(গ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৪০০০ সিসি এর উর্ধ্বে	৩৫০	৫০০
সম্পূর্ণ তৈরি হাইব্রিড মোটর গাড়ী ও অন্যান্য মোটরযান, স্টেশন ওয়াগনসহ:		
(ক) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ সিসি হইতে ২৫০০ সিসি পর্যন্ত	৪৫	৬০
(খ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২৫০১ সিসি হইতে ৩০০০ সিসি পর্যন্ত	৬০	১০০
(গ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৩০০১ সিসি হইতে ৪০০০ সিসি পর্যন্ত	১০০	১৫০
(ঘ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৪০০০ সিসি এর উর্ধ্বে	৩০০	৩৫০
(ঙ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ বা তদূর্ধ্ব মাইক্রোবাস	৪৫	৬০

চ) যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে VAT আরোপ করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
1	2	3	4	5
1	8443.32.10	Computer printer	0	15
2	8443.99.10	Toner cartridge/Inkjet cartridge for computer printer	0	15
3	8471.30.00	Portable automatic data processing machines, weighing not more than 10 kg, consisting of at least a central processing unit, a keyboard and a display	0	15

ছ) যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে VAT অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
1	2	3	4	5
1	8713.90.00	Wheel chair	15	0
2	0801.31.90	Other Cashew nuts in shell	15	0
3	0801.32.90	Other Cashew nuts Shelled	15	0
4	9608.99.10	Ball points for ball point pen	15	0

জ) যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে AT অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
1	2	3	4	5
1	8713.90.00	Wheel chair	5	0

ঝ) যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে AIT অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
1	2	3	4	5
1	8713.90.00	Wheel chair	5	0

ঞ) বাজেটে যে সকল H.S. Code এর বর্ণনায় পরিবর্তন, সংশোধন, বিভাজন, একীভূতকরণ এবং নতুন H.S. Code সৃজন করা হয়েছে:

i) যে সকল H.S. Code এর বর্ণনা পরিবর্তন/ সংশোধন করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Existing Description	Changed Description
1	2	3	4
1	39.02	Polymers or propylene or of other olefins, in primary forms.	Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms.
2	3824.99.60	Calcium Chloride based container desiccant	Desiccant
3	8418.69.93	---- Freezer or storage box of exceeding 2000 L capacity imported by Industrial IRC holder VAT compliant ice-cream manufacturing industries	---- Freezer or storage box of exceeding 2000 L capacity imported by Industrial IRC holder VAT compliant ice-cream manufacturing industries or cold storage

ii) যে সকল H.S.Code বিভাজন (Split) করা হয়েছে:

Sl. No.	Existing H.S. Code	Splited H.S. Code	Description
1	2	3	4
1	1006.30.10	1006.30.11	---- Fortified rice kernels: Bashmoti Rice
		1006.30.19	---- Other
2	1006.30.90	1006.30.91	---- Other: Bashmoti Rice
		1006.30.99	---- Other
3	2507.00.00	2507.00.11	---- Imported by industrial IRC holder VAT compliant tiles & Sanitary products manufacturing industry
		2507.00.19	---- Other
		2507.00.90	--- Other
4	2508.40.00	2508.40.11	---- Imported by industrial IRC holder VAT compliant tiles & Sanitary products manufacturing industry
		2508.40.19	---- Other

Sl. No.	Existing H.S. Code	Splited H.S. Code	Description
1	2	3	4
		2508.40.90	--- Other
5	7308.90.90	7308.90.91	---- Metal frames for LCD/LED TV panel imported by Industrial IRC holder VAT compliant TV manufacturers
		7308.90.99	---- Other
6	8309.90.90	8309.90.91	---- Bung
		8309.90.99	---- Other
7	8541.49.00	8541.49.10	--- Solar modules or panels
		8541.49.90	--- Other
8	7219.11.00	7219.11.10	--- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant cold rolled stainless steel in coils manufacturing industry
		7219.11.90	--- Other
9	7219.12.00	7219.12.10	--- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant cold rolled stainless steel in coils manufacturing industry
		7219.12.90	--- Other
10	7219.13.00	7219.13.10	--- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant cold rolled stainless steel in coils manufacturing industry
		7219.13.90	--- Other
11	7219.14.00	7219.14.10	--- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant cold rolled stainless steel in coils manufacturing industry
		7219.14.90	--- Other
12	8506.60.00	8506.60.10	--- For hearing aid
		8506.60.90	--- Other
13	2706.00.10	2706.00.11	---- Imported by Industrial IRC holder VAT compliant tar manufacturering industres
		2706.00.19	---- Other
		3824.99.99	---- Other
14	7213.99.00	7213.99.10	--- Wire rod of circular cross-section measuring 14 mm to 30 mm in diameter imported by Industrial IRC holder VAT compliant electrode or wire drawing manufacturing industry
		7213.99.90	--- Other
15	7309.00.00	7309.00.10	--- Silo imported by Industrial IRC holder VAT compliant food manufacturering industry
		7309.00.90	--- Other

Sl. No.	Existing H.S. Code	Splited H.S. Code	Description
1	2	3	4
16	2917.39.00	2917.39.10	--- Purified Isophtalic Acid (IPA) imported by Industrial IRC holder VAT compliant petro chemical industry
		2917.39.90	--- Other
17	7007.19.00	7007.19.10	--- UL marked glass Imported by industrail IRC holder VAT compliant fire door manufacturing industry
		7007.19.90	--- Other
18	8511.10.00	8511.10.10	--- Sparking plug used for exclusively aircraft and helicopter engine
		8511.10.90	--- Other

iii) যে সকল H.S.Code একীভূত (merge) করা হয়েছে:

Sl. No.	Existing H.S. Code	Merged H.S. Code
1	2	3
1	7225.99.10	7225.99.00
	7225.99.90	

iv) যে সকল H.S. Code নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে:

Sl. No.	New H.S. Code	Description
1	2	3
1	3920.10.30	--- Mulch film
2	3920.10.40	--- Tarpaulin
3	3921.90.93	---- Tarpaulin
4	8421.21.95	Sewage treatment plant (STP)
5	8418.69.96	Chiller imported by Industrial IRC holder VAT compliant cold storage
6	7227.90.20	--- M.S. bars and rods imported by Industrial IRC holder VAT compliant electrode or wire drawing manufacturing industry

v) **Sub-heading 2309.90 এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী:**

ক্রম নং	বিদ্যমান		প্রস্তাবিত	
	এইচএসকোড	বর্ণনা	এইচএসকোড	বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫
		- Other :		- Other :
		--- Preparations for use in making complete feed or supplementary feed :		--- Preparations for use in making complete feed or supplementary feed for animal :
	2309.90.11	---- Vitamin or mineral or amino acid or their combination (feed grade)	2309.90.11	---- Vitamin or mineral or amino acid or their combination (feed grade)
	2309.90.12	---- Vitamin premix or mineral premix or amino acid premix or their combination (feed grade)	2309.90.12	---- Vitamin premix or mineral premix or amino acid premix or their combination (feed grade)
	2309.90.13	---- Probiotics or prebiotics or their combination (feed grade)	2309.90.13	---- Probiotics or Prebiotics or their combination (feed grade)
	2309.90.14	---- Essential oil or combination of essential oils (feed grade)	2309.90.14	---- Essential oil or combination of essential oils (feed grade)
	2309.90.19	---- Other	2309.90.19	---- Other
	2309.90.90	--- Other		--- Preparations for use in making complete feed or suppplementary feed for fish:
			2309.90.21	---- Vitamin or mineral or amino acid or their combination (feed grade)
			2309.90.22	---- Vitamin premix or mineral premix or amino acid premix or their combination (feed grade)
			2309.90.23	---- Probiotics or Prebiotics or their combination (feed grade)
			2309.90.24	---- Essential oil or combination of essential oils (feed grade)
			2309.90.29	---- Other
			2309.90.90	--- Other

vi) যে সকল H.S. Code বিলুপ্ত করা হয়েছে:

Sl. No.	New H.S. Code	Description
1	2	3
1	3926.90.40	--- Mulch film
2	7225.99.10	--- Metal frames for LCD/LED TV panel imported by Industrial IRC holder VAT compliant TV manufacturers